মা ও ছেলে

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত
(আত্মচিন্তা, দুখানি ছবি প্রভৃতি প্রণেতা)

It is better to be good than to do good. We can benefit our kind in no way so much as by being ourselves pure, and upright, and noble-minded.

—Miss F. P. Cobbe.

মূল্য ৸৹ বার আনা

কলিকাতা ;

১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র
দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৬ই জানুয়ারী।

১৮৮৯।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েষু।

ভক্তিভাজন!

আপনি চিরদিনই নীরব কার্য্যপ্রিয় লোক, আপনাকে এরূপ ভাবে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিয়া,আমি ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম জানি না। আপনাকে অকৃত্রিম ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকি,কেন দেখি তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানেন না, জানিবার উপায়ও নাই। সেই পুরাতন কথা সকল স্মরণ করুন, দেখিবেন, আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসাই আমাকে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছে। বিধাতা যে দিন আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছিলেন,সে দিন এ জীবনে একপরম শুভদিন,মানব জীবনে এরূপ শুভদিন—শুভ মুহূর্ত্ত অল্পই ঘটে,যখন মানব আপনার জড়তা ও মোহ-ঘোর পরিহার করে—জীবনের পথ দেখিতে পায়—আশার কথা শুনিতে পায়; আমার ভাগ্যে সে দিন তাহাই হইয়াছিল। আপনি এবং আমার অন্যান্য বন্ধুরা আমার যত প্রকার উপকার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং আপনি অসহায় যুবকের পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি পিতৃস্থানীয়! মা ও ছেলে প্রথম ভাগ আমার পরলোকগত পরম পূজ্যপাদ পিতা ঠাকুরের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়াছি, আজ তাহারই দ্বিতীয় ভাগ আপনার পবিত্র করকমলে অর্পণ করিলাম। আপনি মা ও ছেলে প্রথম ভাগ পাঠে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ও আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, আশা করি এখানিও আপনার আনন্দ উৎপাদন করিবে। আপনি আমার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিলে এবং ইহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলে, আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিব। আমি আপনার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। বহুমূল্য রত্ন উপহারেও তাহা পরিশোধ হইবে না, আর আমার তাহাও নাই, তাই নিরুপায় হইয়া আমার প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতার এই ক্ষুদ্র ও যৎসামান্য চিহ্ন,আমার জীবনের এই ক্ষুদ্র কার্য্যের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিলাম। ইহাই আমার সুখ। যখন মনের সদ্ভাবের আবেগপূর্ণ এই উৎসর্গ-পত্র নিজে নিজে পাঠ করিব, তখন আপনার প্রতি আমার প্রাণে যে কৃতজ্ঞতার ভাব জাগিয়া উঠিবে, তাহাই আমার পরম লাভ।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

মা ও ছেলে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। মা ও ছেলে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার সময়ে আমি জানিতাম না, যে আমার উক্ত পুস্তকের এক সহস্র খণ্ড এত অল্পদিন মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কেবল তাহাই নহে, নানা স্থানের সাহিত্যানুরাগী চিন্তাশীল মাহোদয়গণ সে পুস্তক সম্বন্ধে যেরূপ প্রশংসাপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ মহাশয় তাঁহার প্রদত্ত মন্তব্যের শেষ ভাগে আমাকে বর্ত্তমান পুস্তক খানি রচনা করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মহোদয়গণ যেরূপ উৎসাহ দিয়াছেন এবং এইরূপ আরও নানা স্থানের অনুরোধ ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি এই গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী ইহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিলে, এবং ইহার দ্বারা একটী পরিবারের পারিবারিক শৃঙ্খলা, তাহার প্রতিবেশীগণের রীতিনীতি সমুন্নত করিবার পক্ষে সাহায্য হইলে, এবং কিরূপবিদ্যালয়ে বালকগণকে পাঠান হইবে, এবং তাহার সুশিক্ষা বিধানের কিরূপ সদুপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে এ পুস্তক দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য হইলে, আমি কৃতার্থ হইব ও পরম সুখ অনুভব করিব।

১লা মাঘ ১২৯৫। }

নিবেদক
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মা ও ছেলে।

(দ্বিতীয় ভাগ)

প্রথম অধ্যায়।

কেমন সুন্দর দৃশ্য! পঞ্চমবর্ষীয় বালক সুকুমার যোগাসনে বসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতদুখানি মিলাইয়া করতালি দিতেছে এবং ২।৩ মাসের একটি বালিকার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গাহিতেছে:— "ভাই বো'ন দুটি মোরা দুয়ে ভাল বাসা কত, একটি বোঁটায় ফোটা দুটি কুসুমের মত।" বালিকাটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুন্দর গোলাপ ফুলটী ফুটিয়া যেমন বাগান আলো করিয়া রাখে— ক্ষুদ্রশিশু বালিকা সেইরূপ গৃহউদ্যান আলো করিয়া, শয্যাতে শয়ন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত পাগুলি নাড়িয়া খেলা করিতেছে; সুকুমার বসিয়া সুমিষ্ট শিশুস্বরে গান করিতেছে—কেমন সুন্দর দৃশ্য—কেমন মনমোহন চিত্র! সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সরলা সংসারের অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া নিজ পুত্র কন্যার নিকটে বসিয়া প্রদীপের শলিতা প্রস্তুত করিতেছেন; এবং পুত্রের সুমধুর সঙ্গীতলহরী শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছেন। এমন সময়ে সুবোধ-চন্দ্র গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তাঁহার বোধ হইল প্রবঞ্চনা-পূর্ণ সংসারের বিষম তাড়নার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া তিনি

যেন শান্তিধামে—অমৃতনিকেতনে প্রবেশ করিলেন—তাঁহার মনে হইল যেন মার্ত্তণ্ড-তাপে উত্তপ্ত বালুকারাশিপূর্ণ মরুভূমে সমস্ত দিন শ্রম করিয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে জীবন পথে একদিন শান্তি-বৃক্ষ-মূলে সুখের ছায়াতে উপবেশন করিলেন। ঐ যে বালিকা শয়ন করিয়া খেলা করিতেছে—ঐ যে পঞ্চমবর্ষীয় বালক সুকুমার নিকটে বসিয়া গান করিতেছে—ঐ যে সরলা প্রেমভরা মুখে হাসিয়া একটীবার ভাল বাসার চক্ষে সুবোধচন্দ্রের দিকে তাকাই-লেন—তাঁহার সে দৃষ্টিতে ধরা মধুময় হইয়া গেল—বালিকার ক্রীড়া—সুকুমারের সুমিষ্ট গান এবং সরলার সরল প্রেম একত্র হইয়া পরিশ্রান্ত সুবোধচন্দ্রকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিল, তাঁহার সমস্ত শ্রান্তি দূর হইল, তিনি সহাস্যবদনে সুকুমারের দিকে অগ্রসর হই-লেন—সেই শিশুর চন্দ্রবদনে একটী স্নেহচুম্বন দিয়া বলিলেন, "বাবা! ভাই বো'ন কই?" শিশু বলিল "এই যে আমি ভাই—আর ঐ যে খুকি আমার বো'ন।" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "সুকুমার, খুকিকে বিলাইয়া দিব?" সুকুমার বলিল "কেন বাবা, কাকে দেবে?" বাবা বলিলেন "কেন, তোমার দিদীমাকে দিব।" সুকুমার বলিল "সেখানে খুকী একা থাকবে—মা যাবে না—খুকীকে দুদ দেবে কে?" বাবা বলিলেন "তবে খুকীর মা খুকীর সঙ্গে যাবেন।" সুকুমার বলিল, "আমি কোথা থাকবো" বাবা বলিলেন, "কেন, আমার কাছে?" সুকুমার বলিল, "কেন, মা কি আমার না, আমি মার সঙ্গে যাব না? খুকী যাবে, আমিও যাব, মা আমার, মা খুকিরও, কেমন?" তখন সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা তবে তাই হবে।"

আহারান্তে সরলা স্বামীর নিকট আসিয়া দেখেন, তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে একখানি বই পড়িতেছেন। অনেকক্ষণ হইল নিকটে দাঁড়া-

ইয়া দেখিতেছেন। সুবোধচন্দ্র এতক্ষণ অনন্যমনে পাঠে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং গৃহিণীর যথোচিত সম্মান রক্ষা করা হয় নাই। এখন একটিবার সরলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এখানে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া কেন? ব'স না।"

স। বসিব কি, একটা কথা বলিবার জন্য তোমার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তুমি পড়িতেছিলে দেখিয়া কিছু বলি নাই।

সু। কি বলিবে বল না।

স। আমাদের সংসারে আর একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করাতে আমাদের দায়িত্ব আর একটু বাড়িয়াছে তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছ? ঐ ছেলেটীকে মানুষ করিবার জন্য আমাকে যে সকল সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছিলে এবং নিজে যে সকল বিষয়ে সতর্ক হওয়া ও যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলে সে সকল কি সম্যকরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে?

সু। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ ফল পাইব না। তাহার কারণ এই যে পূর্ব্বেই বলিয়াছি সন্তান পিতা মাতার ও অন্যান্য সম্পর্কীয় লোকের প্রকৃতিও পাইয়া থাকে। আমার পিতামহের যে সকল গুণ বা দোষ ছিল, এমন হইতে পারে যে, সে সকল ভাব আমার পিতার জীবনে গোপন থাকিয়া আমাতে প্রকাশ পাইল। এরূপ ভাবে গুণাগুণ সকল বংশপরম্পরা পরিচালিত হইয়া লোকের শিক্ষা ও সদ্‌গুণ সকলকে হয় উন্নত না হয় ধ্বংশ করে।* এমন অবস্থায় আশানুরূপ ফল লাভ বড় সহজ

* Galtons Heriditary Genius.

ব্যাপার নহে। কেবল তাহাই নহে অনেক সময়ে আমরা আমাদের সন্তানেতে যে সকল সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিতে চাই, আমাদের নিজেদের জীবনে তাহা নাই। সন্তান যে উপদেশ পায়, পিতামাতার জীবনে তাহার অনুরূপ কিছু দেখে না, এজন্য তাহারা সে উপদেশমত গুণসম্পন্ন হয় না। আর এক কারণ এই যে বালক যখন এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে এবং পরের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করে, তখন আমাদের আশানুরূপ বিষয় গুলি তাহার ক্ষুদ্র জীবনে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন হইয়া পড়ে। এই সময়ে সন্তানেরা তাহাদের সমবয়স্কদিগকে অধিক অনুকরণ করিয়া থাকে, সুতরাং ছেলে মেয়ে পাড়ার যে সকল ছেলে মেয়েদের সহিত সর্ব্বদা খেলা করে তাহাদের স্বভাব প্রকৃতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রয়োজন হইলে, কোন কোন স্থানে যাওয়া, কোন কোন বালক বালিকার সহিত মিলিত হওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমরা ত সকল সময়ে সে সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে এবং প্রয়োজন মতে সন্তানদের গতিরোধ করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের মনের মত শিক্ষাও সন্তানদিগকে দেওয়া হয় না।

স। বিশেষতঃ আমাদের মত লোকের ঘরে বড় বেশী অসুবিধা; কারণ আমি অধিকাংশ সময় সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকি, আমাকে সকল কাজই করিতে হয়। তোমার আফিস আছে, দিনের অধিকাংশ সময় তোমাকে বাড়ীর বাহিরে থাকিতে হয়। অনেক সময়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ অসু-

বিধার জন্য আমরা তাহাদের সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারি না। অর্থাভাব ও লোকাভাবের জন্য এবং কার্য্য বিভাগ না থাকায়, আমরা অনেক সময়ে এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকি। এখন বল দেখি কি করিলে আমাদের এই অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয় এবং যতদূর সম্ভব আমাদের আশা পূর্ণ করিতে পারা যায়।

সু। আচ্ছা আজ একটা উপায় স্থির করিলে ভাল হয় না ?

স। হাঁ, আজই কিছু উপায় স্থির করিলে ভাল হয়। আমাদের ছেলে আজ বাদে কাল পাঁচ বৎসর পার হয়ে ছয় বৎসরে পড়িবে ; এখন আর অল্প চেষ্টা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতে বিধেয় নহে।

সু। আচ্ছা প্রথম কাজ এই যে, বাড়ীতে ছেলে যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সমস্তই তোমাকে দেখিতে হইবে। সুকুমারের সহিত খেলা করিবার জন্য পাড়ার যে সকল ছেলে আমাদের বাড়ীতে আসে, তাহারা কিরূপ ভাবের কথাবার্ত্তা কয়, কিরূপ ভাবে খেলা করে এবং কিরূপ প্রকৃতির পরিচয় দেয় ; এসমস্ত তোমাকে দেখিতে হইবে। যে সকল ছেলে কলহপ্রিয়, গালাগালি দিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগকে বেশ ভাল করিয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিবে যে তাহারা ঐরূপ করিলে—ঐরূপ অভ্যাস ত্যাগ না করিলে, আমাদের বাড়ীতে আসিতে পাইবে না, এবং সুকুমারকেও তাহাদের বাড়ীতে যাইতে দিবে না। ছেলেরা নিজ নিজ সহচরকে বড়ই ভাল বাসে—আমাদের মত বিদ্বেষ, ঘৃণার ভাব ও স্বার্থপরতা দ্বারা চালিত হইয়া সহজে একজন

অন্যকে ত্যাগ করিতে শিখে নাই, সুতরাং সরল ভাল বাসার অনুরোধে তাহারা তাহাদের কুঅভ্যাস ছাড়িতে পারে। যদি একান্ত অসম্ভব বোধহয়, তাহা হইলে সে বালকের সহিত সুকুমারকে খেলা করিতে ও তাহাদের বাড়ী যাইতে দিবে না। কেবল এই একটী বিষয়ে সাবধান হইলে চলিবে না। আরও অনেক কাজ তোমাকে করিতে হইবে, তাহা ক্রমে বলিতেছি। অগ্রে আমার কার্য্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লই। ছেলেকে বাহিরে দেখিবার ভার আমার। আমি দেখিব সে কেমন লোকের বাড়ীতে যায়। বাড়ীর বাহিরে গেলে, তাহার মনের গতি স্বভাবতঃই কোন দিকে ধাবিত হয়, তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিব। যে যে স্থানে গেলে, যে সকল লোকের কার্য্য দেখিলে, তাহার সুশিক্ষার ব্যাঘাত হইবার সম্ভবনা, সেই সকল স্থানে সন্তানকে যাইতে দিব না, সেই সকল লোকের সহিত ছেলেকে মিশিতে দিব না। আমি যখন বাড়ীর বাহিরে যাইবার আয়োজন করি, অমনি দেখি পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কাল দেখ নাই, প্রাতে উঠিয়া যখন আমি বেড়াইতে যাই, সুকুমার আসিয়া বলিল, "বাবা কোথায় যাবে?" আমার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছাটী বড়ই প্রবল। তাকে নিয়ে গেলে, তার খুব উপকার হয়, কিন্তু আমার বেড়াইবার বড় অসুবিধা হয়। ছেলেমানুষ আমার সঙ্গে চলিতে পারে না, এই জন্য আমার বড় ক্ষতি হয়; আর একটু বড় হইলে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াইতে যাইব। তুমি আজ তাকে পড়াইয়া ছিলে কি?

স। আজ সে অনেকক্ষণ আপনি ইচ্ছা ক'রে পড়েছে। আর ২।৪ দিন হলে তার বর্ণবোধ শেষ হয়ে যাবে। আমি এই একটী আশ্চর্য্য দেখিলাম যে তাকে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শিখাইতে একটী দিনও পীড়াপীড়ি করিতে হইল না, একটী দিনও ধমক দিতে কি মারিতে হইল না। বেশ আনন্দের সহিত পড়িল, আর কেমন অল্প সময় মধ্যে সমস্ত শিখিয়া ফেলিল।

সু। আচ্ছা তুমি ত নিজেই উহাকে শিখাইলে, বল দেখি কোন্‌টী সকলের অপেক্ষা সহজ উপায় বলিয়া বোধ হইল?

স। ঐ যে খেলা করিবার জন্য তাস আনিয়া দিয়াছিলে; যাহার এক দিকে ছবি আর এক দিকে অ, আ, ক, খ ইত্যাদি লেখা আছে, ঐ তাসের বাক্‌সই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর উহার দামও বোধ হয় বেশী নয়। তুমি কত দিয়া আনিয়া ছিলে?

সু। ছয় আনা। আমার বোধ হয় ঐরূপ ছয় বার ছয় আনা খরচ করিয়া, আর কত তিরস্কার ও প্রহার করিয়া ছেলের বর্ণ পরিচয় করান অপেক্ষা ইহাই উৎকৃষ্টতর উপায়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি যে দিন ঐ তাসের বাক্‌স কিনিতে গেলাম সে দিন গুপ্ত প্রেসের সেই বৃদ্ধ বাবুটী কত দুঃখ করিয়া বলিলেন, "আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া এই সকল প্রস্তুত করাইয়া ছিলাম, কিন্তু এ দেশের লোক সুবিধা অসুবিধা কিছুই বুঝে না, সুতরাং আমার পরিশ্রমের ফলও ফলিল না।" আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিয়া বলিলাম, "আমার সঙ্গে যত লোকের সাক্ষাৎ হইবে, আমি তাঁহাদিগকে ইহার উপকারিতার কথা বলিব।"

স। আমাদের পাশের বাড়ীর গৃহিণী এক বাক্স আনিয়া দিতে বলিয়াছেন। আর আমার মা সে দিন আনিয়াছিলেন। তিনি আমার দাদার ছেলের জন্য এক বাক্স কাকে দিয়ে আনাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

সু। আমার ইচ্ছা হয় যে ছেলেকে অল্প বয়সে স্কুলে পাঠাব না। লেখা পড়া যাহা হয়, তাহার দশগুণ বেশী কুশিক্ষা পায়। আমাদের দেশে এমন স্কুল নাই যেখানে কেবল ছোট ছোট ছেলেরা পড়িতে পারে আর সেখানকার শিক্ষার ভার পুরুষের উপর না থাকিয়া মেয়েদের উপর থাকে। বিলাতে ও অন্যান্য স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যেখানে কেবল শিশুরা, বা কেবল বালকেরা পড়িবে। এই সকল কচি ছেলেদের শিক্ষার ভার সুশিক্ষিতা মহিলাদের উপর দেওয়ার একটী প্রধান সুবিধা এই যে মহিলারা সন্তানদের অভাব বেশ ভাল বুঝিতে পারেন; এবং অভাব বুঝিতে পারিলে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা কথঞ্চিৎ সহজ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তাঁহারা ভালবাসা দ্বারা ছোট ছোট ছেলে গুলিকে আপনার লোক করিয়া বেশ সহজে সমস্ত শিখাইতে পারেন।

স। বড় ছেলে ছোট ছেলে একত্রে পড়িলে কি কিছু অপকার হয়।

সু। সে কথা আর বলিও না। সে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা আর বলিবার নহে। আমি যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন অধিকাংশ ছেলেকে যে ভাবে কথা কহিতে ও আলাপ করিতে দেখিয়াছি; তাহা এখনও স্মরণ হইলে শরীর

শিহরিয়া উঠে। একদিন বঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ স্থানের একটী এন্‌ট্রান্‌স্ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, সমস্ত ছেলেগুলি একত্র হইয়াছে, তাহারা একত্র হইয়া যেরূপ ভাবে পরস্পর আলাপ করিতেছে, তাহা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আমি সেই সময়ে সেই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম। লজ্জা ও ক্ষোভে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। আমি আস্তে আস্তে সে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলাম। পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের শুভকামনা যে সকল ছেলের উপর রহিয়াছে, তাহারা যে এত দূর খারাপ হইতে পারে, পূর্ব্বে আমার সে জ্ঞান ছিল না। সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এমন স্থানে, এমন স্কুলে, এমন ছেলেদের সহিত আর পড়িব না। অনেক চেষ্টা ও যত্নের পর কোন প্রসিদ্ধনামা নগরের গভর্ণ্‌মেণ্ট বিদ্যালয়ে পড়ার উপায় করিলাম। সেখানে পাঠ কালিনও যে সকল ব্যাপার দেখিলাম তাহা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর আপত্তিজনক ও লজ্জাকর। এখন বুঝিয়া দেখ, কোমলমতি বালকগণ এই সকল মন্দ বালকের সংসর্গে পড়িয়া কিরূপ কুশিক্ষা পায়। তোমার আমার চেষ্টায় সুশিক্ষার যে ক্ষুদ্র বীজটী বালকের মনে রোপিত হয়, সেই কুসংসর্গের বিষময় উত্তাপে তাহা অচীরে শুকাইয়া যায়। এমন স্থলে কি করিয়া বালককে এমন সকল স্কুলে পাঠাইব? সন্তানকে সুশিক্ষা দিয়া মানুষ করিবার ইচ্ছা যাঁহার আছে, তিনি কখনও যেন এরূপ বিদ্যালয়ে সন্তানকে না পাঠান।

তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে একটী ভাবনার উদয় হইতেছে, সেটী এই যে, বৎসর বৎসর যে এত লোক এল্ এ, বি এ, এবং এম্ এ, পাস করিয়া কলেজ হইতে বাহির হইতেছেন, তবে কি তাঁহাদের অধিকাংশই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিতেছেন না?

তাত কিয়ৎ পরিমাণে ঠিক কথা। যে পরিমাণে শিক্ষার স্রোতঃ বহিয়াছে, সে পরিমাণে মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হইলে, আজ আমাদের যে অবস্থা দেখিতেছ, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অবস্থার উন্নতি হইত। এ শিক্ষায় সে মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, যাহার কিছু কিছু পাইলে মনুষ্যজন্ম লাভ করা সার্থক হয়। আর বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার বন্দোবস্ত নাই বলিয়াই, ছেলেকে ঐ অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য ঐ সকল বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ইচ্ছা করি না।

তুমি যে সকল কুশিক্ষার কথা উল্লেখ করিলে, তাহার প্রকৃতি ও পরিমাণ কিছুই বুঝিলাম না, তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম, যে ছেলেরা অতি নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বিষয় সকলের আলোচনা করিয়া থাকে। এমন কিছু বল যাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের সাবধান হইবার পক্ষে সাহায্য হইবে।

অল্প দিন হইল, একদিন আফিসে যাইতেছি, পটলডাঙ্গার কোন স্কুলের নিকটে গাড়ীর জন্য দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় শুনিলাম, একটী ৮।৯ বৎসর বয়সের বালক তাহার কোন সহাধ্যায়ীকে ডাকিয়া বলিতেছে, "দেখ্‌রে দেখ্——যাচ্ছেরে।" বালক অতি অবজ্ঞার সহিত যাঁহার নাম করিল, তিনি সহরের একজন সুপরিচিত লোক। নানা স্থানের অনেক

সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে চেনেন এবং সম্মান করেন। তিনি কোন এক কালেজ হইতে অন্য কালেজে পড়াইতে যাইতেছিলেন। বালকটীর আচরণ দেখিয়া আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইল, আমি তাহাকে ডাকিলাম। সে ত সহজে আমার নিকট আসিতেই চায় না। তৎপরে অনেক বলাতে নিকটে আসিল, কিন্তু একটুও কুণ্ঠিত কি লজ্জিত হইল না! তখন আমি তাহাকে বলিলাম "——যাচ্ছে বলিতে যে পরিশ্রম, আর—— বাবু যাইতেছেন বলিতেও তত পরিশ্রম, তবে কেন এমন অন্যায় ব্যবহার কর? ভাল ভাবে মিষ্ট কথায় নাম বলিলে কি ক্ষতি হয়, আর এমন একজন গণ্যমান্য লোককে ঐরূপ অবজ্ঞার সহিত তুচ্ছ তাচ্ছল্যের ভাবে নাম ধরিয়া ডাকিয়া কি সুখ পাইলে? তখন সেই বালক অম্লানবদনে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ও সভ্যতাটুকু বুঝি আমি জানিতাম না? তুমি আমাকে বলিয়া দিলে তবে আমি বুঝিলাম,—না?" আমি ভাবিলাম, কি কুকর্ম্মই করিয়াছি, এমন ছেলেকেও কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়! আমি ত লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। সে বালক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। ভাবিলাম তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া রাখি, সুবিধা মত দেখা করিয়া তাঁহার সন্তানের এইরূপ কুশিক্ষার কথা জানাইব, কিন্তু আমার সময় হইল না।

আর একবার চড়কের দিনে বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ঐ স্থানে আসিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময়ে দেখি, অনেক-

গুলি ছেলে একত্র হইয়া হিন্দুস্কুলের প্রাচীরের উপর উঠিয়া বসিয়াছে এবং আরও অনেকে তাহার উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেন তাহারা তত রৌদ্রে সেই প্রাচীরে উঠিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে বেলা ৪ টার সময়ে ঐ রাস্তা দিয়া চড়কের সং যাইবে তাহাই দেখিবার জন্য বেলা ১২ টার সময়ে সেই অনাবৃত প্রাচীরের উপর বালকেরা উঠিতেছে। দেখিয়া আমার একটু ক্লেশ হইল। আমি বলিলাম "এই চারি ঘণ্টা এই রৌদ্রের উত্তাপে তোমারা বসিয়া থাকিবে, তোমাদের যে অসুখ হইবে।" একটী ছেলে বলিল "ওঃ—আমাদের মাথায় রোদ্ লাগ্‌ছে, তুমি ব'ল্লে তাই টের পেলাম, আগে জান্‌তাম না,—না?" আর একটী ছেলে একটু গা টিপিল—আর একটী ছেলে বলিল—"আঃ—অত জেঠামী করিস্ কেন? চুপ ক'রে থাক্ না।" আমি আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলাম। এইরূপ ২।৪ টা অসৎ ছেলের দলে পড়ে অধিকাংশ ভাল ছেলে খারাপ হইয়া যায়। প্রত্যেক স্কুলে মন্দ ছেলেদের এক একটী দল আছে। যে সকল ভাল ছেলে উহাদের দলভুক্ত না হয়, অনেক সময়ে তাহাদিগকে অনেক অসুবিধাতে পড়িতে হয়। আমার ছেলে বেশ বুদ্ধিমান হয়, বেশ চালাক চতুর লোক হয়, কোন কথা পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারিবার শক্তি থাকে, একদিকে যেমন এ সকল থাকা প্রার্থনীয়, অপর দিকে আবার ঐরূপ জেঠা, দুরন্ত ও অসৎ বালকদের সঙ্গে মিশিয়া ঐ সকল কুশিক্ষা

পাইবে, কখনই এমন ইচ্ছা করিব না, বরং ছেলে শান্ত হইবে—বিনয়ী হইবে—শিষ্টাচারী হইবে, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, ঐরূপ প্রকৃতির ছেলেদের সঙ্গে তোমার ছেলেকে মিশিতে দিতে প্রস্তুত আছ কি না ?

স। তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে ত ছেলেকে আর স্কুলে দেওয়া হয় না। আচ্ছা যদি ছেলেকে স্কুলে দেওয়া না হয়, তাহলে তাহার লেখা পড়া শিক্ষার জন্য কি উপায় করা যাইবে ?

সু। কথিত আছে যে, এই সকল অসুবিধার জন্য হাইকোর্টের ভুতপূর্ব্ব জজ মহামান্য দ্বারকানাথ মিত্র তাঁহার পুত্রগণকে বিদ্যালয়ে যাইতে দিতেন না। বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া পড়াইতেন। তিনি জীবিত থাকিলে বোধহয় তাঁহার সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া জনসমাজে প্রতিপত্তি ভাজন হইতে পারিতেন। কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের অনেক ছেলে বিদ্যালয়ে যান না, অথচ এমন উপায় অবলম্বিত হয়, যে তাঁহারা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধীধারীগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ প্রাধান্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আরও অনেকের সম্বন্ধে এরূপ জানা গিয়াছে যে তাঁহারা সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান না। শিক্ষক রাখিয়া গৃহে সন্তানদের লেখা পড়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী ও ভারতের সাম্রাজ্ঞী হইয়া, যে শিক্ষার গুণে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন সে শিক্ষা তিনি গৃহেতেই পাইয়াছিলেন। তাঁহার

পতিভক্তি, শীলতা, বিনয়, ভালবাসা ও লোকানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি গৃহশিক্ষার গুণেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে নিউটন চিরদিন অসংখ্য নক্ষত্রপরিশোভিত আকাশরাজ্যে ভ্রমণ করিতেন এবং সে অজ্ঞাত রাজ্যের কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া লোক মণ্ডলীকে চমৎকৃত ও উপকৃত করিয়াছেন, তিনি গৃহে সুশিক্ষার অধীনে থাকিয়াই বিজ্ঞানবিশারদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বপূজ্য হইবার উপযুক্ততা লাভ করিয়াছিলেন।

স। যে সকল লোকের নাম করিলে, তাঁহারা ধনী লোক, আমাদের মত দরিদ্র লোকে কি করিবে তাহাই বল, শুনি।

সু। আমি এসম্বন্ধে প্রতিদিনই ভাবিয়া থাকি, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই কি করিলে আমাদের মত লোকের সন্তানদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে। তবে আপাততঃ তুমি যাহা ভাল জান তাহা ত শিক্ষা দাও, তাহার পর যেরূপ হইবার হইবে। এই স্থানেই স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করা যায়। তুমি যে লেখা পড়া জান, তাহা অপেক্ষা আর একটু অধিক লেখা পড়া জানিলে, ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া বিশেষতঃ আরও অধিক কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা হইত। এখনও যাহা পার যত্ন করিয়া শিক্ষা কর, আমি যতটুকু পারি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

স। আমি সংসারের অনেক কাজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইব। কিন্তু আমার বিদ্যায় কয় দিন চলিবে?

সু। যে কয়দিন চলিবার চলুক। তৎপরে কি করিলে সুবিধা হইবে ভাবিয়া দেখিব।

স। আজ সে এক হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত মুখে মুখে বলিতে শিখিয়াছে। আর দুই তিন দিন হইলেই এক শত পর্য্যন্ত শিখিয়া ফেলিবে।

সু। শ্লেটে অঙ্ক রাখিতে শিখিলেই তাহাকে তেরিজ জমাখরচ শিখাইবে।

স। অঙ্ক রাখিতে শিখান একটু কঠিন হইবে। আগামী রবিবারে তুমি আমাকে সাহায্য করিও। তা হলে একটু সহজ হইবে।

সু। আচ্ছা আমি সুকুমারকে টাকা রাখিতে শিখাইয়া দিব। বর্ণবোধ হইতে শ্লেটে যে লিখাইবার কথা বলিয়াছিলাম, তাহা কি করিয়াছ?

স। হাঁ, প্রতিদিনই একটু একটু শিখাইতেছি। অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি লেখা অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। এখন "বড় গাছ, ছোট পাতা" ইত্যাদি লিখিতেছে।

সু। তবে এই বার কাগজে লিখিতে শিখাও।

স। আচ্ছা, কাল কাগজ আনিয়া দিও।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইরূপে কিছু কাল চলিয়াছে। সরলা এক দিকে যেমন বিশেষ যত্নের সহিত সুকুমারকে পুস্তকাদি পড়াইয়া থাকেন, অপর দিকে আবার সেইরূপ নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প দ্বারা তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ প্রয়াস

পাইয়া থাকেন। জ্ঞানোন্নতির জন্য তিনি সুকুমারের নিকট যে সকল গল্প করেন, তাহার অধিকাংশই তিনি নিজে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ডুবাল দরিদ্র বালক হইয়া কি রূপে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। উইলিয়ম রস্কো সামান্য অবস্থা হইতে কি করিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়া ছিলেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট পুরুষপ্রবর গার্ফিল্ড্ অতি দীন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও, কি করিয়া কেবল শৈশবের সুশিক্ষাগুণে শেষে যুক্তরাজ্যের প্রধানতম পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয় গল্পচ্ছলে সুকুমারকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সুকুমার যখন বোধোদয় পড়িতেছে, তখন সরলা চরিতাবলী ও আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি উপদেশপূর্ণ পুস্তকনিহিত বিষয় সকল গল্প করিতে করিতে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অল্প পরিশ্রমে অনেক শিক্ষা দিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। এক দিন সুবোধচন্দ্র আফিস হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় সুকুমার নিকটে আসিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেদিন সে কিছু নূতন শিখিয়াছে কি না? সুকুমার বলিল, "বাবা, আজ আমি শিশুর সদাচার পড়িয়াছি, তাতে একটী গল্প আছে, সে গল্পটী বেশ। দুটি ভাই একসঙ্গে পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়েছিল, শেষে আর পথ খুঁজিয়া পেলে না। রাত্রিতে ছোট ভাইটী, শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে দেখিয়া বড় ভাই ছোট ভাইকে একটা ঢাকা যায়গায় শোয়াইল, নিজের গায়ের কাপড় খুলিয়া ছোট ভাইটীকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া নিজে তাহার উপর বুক দিয়া রহিল!

সু। তার পর কি হইল?

ছে। তারপর তাদের বাবা খুঁজিতে খুঁজিতে সেই খানে আসিয়া দেখিলেন যে দুই ভাইতে জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া আছে। বড় ভাইকে উঠাইয়া দেখিলেন, সে নিজের গায়ের কাপড় খুলিয়া ছোট ভইটীকে ঢাকা দিয়াছে। তিনি দেখিলেন বড় ছেলের গুণেই ছোট ছেলেটী ততক্ষণ বাঁচিয়া আছে, তা না হলে, বরফে ঢাকা পড়ে মারা যেত। তখন তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া; আর বড় ছেলেকে খুব ভালবাসা দিয়া, দুই-জনকে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

সু। সুকুমার, তুমি ত বেশ মনে করে রাখ্‌তে শিখেছ! যা পড়্‌বে, এমনি করে মনে রাখ্‌তে পার্‌লে, তোমার স্মরণশক্তির খুব উন্নতি করিতে পারিবে।

ছে। মা যখন গল্পটী আমাকে পড়িতে বলিলেন, আমি পড়িলাম, একবার পড়িয়া আবার পড়িতে ইচ্ছা হইল, তাই আবার পড়িলাম, দুবার বেশ মন দিয়া পড়েছি, তাই মনে আছে। আর ঐ যে বড় ভাইটী তার গায়ের কাপড় খুলে ছোট ভাই-টীকে সেই কাপড় দিয়ে ঢেকে, নিজে তার উপর হামা দিয়া থাকিয়া ছোট ভাইকে বাঁচাইল, ঐ বড় ভাইটী বেশ ছেলে।

সুবোধচন্দ্র দেখিলেন যে গল্পটী সুকুমারের বড় ভাল লাগি-য়াছে, আর ঐ বড় ভাইটীর কাজকে খুব পছন্দ করিয়াছে, আবার তা পড়িয়া বেশ মনে করিয়া রাখিয়াছে। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এইরূপে অতি অল্প বয়স হইতে শিশুদিগকে সকল প্রকার সুখপাঠ্য বিষয়ে আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারিলে যে সহজেই অনেক সুবিধা হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন

তিনি সুকুমারকে বলিলেন "দেখ সুকুমার! তুমি কি বলিতে পার কি করিয়া দুইবার পড়িয়া দুই ভাইএর গল্প স্মরণ করিয়া রাখিলে?" তখন সে বলিল, "আমার ভাল লাগিয়াছে, আমি পড়িছি, আর ত কিছু জানি না।" তখন সুবোধচন্দ্র পুত্রকে বলিলেন, "যাহা ভাললাগে, ছেলেরা তাই খুব মনদিয়া পড়ে, যা খুব মনদিয়া পড়ে, তাই তাদের খুব মনে থাকে, এখন তোমাকে একটী কথা বলিয়া দিই, যখন যা পড়িবে খুব মন দিয়া পড়িবে, অল্প সময়ে বেশ সুন্দর পড়া হবে, আর তা বেশ মনে থাকবে।

ঝড় বৃষ্টির আয়োজন দেখিয়া সরলা রান্না ঘরের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া খাবার দ্রব্যাদি সমস্ত বড় ঘরে আনিলেন। ঝি অন্য সমস্ত দ্রব্য আনিয়া দিল। তখন সরলা স্বামীকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা আয়োজন কর।" তখন ঝি খাবার যায়গা করিতে লাগিল। সরলা স্বামীর নিকটে দাঁড়াইয়া সুকুমারের কথা শুনিতে লাগিলেন। সুকুমারের কথা শুনিয়া সরলার প্রাণে গভীর আনন্দ হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে এপর্য্যন্ত তিনি যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন, তাহা করিতে ক্রটি করেন নাই, আর এপর্য্যন্ত ছেলের সম্বন্ধে নিরাশ হইবারও কোন কারণ দেখেন নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, আমি যাহা পারি তাহা করিতেছি, কিন্তু এখনও তোমাকে সাক্ষাৎভাবে কিছু করিতে হয় নাই। ছেলেকে ঠিক্ নিজের মনের মত পথে চালান যে কি কঠিন ব্যাপর তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আমাদের মনের মত পথে লইয়া যাওয়া, বড় কঠিন কাজ, কাল তুমি যখন বেড়াইতে যাইবে, তখন সুকুমারকে

সঙ্গে নিয়ে যেও, তোমার সঙ্গে বেড়াইতে গেলে, অনেক দেখিয়া শিখিয়া আসিবে। এই কথা বলিতে না বলিতে সুকুমার বলিল, "বাবা আমি তোমার সঙ্গে কাল যাব, আমাকে নিয়ে যাবে বল, বল না বাবা ?"

সু। আচ্ছা দেখা যাবে।

ছে। না, তা হবে না, তুমি বল কাল আমাকে নিয়ে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সু। তুমি আমার সঙ্গে চল্‌তে পার্‌বে না, তোমার সঙ্গে আমার চল্‌তে হলে, আমার বেড়ান হবে না।

ছে। আচ্ছা বাবা, আমি খুব চলে চলে যাব।

সু। আজ যে রকম মেঘ হয়েছে, যদি জল ঝড় হয়, তা হ'লে আর হবে না, যদি আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু খুব ভোরে উঠে মুখ ধুয়ে কাপড় পর্‌তে হবে। আমি তোমার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিব না। সুকুমার খুব উৎসাহের সহিত বলিল, "আচ্ছা যদি আমার দেরি হয়, তা হ'লে আমাকে নিয়ে যেও না।" এই বলিয়া সুকুমার দুদ খাইয়া সকাল সকাল গিয়া শয়ন করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সুকুমার ঘুমাইয়া পড়িল।

স। দেখ, আমাদের বাড়ীতে একটী শিশুবিদ্যালয় স্থাপন কর। কিছু বেতন দিয়া লেখা পড়া জানা একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত কর। তিনি প্রতিদিন ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ছেলেদের পড়াইবেন, আর আমি ছেলেদের তত্ত্বাবধান করিব। পাড়ার যে সকল ছোট ছোট ছেলে আছে তাহাদের বাপের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখ।

সু। আমি কিছুদিন হইতে ঐরূপ চিন্তা করিতেছি, কিন্তু কে কি বলিবে, কি ভাবিবে, সেই ভয়ে কিছু করিতে পারি নাই। আচ্ছা দুই একটী বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিব তাঁহারা কি বলেন।

স। লোক আবার কি ভাবিবে? কচি ছেঁলেদের ত আর বেশী দূরে পাঠান যায় না। তাতে আবার তুমি সেই যে, সে দিন আমাদের দেশের ছেলেদের স্কুলে পড়া সম্বন্ধে অনেক কথা ব'লে ছিলে, সে সকল কথা মনে হ'লে ছেলেকে আর স্কুলে পাঠাইতে ইচ্ছা হয় না।

সু। তোমার ঐ সাত বৎসরের ছেলে এ পর্য্যন্ত যত টুকু সুশিক্ষা পাইয়াছে, যত টুকু ভাল ভাব লাভ করিয়াছে, উত্তর কালে যে একটু ভাল হইবার আশা আছে, স্কুলে হইলে এত দিন তাহা সমূলে বিনাশ হইত। তোমাকে আমাকে ফাঁকি দিবার কত চেষ্টা করিত। সৌভাগ্য যে এখন সে রকম কিছু শিখে নাই।

স। তবু কি পার্‌লে ছাড়ে? কত সময় কত রকমের চা'ল্ চালে, আমি দেখে অবাক হইয়া যাই। অনেক সময়ে অন্যায় কাজ করিয়া এমন ভাবে তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে যে দেখিয়া সময়ে সময়ে অবাক হইয়া যাই। কিন্তু কোন কথা বা কোন অন্যায় কাজ জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার করে না। মিথ্যা কথা কহিতে জানে না। মিথ্যা কথা না বলিয়া যদি কোন অন্যায় কাজ আমার কাণে না আসে, তবে তত টুকু ফাঁকি দিতে ছাড়ে না, আমি যখন কথায় কথায় শেষ কথাটী পর্য্যন্ত বাহির করিয়া লইতে চেষ্টা করি, তখন সমস্ত কথাই প্রকাশ হইয়া পড়ে, শেষে ছেলেকে মিষ্ট ভাবে কিছু

তিরস্কার করিয়া যাতে সেরূপ আর না হয়, সেইরূপ পরামর্শ দিই। সময়ে সময়ে এইরূপ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া তুলে।

সু। একটা ঘটনা বল দেখি, শুনি।

স। আজ ৪।৫ দিন হইল পাশের বাড়ীর সুরেশ আর তাহার বোন আমাদের বাড়ীতে খেলা করিতে আসিয়াছিল, খেলা করিতে করিতে ঝগড়া হইয়াছে, সুরেশ কাঁদিতেছে, তার বোন বেশ চুপ করে বসে আছে। সুকুমার তাড়াতাড়ি আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, "মা সুরেশ কাঁদিতেছে।" তাহার কথায় ব্যস্ত হইয়া সুরেশের কাছে গিয়া দেখি সে কাঁদিতেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কেন কাঁদি-তেছে, সে বলিল, "সুকুমার আমার লাটিম নিয়েছে, দিচ্চে না, আমি টানাটানি করাতে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।" সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল, "আমার লাটিম, আমি চাহিলাম, আমাকে দিলে না, জোরকরে নিতে গেলাম, সে পড়ে গেল।" আমি বড় কঠিন সমস্যার ভিতর পড়িয়া গেলাম। কেবল বুঝিতে পারিলাম যে সুকুমারের ঠেলে ফেলে দেওয়া, আর সুরেশের ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যাওয়া, এ দুটাই ঠিক কথা, কিন্তু লাঠিমটী কার? সুরেশ বলে আমার, সুকুমারও বলে আমার, এটাতে ত আর দুই জনের কথা ঠিক হইতে পারে না। কাকে সন্দেহ করিব? সুকুমার ও সুরেশ দুই জনেই বেশ ভাল ছেলে। বড় বিপদে পড়িলাম। সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি আজ ঘর হইতে লাঠিম বাহির করিয়া খেলা

করিতে ছিলে ? সে বলিল "না মা।" আমি বলিলাম, "তবে কোথা হইতে লাটিম আসিল ?" সে বলিল, "সুরেশ হাতে ক'রে এনেছে।" আমি বলিলাম, "সে কোথা পেলে ?" সে বলিল "আমি তাকে খেলা কর্‌তে দিয়েছিলাম, এখন সে আমাকে দিচ্ছে না। তাই আমি জোর করে নিয়েছি।" আমি বলিলাম "তুমি কবে তাকে খেলা করতে দিয়ে ছিলে ?" সে বলিল "আজ—আজ,সে তিন চার দিন হবে।" আমি বলিলাম "সুরেশ কাল আমাদের বাড়ীতে এসেছিল কি ?" সে বলিল "হাঁ এসেছিল।" আমি বলিলাম "তুমি কি লাঠিম চেয়েছিলে ?" সে বলিল "না আমি চাই নাই, আমার মনে ছিল না।" আমি বলিলাম "তোমার মনে থাকিলে কি চাহিতে ?" ছেলে আর কোন কথা বলে না। আমি দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইলাম না। তখন সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুকুমার তোমাকে কি এক দিনের জন্য খেলা করিতে লাঠিম দিয়েছিল, না একবারে দিয়েছিল ?" সুরেশ বলিল, "তা আমি জানি না, আমাকে খেলা করিতে দিয়ে ছিল, আমি জানিতাম আমাকে একবারে দিয়েছে, তাই আমি টানাটানি করিতেছিলাম। তা ও যদি আমাকে দিয়ে কেড়ে ন্যায়, আমি চাই না, ওর লাঠিম আমি চাই না।" আমি সুকুমারকে বেশ মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম সে লাঠিমটা আর দেবে কি না। আমি জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সে সুরেশক লাঠিম দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আর নেবে না ?" সে বলিল "না, আর নেব না।" তখন বুঝিলাম যে, সে একবারে দিয়াছিল। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া

বলিয়া দেয় নাই যে একবারে দিল। আমি সুকুমারকে বলি-লাম "দেখ, কেন মিছামিছি সুরেশকে এত কাঁদাইলে। একাজ ভাল হয় নাই, তাহাকে আদর কর, আর তাকে বল যে তার সঙ্গে আর এমন করে ঝগড়া করিবে না।" সুকুমার আমার কথামত সুরেশকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

পরদিন প্রাতে সুবোধচন্দ্র নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখেন, সুকুমার উঠিয়া বসিয়া আছে। সুবোধচন্দ্রকে উঠিতে দেখিয়া সুকুমার বলিল "বাবা, আমি তোমার আগে উঠিছি। আমাকে নিয়ে যাবে।" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা উঠিয়া মুখ ধোও, মুখ ধুইয়া কাপর পর। আজ তোমাকে লইয়া যাইব।" সুকুমার আনন্দিত মনে ঘরের বাহিরে গেল। নিজে নিজে মুখ ধুইয়া কাপড় পরি-তেছে, এমন সময়ে সরলা উঠিলেন। তিনি উঠিয়া অগ্রে পুত্রকে বাহিরে যাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন। সুবোধচন্দ্র সন্তানের হস্ত ধারণ করিয়া প্রাতঃসমীরণসেবনে ও ভ্রমণে বাহির হইলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহারা হেদুয়ার বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন। সুকুমার একবার পুখুরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভয়ে বাবাকে বলিতে পারিতেছে না। কিন্তু সুবোধচন্দ্র তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন তাহাকে বলিলেন, "সুকুমার তুমি বাগানের এই ধারে এই ফুল বাগানে কত ফুল ফুটেছে দেখ। আমি আর ২।১ বার পুখুরটা ঘুরিয়া আসি।

সুকুমার তাহাতেই সম্মত হইল এবং বাগানে কত ফুল ফুটিয়াছে তাহা দেখিতে লাগিল। অনেক ফুল দেখিয়া আর তাহাদের নাম জানিতে না পারায় সে একটু চঞ্চল হইয়াছে। আর মনে মনে ইচ্ছা যে, ঐ বড় গোলাপ ফুলটী তুলিয়া লইয়া আসে। কিন্তু পাছে বাবা বিরক্ত হন, সেই ভয়ে সে ফুলে হাত দেয় নাই। সুবোধ-চন্দ্র একবার ঘুরিয়া আসিবামাত্র সুকুমার বলিল, "বাবা আমাকে একটী ফুল দেবে?" সুবোধচন্দ্র বলিলেন "যাদের বাগন তারা কেউ এখানে নেই, তাদের না বলে, তাদের বিনা হুকুমে ফুলগাছে হাত দেওয়া অন্যায়, ফুলের গাছে হাত দিও না।" সুকুমার বলিল, "না বাবা, আমি তবে হাত দিব না। বাবা, তুমি আমাকে বলে দাও না ঐটা কি ফুলের গাছ?" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "ওটা কামিনীফুলেরগাছ। পুখুরের চারিদিকে ধারে ধারে যে সকল ফুলের গাছ দেখিতেছ, ও সবগুলিই কামিনীফুলের গাছ।" সুকুমার বলিল, "বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাব?" তিনি বলিলেন, "তবে এস।" সুকুমার বাপের সঙ্গে যাইতে যাইতে সমস্ত ফুল ও ফুল গাছের নাম শিখিল, তার পর সে বলিল, "বাবা ঐ খানে যে একটা গোলাপ ফুল ফুটেছে, ওটা দেখ্‌তে খুব বড়, কেমন সুন্দর, না! বাবা আমাদের বাড়ীতে ঐ রকম ফুলের গাছ কেন পোত না?" বাবা বলিলেন, "কেন, আমাদের যে সকল গোলাপ গাছ আছে, তাতে ত বেশ ফুল ফুটে থাকে, তুমিও ত তার দু একটা কখন কখন পাইয়াছ।" সুকুমার বলিল, "বাবা এ ফুলগুলি তার চেয়ে ঢের বড়। এমন বড় ফুলের গাছ কেন আন না?" বাবা বলিলেন, "ঐ নূতন টবে, নূতন গোলাপ গাছ বসান হয়েছে, উরির ফুল খুব বড় হবে, আর

ওর রংও খুব সুন্দর। এইরূপে কথা বলিতে বলিতে পিতা পুত্রসহ পুখুরের ঘাটে আসিলেন। আসিয়া দেখেন বেশ বড় বড় মাছগুলি ঘাটে আসিয়া খেলা করিতেছে, আর খাবার খুঁজিতেছে। এই সব মাছ দেখিয়া, সুকুমারের বড়ই আনন্দ হইল। একটী মাছ ধরিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "সুকুমার তুমি একটা মাছ ধর্‌বে?" "হাঁ। ধর্‌ব," বলিয়াই সুকুমার ধরিতে অগ্রসর হইল। ঘাটে সুকুমার যে দিকে তাহাদিগকে ধরিতে যায়, তাহারা খেলা করিতে করিতে ঘাটের অপর দিকে যায়। আবার সুকুমার সে দিকে গেলে, তাহারা অন্য দিকে যায়, এইরূপে সুকুমার অনেক বার মাছ ধরিয়াও ধরিতে পারিল না। তখন বলিল, "বাবা, আজ থাক্‌, কাল আসিয়া ধর্‌ব।" সুকুমার বাড়ী আসিয়া দৌড়াদৌড়ি মায়ের নিকটে গেল, এবং নানা প্রকার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে সে দিনকার নিজের অর্জ্জিত জ্ঞানের পরিচয় দিতে লাগিল। কেমন সুন্দর, ও কত বড়, গোলাপ ফুল বাগানে দেখিয়াছে, কত বড় বড় মাছ পুখুরের ঘাটে খেলা করিতেছে, তাহাদিগকে ধরিতে গেলে তাহারা কেমন এধার থেকে ওধারে যেতে লাগিল, আর তাহার সহিত খেলা করিল। এই সকল বিষয় অতি সুন্দর ভাবে সে তাহার মায়ের নিকট বলিল। জননী পুত্রের উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইলেন, এবং স্নেহভরে বার বার পুত্রের চাঁদ মুখে চুম্বন দিলেন। সরলা সুকুমারকে বলিলেন, "সুকুমার তুমি যদি রোজ তোমার বাবার সঙ্গে সকালে বেড়াইতে যাও, তোমার শরীর খুব ভাল থাকিবে, গায়ে খুব জোর হবে। আর অনেক নূতন দ্রব্য, পশু ও পক্ষী দেখিতে ও তাহাদের বিষয় জানিতে পারিবে।"

ছে। আমি রোজ বাবার সঙ্গে বেড়াইতে যাব। আচ্ছা মা, বাড়ীতে খেলা করলে কি কিছু দোষ আছে?

মা। বাড়ীতে খেলা করিলেও হয়, তবে সকালবেলা বাহিরের বাতাস খুব পরিষ্কার থাকে, আর রোদ উঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিষ্কার বাতাসে বেড়াইয়া আসিলে, গায়ের রক্ত পরিষ্কার হয়, একটু পরিশ্রম করাতে বেশ খিদে পায়, আর তারপর কিছু খেয়ে বেশ মনদিয়ে পড়া করিতে উৎসাহ হয়।

ছে। পরিষ্কার বাতাস না হলে কি হয়?

মা। পচা নর্দ্দামার গন্ধে তোমার কষ্ট বোধ হয় না?

ছে। হয় বইকি? সেখান থেকে পালাতে পার্‌লে বাঁচি।

মা। তেম্‌নি অন্য স্থানের আট্‌কান বাতাসেও গন্ধ হয়, সে গন্ধ আমরা তত ভাল করে বুঝিতে পারি না বটে, তবুও ইহা সত্য কথা যে, যে যায়গা যত ঘেরা, সেখানকার বাতাস ততই খারাপ, আর সে বাতাস ততই অপকারক। তিনি দেখিলেন, সুকুমারের নিকট ইহা একটী নূতন কথা, সুকুমার কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছে।

ছে। মা, ঘেরা যায়গায় বাতাস কেন খারাপ হয়?

মা। আমরা যখন নিশ্বাস ফেলি, তখন সে বাতাসটা আমাদের রক্তের কিছু ময়লা নিয়ে বাহির হয়, সে বাতাসটা অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর, এজন্য আমরা যখন নিশ্বাস টেনে নেই, তখন আমাদের খুব ভাল বাতাসের দরকার, এখন বেশ করে ভেবে দেখ, আমরা একটী ঘেরা যায়গায় অনেকে একত্রে নিশ্বাস ফেলিতেছি, যত নিশ্বাস ফেলিতেছি,

ততই সে বাতাস খারাপ হইতেছে, আবার আমাদের খুব ভাল বাতাসে নিশ্বাস টানা দরকার, তা হয় না বলে, সেই অপরিষ্কার বাতাস, আরও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে, এই জন্য সাহেবেরা ঘর করার সময়ে ঘরের বড় বড় জানালা দরজা রাখে। ঘরে সর্ব্বদা বাহিরের বাতাস আসিলে সেখানে নিশ্বাস টানিতে তত কষ্ট হয় না, অপকারও হয় না।

ছে। তবে ত ছোট ঘরে, একটুখানি যায়গায় অনেক লোক থাকা ভাল নয়?

মা। তাত ঠিক কথা। নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে যখন সাহেবদের প্রথম যুদ্ধ হয়, তখন নবাব ইংরাজদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন। নবাবের লোকেরা ১৪৬ জন ইংরাজকে আমাদের ঐ বড় ঘরের মত একটী ঘরে রাত্রে আট্‌কে রেখে ছিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা পিপাসায় অধীর হইয়া "জল জল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাত্রি শেষে অনেকেই একে একে মরিয়া গেল, সকালবেলা নবাবের লোকেরা দরজা খুলিয়া দেখিল যে, কেবল ২৩ জন মাত্র বাঁচিয়া আছে; আর ১২৩ জন ভাল বাতাসে নিশ্বাস ফেলিতে না পাইয়া, গরম হইয়া রাত্রিতে মারা গিয়াছে। যে ঘরে ঐ মৃত্যু ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইংরাজেরা তাহাকে "অন্ধকূপ" বলে। আমি তোমাকে কাল সকালে দেখাব, যে বাহিরের বাতাস ঘরে না এলে, ঘরে কি ভয়ানক গন্ধ হয়। তুমি কাল সকালে আমাকে মনে ক'রে দেবে।

ছে। মা ১২৩ জন লোক এক রাত্রিতে "জল জল" করে মরে গেল,

কেহ দেখিল না! এত বড় ভয়ানক কথা!! এমন নিষ্ঠুর কাজ কি ক'রে কল্লে?

মা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাঁধিলে এইরূপ কত অন্যায় কাজ হয়, কত নিরপরাধী লোক মারা যায়।

ছে। মা সে কত দিনের কথা?

মা। সে ১২৫ বৎসরের অধিক হইল।

ছে। দেখ মা আমার বড় খিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খাবার দাও না।

মা। এই যে তোমার জন্যে মোহনভোগ হয়েছ, ঐ রেকাবে তোমার খাবার আছে, নাও, নিয়ে খাও।

সুকুমার খাবার খাইয়া বই নিয়ে পড়িতে বসিল। সরলা রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে পুত্রকে পড়া বলিয়া দিতে লাগিলেন।

সুবোধচন্দ্রের কোন বন্ধুর নিকট একটু প্রয়োজন ছিল, তিনি তাহা শেষ করিয়া গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া দেখেন সুকুমার একাকী বসিয়া পড়িতেছে, তাহাকে তখন কিছু বলিলেন না, কেবল সে যাহা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি তাহাই বলিয়া দিয়া, নিজে পড়িতে লাগিলেন। এমন সময়ে সুকুমার বলিল, "বাবা দেখত, আমার পড়া হয়েছে কি না?" সুবোধচন্দ্র দেখিলেন সুকুমার অল্প সময় মধ্যে বেশ পড়া করিয়াছে, তখন তাহাকে ভাল বাসার চিহ্ন স্বরূপ একটী চুম্বন দিয়া বলিলেন, "এখন তুমি খেলা করগে।" বালক সুকুমার পিতৃআজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দশগুণ উৎসাহের সহিত নাচিতে নাচিতে বাহিরে গেল। এবং সদর দরজার উপর গিয়া দাঁড়াইল। কলে রাস্তা মেরামৎ হইতেছে,

তাহাই দেখিবার জন্য সুকুমার বাহিরের দরজার উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময়ে ষ্টিম্‌রোলার তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। সুকুমার আনন্দে করতালি দিতেছে, আর সেই রোলারের শব্দের তালে তালে নাচিতেছে, আর বলিতেছে :—"কলে কি না হয়, কলে রাস্তা হয়, কলে মানুষ যায়, কলে কথা কয়।" ক্ষণেক পরে সুবোধচন্দ্র পুত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া দেখিলেন, বালক দ্বারে নাচিতেছে, আর করতালি দিয়া ঐ কথাগুলি বলিতেছে। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বাবা ও কি হচ্চে?" বালক একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "খেলা কচ্ছি।" পিতা বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছিলে?" ছেলে বলিল, "কলে কি না হয়, কলে রাস্তা হয়, কলে মানুষ যায়, কলে কথা কয়।" তাই বলিতেছিলাম।" পিতাবলিলেন, "কার কাছে শিখ্‌লে?" ছেলে বলিল, "মার কাছে শিখেছি।" পিতা বলিলেন, কবে শিখেছ? ছেলে বলিল, কালবিকাল বেলা। পিতা বলিলেন; "যা বলিলে তার মানে জান, কি বলিলে তা বুঝিতে পারিয়াছ কি?" ছেলেবলিল, "হাঁ জানি বইকি, মা ব'লে দিয়েছেন।" পিতা বলিলেন, "বল দেখি ওর অর্থ কি?" ছেলে বলিল, "ঐ যে রাস্তার উপর কল চলিতেছে, ঐ কলে ঐ সবপাথরের কুচি চাপ পেয়ে ব'সে যাচ্চে, আর রাস্তা বেশ সমানহয়ে যাচ্চে, ঐ ত কলে রাস্তা হচ্চে।" পিতা বলিলেন, "কলে মানুষ যায় কি করে?"

ছে। কেন সেই যে, সে দিন তুমি আমাদের নিয়ে রেলগাড়ীতে চড়ে বেড়াতে গিয়েছিলে। সেই হুস্‌হুস্ করে শব্দ করে কল চলিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ী সব গড়গড় করে চলিতে লাগিল। কেমন আমরা সব গাড়ী চড়ে বেড়াতে গেলুম। সেই ত কলে মানুষ যায়।

পি। আচ্ছা এ দুটী ত হইল। কলে কথা কয় কি করে বল ত?

ছে। ঐ যে রাস্তার উপর তার আছে, ঐ তারকে টেলিগ্রাফ্ বলে, ঐ তার সকল এক যায়গা থেকে আর এক যায়গায় গিয়েছে। একটা ঘরে কল আছে, সেইখানে ঐ সকল তার কলের সঙ্গে লাগান আছে। যখন দরকার হয় কলে টিপ্ দেয়। কলে টিপ দিলে, কলে কি কি কথা সাটে বলা হয়, অন্য যায়গায় লোক কান পাতিয়া শোনে, শুনে তাই কাগজে লিখিয়া ফেলে। আর তাই লোকের কাছে পাঠাইয়া দেয়। এমনি করে কলে কথা কয়।

পি। তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা সব ঠিক্ হয়েছে, আমি তোমাকে আর একটা আজ শিখাইয়া দিব। কলে আর এক রকমে কথা কওয়া যায়।

ছে। কি রকমে বাবা?

পি। সেটা তোমাকে মুখে না বলিয়া বিকাল বেলা কলে কথা কহিয়া দেখাইব।

ছে। না বাবা এখনই দেখাও না। আমি এখনই দেখ্‌বো।

পি। এখন সে সব যোগাড় কর্‌তে গেলে অনেক বিলম্ব হবে, আমার অফিসের বেলা হয়ে যাবে।

ছে। না না, আমাকে বল, আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া আনিতে পারিব।

পি। এখন তাড়াতাড়ি করিলে ভাল হবে না। আচ্ছা তুমি তোমার সেই ভাঙ্গা ঢোলটী নিয়ে এস দেখি, আমি দেখাইতেছি।

সুবোধচন্দ্র একটু বেশ সরু পরিষ্কার রেশমী সুতা আনিয়া

তাহার দুই দিকে দুইটী ছোট ছোট কাঠি লাগাইলেন, তৎপরে সেই কাঠিদুটী একটা ঢোলকের দুইখানি চাম্‌ড়াতে ছিদ্র করিয়া পরাইয়া দিলেন। তারপর সেই চাম্‌ড়া দুখানি দুইটা পুরাতন ভাঙ্গা ঢোলের টিনের আবরণে লাগাইয়া তিনি সুকুমারকে একটা অংশ লইয়া সুতার পরিমাণের অনুরূপ দূরে গিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। স্থানটী এত দূর হইল যে, সেখান হইতে আস্তে কথা কহিলে শুনিতে পাওয়া যায় না। তখন তিনি সুকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুকুমার তুমি ঢোল দিয়া তোমার কাণটী ঢাকিয়া ধর।" সুকুমার পিতার আদেশমত ঠিক সেইরূপ করিলে পর তিনি তাঁহার হাতের ভাঙ্গা ঢোলটী মুখে দিয়া বলিলেন, "সুকুমার কেমন কল হয়েছে" সুকুমার এই কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইল ও পিতার ন্যায় ঢোল মুখে দিয়া বলিল, "বেশ কল হয়েছে, বাবা আমি এটাকে রেখে দেব।" সুবোধচন্দ্র বলিলেন "এটা বেশী দিন থাকিবে না। ভেঙ্গে গেলে আমি তোমাকে আর একটা ভাল করে তৈয়ার করিয়া দিব।" সুকুমার বলিল "আচ্ছা বাবা আমি ভাল জিনিস খুব যত্ন করে রাখ্‌ব।" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "তুমি যদি ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে এর চেয়ে কত বড় বড় কাণ্ড কলে হয়। কত আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে। ঈশ্বর মানুষকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, মানুষ তাহা খাটাইয়া আপনাদের কত সুবিধা করিতে পারে।" সুকুমার বলিল, "বাবা আমি বেশ মন দিয়া লেখা পড়া শিখিব, তুমি আমাকে যখন যা বলিবে, আমি তাই করিব। আমি কলটা নিয়ে মাকে দেখাব?" সুবোধচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা তবে এস।" সুকুমার বাড়ীর ভিতর যাইতে যাইতে বলিল "বাবা এটার নাম

কি ?” পিতা বলিলেন, “ইহাকে টেলিফোঁ বলে।” সুকুমার মনে মনে কলের নামটী অভ্যাস করিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতর গিয়া প্রকাণ্ড এক লম্ফ প্রদান করিয়া বলিল, “মা—ওমা, বাবা একটা কল তৈয়ার করিয়াছেন—দেখ, দেখ না, কেমন মজা হয়েছে, তুমি এইটা কানে দিয়া এইখানে দাঁড়াও, আমি ঐ ওঘরের কোণ থেকে এই ঢোলেতে মুখ দিয়া যা বলিব—তোমাকে তাই বলিতে হবে। সুকুমার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঘরের কোণে গিয়া দাঁড়াইল, এবং ঢোল মুখে দিয়া বলিল, “বল দেখি এটার নাম কি ?” মা বলিলেন, “এটার নাম টেলিফোঁ।” “সুকুমার অবাক হইয়া বলিল, “তোমাকে কে নাম বলিয়া দিল ?” মা বলিলেন, “খবরের কাগজে ইহার নাম পড়িয়াছিলাম।” সুকুমার বলিল, “তুমি পড়ে নাম শিখিয়াছ কখন দেখ নাই ?” মা বলিলেন, “না, তুমি যদি ভাল করিয়া পড়া শুনা কর, তা হলে রোজ কত নূতন ঘটনা জানিতে পারিবে। এইরূপ কত নূতন বিষয় শিখিয়া আনন্দ লাভ করিবে।” সুকুমার বলিল, “এই কলে কথা কয়ে, আর কথা শুনে তোমার খুব আনন্দ হচ্চে না ?” সরলা বলিলেন, “হাঁ আমার খুব আনন্দ হচ্চে বই কি। আমি কখন যাহা দেখি নাই—যাহার কথা কেবল কানে শুনিয়াছি, তা দেখে আমার আনন্দ হবে না ? আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।”

চতুর্থ অধ্যায়।

পরদিন প্রাতে সরলা সুকুমারকে লইয়া ছাতের উপর বেড়াইতে গেলেন। অনেকক্ষণ ছাতে থাকিয়া প্রাতের সুবিমল বায়ু সেবন করিয়া নিচে আসিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ব দিনের প্রস্তাব

মত সুকুমারকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন ঘরের জানালা দরজা খোলা হয় নাই। সুকুমারকে ঘরে লইয়া সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ছাতে আর ঘরে এক রকম বোধ হয় কি?" সুকুমার বলিল, "না—মা, ঘরটা বড় গরম, আর একটা কেমন গন্ধ পাচ্চি।" তখন সরলা বলিলেন, সেই যে কাল সকালে বলিয়াছিলাম ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া অনেক লোক একত্রে সে ঘরে থাকিলে, তাহার বাতাস খারাপ হয়, তাই আজ তোমাকে দেখাইলাম। ঘরের জানালা খুলিয়া দিলেন। বাহিরের বাতাস ঘরে আসিল। ঘরের সে বিষাক্ত বায়ু চলিয়া গেল। তখন সুকুমার বলিল, "মা, অনেক গরিব লোক ত পচা নর্দ্দামার ধারে ছোট ঘরে থাকে, তাদের তবে কি হয়?"

মা বলিলেন "পল্লীগ্রামের লোক সহজেই বেশ পরিষ্কার বাতাস পায়, তাহাদিগকে পচা নর্দ্দমার গন্ধে ক্লেশ পাইতে হয় না। সহরের গরিব লোকদের এইরূপ দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। অপকারিতার তীব্রতা অনুভব করিতে না পারিলেও তারা অনেকেই অল্প দিন বাঁচে, আর বেশী দিন বাঁচিলেও তাদের শরীর ভাল থাকে না। শরীরের রক্ত খারাপ হয়ে যায়। অল্প রোগে অধিক কষ্ট পায়। সামান্য ব্যারামে মারা যায়। পেট ভরিয়া খাওয়া, পরিষ্কার কাপড় পরা, আর ভাল যায়গায় থাকা, প্রত্যেক লোকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সুবোধচন্দ্র পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে তার মায়ের কথা সমস্ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছে কি না। তখন পুত্র বলিল, "হাঁ সব বেশ বুঝেছি। বাবা আজ মার কাছে অন্ধকূপের গল্প শুনেছি। এক রাত্রিতে ১৪৬ জন লোকের মধ্যে কেবল

২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল, আর সমস্ত লোক ভাল বাতাস না পেয়ে গরম হয়ে "জ্বল জ্বল" ক'রে মরে গিয়েছিল।" সুবোধচন্দ্র দেখিলেন গল্পছলে অনেক বিষয় অতি সহজে বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সরলার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বেশ সুন্দর শিক্ষা দিতেছ।"

স। তুমি যে বলিয়াছিলে ছেলেকে স্কুলে না দিয়া বাড়ীতে স্কুলের পড়া পড়াইবার কোন উপায় করিবে। আর আমি যে শিক্ষয়িত্রী রাখিবার কথা বলিলাম, সে বিষয়ের কি হইল। কিন্তু আমার বোধ হয় বাড়ীতে পড়াইলে, যেমন একদিকে লাভ আছে, আবার অন্য দিকে কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিও হয়।

সু। আচ্ছা তুমি ত ছেলেকে পড়াইতেছ। কি কি বিষয়ে ক্ষতি হইতেছে মনে কর আমাকে বল, আমি সে সকল কথা শুনিলে হয়ত একটী উপায় করিতে পারিব।

স। স্কুলে না দিয়া কেবল বাড়ীর শিক্ষায় স্কুলের নিয়মাদির অধীন হইয়া বালককে চলিতে হয় না; এজন্য একটু উশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। গৃহে বিদ্যালয়ের কঠিনতর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত করিলে, বাড়ীর স্বাধীন ভাব ও মাধুর্য্য লোপ পাইবে, এজন্য আমার মনে হয় একদিকে উশৃঙ্খলতা অপর দিকে কঠোরতা এই উভয় বিপদের মধ্যে পড়িতে হয়।

সু। আচ্ছা বাড়ীতে স্কুল করিলে কি সে অভাব পূর্ণ হইবে না? ছেলেরা যতক্ষণ পড়িবে ততক্ষণ স্কুল, আর পড়া শেষ হইলেই স্কুলের কার্য্য শেষ হইবে। এরূপ ভাবে স্কুল

করিলে; স্কুলের নিয়মাদি সমস্ত সেই সময়টুকুর জন্য পূর্ণরূপে রক্ষা করা হইবে।

স। তাহা হইলে পাড়ার ছোট ছোট ছেলে গুলিকে পাইবার চেষ্টা কর। আর একজন সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীও সংগ্রহ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঠিক হইবে।

সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুবোধচন্দ্র সরলাকে বলিলেন "দেখ, এই যে বই খানি আমার হাতে দেখিতেছ, ইহাতে একটী ঘটনার উল্লেখ আছে শুনিলে বুঝিতে পারিবে, পিতামাতার যত্ন থাকিলে সন্তানেরা গৃহেতেই কতদূর উন্নতি করিতে পারে।" সুকুমার ব্যগ্রভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল এবং বাবাকে বার বার সেই গল্পটী পড়িয়া শুনাইতে বলিল, তখন সুবোধচন্দ্র গল্পটী পড়িয়া বেশ করিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিলেনঃ—এক সময় ইংলণ্ডের অনেক লোক জন্মভুমি পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকাতে বাস করিতে গিয়াছিলেন। প্রথম তাঁহাদিগকে জনশূন্য প্রান্তর ও নিবিড় বনে বাস করিতে হইয়াছিল। সেখানে ফল শস্যের অভাব ছিল না, সকলপ্রকার সুবিধা সত্ত্বেও সন্তানদের লেখা পড়া শিক্ষার কোন উপায় ছিল না। বহুকাল এইরূপে অতীত হওয়ার পর কোন কোন স্থানে সময়ে সময়ে ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ হইলে কৃষকবালকগণকে কিছু কিছু শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় খোলা হইত। সুতরাং অধিকাংশ সময়ে কি ধনী, কি দরিদ্র সকল গৃহের বালকগণকেই লোকাভাবে ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন একটী পরিবারে গৃহকর্ত্তা ছয় সাত বৎসর বয়সের ছেলেদের নিয়ে মাঠে চাষের কাজে যাইতেন। বালকেরা মাঠে গৃহপালিত পশুগুলির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিত ও পিতার

চাষের কার্য্যে সাহায্য করিত। গৃহিণী একজন শিক্ষিতা ইংরেজ রমণী, তিনি একটী চারি ও একটী দুই বৎসরের এই দুইটী সন্তান লইয়া গৃহের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। গৃহে যে দুটী সন্তান থাকিত তাহারা অতি অল্প বয়সে এত কর্ম্মিষ্ঠ হইয়াছিল যে বাটি, গেলাস প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্য তাহারাই পরিষ্কার করিত, চারি বৎসরের মেয়েটী সমস্ত বাসন মাজিয়া ঘসিয়া ধৌত করিত, আর দুই বৎসরের মেয়েটী সেগুলি একটী একটী করিয়া শুষ্ক বস্ত্রে মুছিয়া সাজাইত ও শেষে সেগুলি এক এক করিয়া ঘরে লইয়া যাইত। সুকুমারী এই কথা শুনিয়া অমনি বলিল "মা কাল্‌কে আমি তোমার সব বাসন মেজে দেব, আমি কেবল তোমার ঘর ঝাঁট দিয়া, খেলা করিতে যাব না, আমাকে আরও কাজ দিও।"

ছে। বাবা দুবছরের মেয়ে কাঁচের বাসন সব ধুয়ে মুছে ঘরে নিয়ে আস্‌ত। ভেঙ্গে ফেল্‌ত না। সে তবেত খুব ভাল মেয়ে?

সু। কেবল তাই নয়, মা ঘরে সাবান তৈয়ার করিয়া দিতেন, আর ছোট দুটী মেয়ে মায়ের সাহায্যে ঘরের সমস্ত কাপড় কাচিত। ঘরের ছোট বড় সব কাজই করিত। এছাড়া তাহারা কখন স্কুলে পড়িতে যায় নাই, কিন্তু ছেলে মেয়ে সকলেই ঘরের কাজে বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠিল। পিতা মাতা যতটুকু লেখা পড়া জানিতেন, সন্তানেরা তাঁহাদের নিকট তাহা শিখিতে লাগিল। * কিন্তু সে সকল স্থানে শিক্ষা দিবার রীতীই স্বতন্ত্র।

---

* Household Education by Harriet, Martineau.

স। সেখানে সে বনের ভিতর কিরূপে মা বাপ শিক্ষা দিতেন।

সু। কেন, বালক বালিকার কথা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লালসা বৃদ্ধি হইতে থাকে; একথা আমি অনেক দিন হইল বলিয়াছি। ঐ সকল বনে যে সকল পিতা মাতা সসন্তানে বাস করিতেন, তাঁহারা বনের পশুপক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রাণী-বৃত্তান্ত ও উদ্ভিদ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। নানাপ্রকার রঙ্গের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতেন।

স। কেমন করে বুঝাইতেন?

সু। কেন, একটী ছেলেকে মা কি বাপ বলিলেন, একটী লাল রঙ্গের পাতা তুলে আন। ছেলে হয়ত একটী সবুজ পাতা আনিল, বাপ কি মা তাহাকে দেখাইয়া দিলেন কোন্‌টা লাল কোন্‌টা সবুজ। মনে কর একটী পাখী আসিয়াছে, তাহার নাম, সে কি খায়, কি রকমে বাসা করে, সমস্ত ছেলেকে বলিয়া দিলেন। ছেলে অতি সহজে সে সকল স্মৃতিগত করিয়া রাখিতে শিখে। তাহার পর আবার ক্ষেত্রের কার্য্যেতে তাহাদের অনেক হিসাব পত্র রাখিতে এবং বুঝিতে হইত। সুতরাং এই সকল বালক বিদ্যালয়ে না পড়িয়াও কোনক্রমে মূর্খ হইত না।

ছে। বাবা, তুমি যে বই পড়িয়া আমাদের শুনাইলে, আমি কত বড় হলে, ঐ বই নিজে পড়িতে পারিব।

সু। আগে বাঙ্গলা ভাল ক'রে শেখ, তার পর তোমার ইংরাজী শিখিবার বন্দোবস্ত করা যাবে।

ছে। বাবা, আমি ইংরেজী অক্ষর সব চিনিয়াছি। আমার ইংরাজী পড়া আরম্ভ হয়েছে। তুমি কি জান না?

সু। না, আমিত সে খবর জানিতাম না। আমি জানি তোমার বাঙ্গালা পড়াই হচ্চে। কি করে শিখ্‌লে?

ছে। মামা, আমাকে এক ছবির বাক্স দিয়েছিলেন, তাতে ছবি ওয়ালা **A. B. C. D.** ছিল, আমি এক দিন বাক্স নিয়ে খেলা করিতে গিয়া সেই সব ছবি বেরুল, তখন সে সব মার কাছে আনিলাম। মা দেখিয়া আমাকে বলিলেন, এসব কাজে লাগ্‌বে, রেখে দাও"। আমি বলিলাম "কি কাজে লাগ্‌বে?" তখন মা বলিলেন "এতে ইংরেজী অক্ষর পরিচয় হইবার বেশ সুবিধা আছে।" আমি তাই শুনে মাকে বলিলাম, "আমাকে শিখাইয়া দাও।" মা আমাকে সে সব শিখাইয়া দিলেন। আমি এখন ঘোড়ার গল্প পড়ি।

সু। (সরলার দিকে তাকাইয়া) আমিত এ সকল সংবাদ কিছুই জানি না, ভিতরে ভিতরে তুমি এত কাণ্ড করেছ!

স। ছেলের আগ্রহ দেখিয়া তাহাকে অল্প সময় মধ্যে শিখাইবার সুবিধা পাইলাম কেন ছাড়িব? আর এইরূপ করায় লাভ বই ক্ষতি কিছুই হয় নাই। সুবোধচন্দ্র সুকুমারকে তাহার বই আনিতে বলিলেন। সে বই আনিলে পর তাহাকে তিনি যে গুলি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার দুই একটী বাদে আর সমস্তই সে বেশ বলিল। তখন তিনি বিশেষ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ও পুত্রকে স্নেহ চুম্বন দিয়া বলিলেন, "বাবা, যাও আর না, আজ রাত হয়েছে ঘুমাওগে। বেশীরাত্রি জাগিলে অসুখ হবে। তুমি বেশ মন দিয়া লেখা পড়া শিখিলে, পাঁচ বৎসর পরে আমার হাতের এ বই খানি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে। এখন তোমার আট বৎসর বয়স, তোমার তের বৎসর বয়সের সময় এ বই ও এই রকম অন্য বই বেশ বুঝিতে পারিবে।"

স। তুমি যে কার কার সঙ্গে দেখা করে স্কুল সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক কর্‌বে বলে ছিলে, কিছু কি হয়েছে?

সু। হাঁ আফিস হইতে আসিবার সময় গিয়াছিলাম, সকলের সঙ্গে দেখা হয় নাই।

স। কার কার সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাও?

সু। উপেন্দ্র বাবু, গোবিন্দ বাবু আর বোসেদের বাড়ীর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করা উচিত।

স। তখন কোথায় গিয়েছিলে?

সু। তখন উপেন্দ্র বাবু আর গোবিন্দ বাবুর নিকটে গিয়াছিলাম, তাঁরা দুইজনেই মত দিয়াছেন, আর নিজেদের ছেলেদের পড়ানর জন্য মাসে প্রত্যেকে ৫৲ টাকা করিয়া ১০৲ টাকা দিতে সম্মত আছেন। যদি বোসেদের বাড়ী হইতে অন্ততঃ ১০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, ভাবিতেছি। কাল একবার যাইব, আমার বোধ হয় তাঁহারা সম্মত হইবেন।

স। ২০ টাকা হইলে কি তোমার চলিবে?

সু। আপাততঃ আরম্ভ করিতে পারা যাইবে। ১৫ টাকা শিক্ষয়িত্রীর বেতন আর ৫৲ টাকায় একটা ঝি। তোমার ছেলেটী স্কুলে পড়িবে তুমি স্বয়ং সেজন্য শিক্ষয়িত্রীকে সাহায্য করিবে। আর সাধারণভাবে তত্ত্বাবধানের ভার তোমারই হাতে থাকিবে। তুমি যখন এতদিন ধরিয়া এত আগ্রহের সহিত এই বিষয়সম্বন্ধে এত শুনিয়াছ ও শিক্ষা করিয়াছ, তখন তোমাদ্বারা বিশেষ উপকার হইবে।

স। এত শুনিয়াছি ও শিক্ষা করিয়াছি বলিতেছ সত্য কিন্তু

কাহাকেও শিখাইতে হইলে যে শৃঙ্খলার দরকার, যেরূপ ভাবে শিখাইলে ছেলেরা তাহা বেশ সুন্দররূপে শিখিতে পারিবে, সেরূপ উপায় ও রীতি আমি জানি না। তুমি আমাকে সেই সম্বন্ধে কিছু সাহায্য না করিলে, আমি কোন কাজেরই উপযুক্ত হইতে পারিব না। তুমি আমাকে সেই সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দাও।

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আজ আর না, আবার কাল সন্ধ্যার সময় এই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।" সরলাও তাহাতেই সম্মত হইলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্ববৎ আলাপ আরম্ভ হইল। সুবোধচন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা আজ তোমাকে এ বিষয়ে নূতন কিছু বলিব, কিন্তু এ সকল বিষয় এত কঠিন অথচ এত প্রয়োজনীয় যে বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত না শুনিলে কিছু বুঝিতে পারিবে না; আর যাহা বুঝিবে, তাহাতে কোন ফল হইবে না।

সুবোধচন্দ্র মানুষের দেহ ও মনের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সুবোধচন্দ্র সুকুমারকে বলিলেন দেহ, মনের পরিপোষক। মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ এমন বিচিত্র যে, দেহের উপর মনের এবং মনের উপর দেহের কার্য্য কোথায় কিরূপে আরম্ভ ও শেষ হয় এবং কি ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা স্থির করা বড় কঠিন ব্যাপার। মনের এমন অনেক অবস্থা আছে যাহা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক ভাব, আবার শরীরের এমন অনেক অবস্থা আছে যাহা মনের ভাব মাত্র।

ছে। বাবা শরীর কি করে মনের পরিপোষক হয়, শরীরের অবস্থা কি করিয়া মনের ভাব মাত্র হয়, আবার মনের

উপর শরীর কি করিয়া নিজশক্তি প্রকাশ করে আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও না।

স। এতকাল ধরিয়া এত বিষয় আলাপ করিলে, কিন্তু এরূপ কোন কথা ত আমাকে এতদিন বল নাই।

সু। বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, তাই বিশেষ ভাবে বলি নাই; কিন্তু পরোক্ষভাবে তোমার সহিত এসকল বিষয়ে অনেক আলাপ হইয়াছে। এখনই আমি সুকুমারের কথার উত্তর দিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে যে সেই সম্বন্ধীয় অনেক কথা পূর্ব্বে হইয়াছে, তবে এখন যাহা বলিব, তাহা একটু নূতন ভাবে বলা হইবে মাত্র।

ছে। বাবা বল না শুনি।

সু। রজনীর অন্ধকারে অসংখ্য নক্ষত্র উদয় হইয়া আকাশকে যে সুন্দর সাজে সজ্জিত করে, চক্ষু না দেখিলে কি মন তাহা ভাবিতেও সে বিচিত্র ভাব ধারণা করিতে পারিত? বিবিধ-বর্ণ-বিভূষিত পুষ্পোদ্যানের শোভা দর্শনোপযোগী নয়নদ্বয় পাইয়াছি বলিয়াই ত আমাদের মন সে কুসুম কাননে বিধাতার নানা কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। তান-লয়-সঙ্গত সুমধুর ও বিশুদ্ধসঙ্গীত শ্রবণে মনের নিদ্রিত সাধুভাব সকল যে জাগরিত হয়, তাহাতে কর্ণই প্রধান সহায়। মনের নানা প্রকার কৌতুহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে ইন্দ্রিয় সকলই প্রধান সহায়। সুতরাং মনের পুষ্টি সাধনে শরীর যে সহায়তা করে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলে।

পঞ্চম অধ্যায়

ছে। বাবা এ ছাড়া আর কিছু আছে কি?

সু। আছে বইকি। তাহা ক্রমে বলিতেছি। সমস্ত বিষয় ধারণা করিবার শক্তি মস্তিষ্ক। সেই মস্তিষ্ক শারীরিক বস্তু, নানাপ্রকার বিভাগ বিশিষ্ট এক কোমল পদার্থ বিশেষ; ইহা দৃঢ়তর আবরণে আবৃত হইয়া মস্তকের মধ্যভাগে অবস্থিত, ইহারই নাম মস্তিষ্ক। ইহাই শ্রেষ্ঠতর শক্তি সম্পন্ন হওয়াতে মানুষ এই পৃথিবীকে বাসোপযোগী প্রিয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই শক্তি প্রভাবে আজ সমুদ্রে অর্ণবপোত, আকাশে ব্যোমযান, এবং মৃত্তিকার উপর কলের গাড়ী চলিতেছে। পৃথিবীতে যতপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার মূলে মানব মস্তিষ্ক কার্য্য করিয়াছে।

স। তবে কি বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রতিভা প্রভৃতি মস্তিষ্কজাত বলিয়া শরীরের ব্যাপার? আর তাহা হইলে, দয়া, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি মানব প্রাণের সাধুভাব সকল শরীর ভিন্ন আর কিসের উপর দাঁড়াইবে? তবে কি হৃদয় মন মানবের কল্পনামাত্র?

সু। তুমি একবারে এত প্রশ্ন করিলে যে তাহার উত্তর, একদিনে ত দূরের কথা, এক বৎসরেও হইতে পারে না। আমি যথাশক্তি তোমাকে ধীরে ধীরে দেখাইতে পারি যে শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা এ পৃথিবীতে ইহার প্রত্যেকটী উন্নতি সম্বন্ধে অন্যগুলির উপর নির্ভর করে।

ছে। বাবা এমন ক'রে বল যেন আমি সব বুঝিতে পারি।

সু। শরীরের উন্নতি যে জ্ঞান সাপেক্ষ তাহা বেশ বুঝিতে পার।

স। তাত ঠিকই। না জানিলে ত আর শরীরের সুস্থতা রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন করা যায় না। জানা কার্য্যটাই যে জ্ঞানের কার্য্য, তাতে কি হইল ?

সু। জ্ঞান শরীরের নহে, মনের বস্তু। একখানা প্রস্তরের কিম্বা একটী বৃক্ষের গঠন আছে,সুতরাং দেহ আছে,কিন্তু মন নাই। সুতরাং তাহাতে জ্ঞানের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এখন একটু চিন্তা করিয়া দেখ মন জড়বস্তুজাত হইলে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইত।

স। কেবলমাত্র জড়বস্তুজাত না হইলে, আর কি হইতে পারে বল না ?

সুবোধচন্দ্র বলিলেন শরীর এবং আত্মা এই উভয়ের সম্মিলনে হৃদয় মনের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনের শারীরিক দিক আছে। কারণ মনের কোন রূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ তাহা শরীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মনের উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তেজনা হইয়া থাকে। মনে শোকের তরঙ্গ উঠিলে চক্ষে জলধারা দেখা যাইবে। গভীর বিস্ময়ে মন স্তম্ভিত হইলে মুখে এক বিচিত্র ভাব প্রকাশ পাইবে। কোন শুভ সংবাদে মন উৎফুল্ল হইলে, মুখে প্রসন্নতার পরিচায়ক হাসির উদয় হইবে। এইরূপ ঘটনা সকলের ভিতর মনের সহিত শরীরের এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য বলিতেছিলাম মনের শারীরিক দিক অথবা মনের বাহিরের দিক আছে। এতদ্ভিন্ন মনের ভিতরের দিক অর্থাৎ আত্মার দিক আছে। ইহার প্রকৃতি বুঝাইয়া দেওয়া বড়

কঠিন কার্য্য, তথাপি যতটুকু পারি আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব। এক ব্যক্তি নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন দেখিলে ঐ কার্য্যকে সদনুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান থাকাতে সেই অনুষ্ঠানকারীর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির উদয় হয়, অন্য দিকে ঐ ব্যাপারটী মনে লোকসেবার ভাব উজ্জ্বল করিয়া দেয় এবং নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার বন্ধন কাটিয়া দেয়। বাহিরে কোন প্রকারে প্রকাশ না পাইয়া এরূপ অনেক ভাব একটীর পর আর একটী এইরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া মনকে উন্নত করিতে পারে। বাহিরে প্রকাশ নাই অথচ মন গভীর হইতে গভীরতর চিন্তাসাগরে ডুবিয়া যাইতে পারে, ইহাই মনের ভিতরের দিক অথবা আত্মার দিক। দেহে যতক্ষণআত্মা বাস করে, ততক্ষণ হৃদয় মনের কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মা দেহ ত্যাগ করিলে আর দেহে মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে মনের কার্য্য শরীর সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু শরীরজাত নহে। সুতরাং মনের যে সকল বৃত্তি আছে তাহা শরীরজাত নহে কিন্তু শরীরের সাহায্য না পাইলে তাহারা ফুটিয়া উঠে না।”

সরলা বলিলেন “এখন সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। যেমন ভালবাসা শরীরে নহে মনে, ভালবাসার অনুরোধে লোকে সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে। শোক শরীরে নহে মনে, কিন্তু শোকে শরীর ধ্বংশ হয়, লোক পাগল হইয়া যায়। পাগল হইলে লোকের শরীরে কোনরূপ বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না। শরীর হইতে মন যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহা এই স্থলে বেশ বুঝা যায়। আহার বিহার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই বেশ চলিতে থাকে অথচ একজন

উন্মাদগ্রস্থ হওয়াতে তাহার মনের সকল শৃঙ্খলা লোপ পাইতে দেখা যায়, আশা ভরসা কার্য্য তৎপরতা লোপ পায়, মনের সদ্ভাব সকল বিকৃত হইয়া যায়। এখন বেশ বুঝিয়াছি শরীরের দ্বারা মন পুষ্ট হয়, মনের সুস্থতায় শরীর কর্ম্মঠ হয়, মনের ভাব শরীরে এবং শরীরের অবস্থা মনের উপর কাজ করিয়া থাকে। এ ঠিক কথা।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন "একবার শুনিয়াছিলাম যে একজন লোকের বহুকাল ধরিয়া প্রতিদিন বেলা একটার সময় জ্বর আসিত। কত ঔষধাদি সেবন করিল, কিন্তু সে বেচারার জ্বর আর গেল না। এমন সময়ে একজন বুদ্ধিমান ডাক্তার তাহার চিকিৎসার ভার লইলেন, কয়েকদিন ঔষধাদি দিতেছেন, কিন্তু অসুখ আর আরোগ্য হয় না, তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে ইহার প্রতিদিন একই সময়ে জ্বর আসে; তখন তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি সেই রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার বাড়ীর ঘড়ীর কাঁটাটা এমনভাবে সরাইয়া দিলেন, যে যেন একটার সময়ে বারটা বাজে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, সে দিন সেই ঘড়ীর একটার সময়ে, অর্থাৎ অন্য ঘড়ীতে যখন দুইটা বাজে, তখন তাহার জ্বর হইয়াছিল। পর-দিন ডাক্তার বাবু সেই ঘড়ীতে বারটার সময়ে একটা বাজিবার উপায় করিয়া রোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সেই ঘড়ী দেখাইয়া বলিলেন কি মহাশয়! একটা ত বাজে আপনার জ্বর আসিবার সময় হইয়াছে বোধ হয়, তখন সেই রোগী ব্যক্তির শরীরে জ্বরের সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইল এবং তিনি শয়ন করিলেন, পর-দিন ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিলেন—আপনার শরীরে জ্বর নাই, আপনার মনে জ্বর। তখন তিনি বলিলেন—সে কেমন। তখন

ডাক্তারবাবু সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকেকিছু দিনের জন্য ঘড়ী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার জ্বর আরোগ্য হইল। এটা জ্বর নহে, মনের সংস্কার মাত্র।

এখন কথা এইযে মনুষ্যত্ব লাভের উপযোগী নানা শ্রেণীর ভাব সকলকে ফুটাইতে ও তদ্বারা জীবনের কার্য্য সকল সম্পন্ন করাইতে প্রচুর পরিমাণে শোণিত ক্ষয় হইয়া থাকে। চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং গভীর চিন্তাতে মগ্ন হইতে, শরীরের প্রচুর শোণিত ব্যয় হইয়া থাকে। উপযুক্ত আহার দ্বারা শরীরকে নিরন্তর পরিপুষ্ট রাখিতে ও ব্যায়াম দ্বারা শরীরের সুস্থতা ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, অত্যধিক মাণসিক শ্রম নিবন্ধন শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে এরূপ দেখা গিয়াছে।

স। তবে কি এইরূপ মানসিক শ্রমের জন্যই এখানকার ছেলেদের চক্ষের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইতেছে। সংবাদ পত্রে দেখিতে পাই অধিকাংশ যুবকদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বলিয়া চশ্‌মা ব্যবহার করিতে হয়!

সু। চক্ষের পীড়া, উদরাময় এবং এইরূপ নানা প্রকার পীড়া অত্যধিক মানসিক শ্রম নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। সুকুমার আমাদের কথা কিছু কি বুঝিতে পারিলে?

ছে। শরীর ও মন যে পৃথক বস্তু তা আমার মায়ের কথায় ও তোমার ঐ গল্পে বুঝিয়াছি, আর মন ও শরীর যে পরস্পরকে সাহায্য করে তা তোমার কথায় বুঝিতে পারিয়াছি।

সু। এখন শুন কিরূপে এই মনের সাধুভাব সকলকে উন্নত করা যায় এবং তাহাদ্বারা নীজ নীজ জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া ন্যায়বান পরমেশ্বরের প্রিয় সন্তান হইতে পারা যায়। সেই

বিষয়ে কিছু বলিব। যাহা কিছু লেখা পড়া শিখিতেছ,তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এই। নিত্য নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করা, নিত্য নূতন সৎকাজে জীবনব্যয় করা, যথাসাধ্য পিতা মাতার সুখ ও আরাম বৃদ্ধি করা, ভাই ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব,গ্রামের লোক, দীন দরিদ্র ও পীড়িতের সেবা করা মানবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য এবং তদ্বারা পরমেশ্বরের প্রসন্নতা ও আত্ম-প্রসাদ লাভ করা মানব জীবনে পরম সুখ। এ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যদি সময় থাকে তবে নিজ ধর্ম্মবুদ্ধি ও জ্ঞানমতে স্বদেশের ও লোক সাধারণের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাকা পরমব্রত—শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করিবে। পুস্তক পাঠকে বিদ্যা বলে না। অনেক পুস্তক পাঠ করিলেও লোক সুশিক্ষিত হয় না।

ছে। তবে সুশিক্ষা কি ক'রে হয় বলনা ?

সু। পুস্তকে অনেক কথা লেখা থাকে,তাহা জানিলেই কিম্বা প্রয়োজন হইলে তাহার দুই চারি কথা দশজনের সম্মুখে বলিয়া দেওয়াকেই শিক্ষা বলে না। শিক্ষার অর্থ জীবন গঠন। যাহা কিছু ভাল ভাব তোমার ভিতরে আছে, বিবিধ উপায়ে তাহার পরিমাণকে বৃদ্ধি করার নামই শিক্ষা। কতকগুলি বিষয় জানার নাম শিক্ষা নহে, সেই সকল বিষয় আত্মসাৎ করিয়া আপনাকে পরিপুষ্ট করার নামই শিক্ষা। অনেক প্রকারে এই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। পুস্তক পাঠ নানা উপায়ের একটী মাত্র।

ছে। এই পড়া ছাড়া আর কি কি উপায়ে শিক্ষা হইতে পারে ?

সু। যদি এক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকে আর আমি তাহাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া বাড়ীতে আনিয়া স্থান

দেই, এবং তাহার রোগ শান্তির জন্য সকল প্রকার অসুবিধা অম্লান বদনে সহ্য করি, তাহা হইলে তুমি কি মনে কর?

ছে। লোকের প্রতি তোমার ভালবাসা, পরের জন্য তোমার সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারা দেখিয়া আমার মনে ঐ সকল সদ্ভাব স্থান পাইবে। আমি যদি খুব ভাল ছেলে হই আমার ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হইবে।

সু। এইত শিক্ষা। এখানে ত বই নাই, কে তোমাকে শিখাইল?

ছে। কেন আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা যে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইতে আমিত অনেক শিখিয়া থাকি।

সু। সেই যে তোমাকে লইয়া তোমার মা আর আমি একবার যাদুঘরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে কি দেখিয়া আসিয়াছ বলিতে পার?

ছে। হাঁ, সেই যে বোধোদয়ে যে তিমীমাছের গল্প পড়িয়াছি, যাদু-ঘরে তাহার চোয়ালের হাড় দুখানা আছে; তা দেখ্‌লে ভয় হয়। আর সেই যে মানুষের শরীরের হাড় সমস্ত ঠিক সাজান দেখে এসেছি, আর সেই যে এক যায়গায় একটা শিকার নিয়ে একটা বাঘে আর একটা সিংহে যুদ্ধ করিতে-ছিল, সাহেবেরা গুলি ক'রে মেরে এনে রেখে দেছে। এই সব আরও কত সুন্দর দ্রব্য আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। বাবা আর একদিন আমাকে আর খুকিকে সেখানে নে যাবে?

সু। আচ্ছা যাদুঘরে একদিন নিয়ে যাব। সেখানে ত বই পড়িতে হয়নি; সেখানে গিয়েত দেখে এত শিখিয়া আসিয়াছ?

এখন কথা এই যে, পুস্তক পড়িয়া, এবং নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, স্বচক্ষে নানা বস্তু দর্শন করিয়া ও নানাবিধ বিষয় শ্রবণ করিয়া লোকের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হয়,এবং এইরূপ শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে থাকে। কিন্তু জ্ঞান-ভাণ্ডার কেবল পূর্ণ করিলেই হইবে না,ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া সদাব্রত আরম্ভ করিতে হইবে—স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানকে জীবনের নিত্য ঘটনার ভিতর আনিতে হইবে; এবং তদ্দ্বারা জীবনের ভাবসকলকে সংস্কৃত ও উন্নত করিতে হইবে, ইহারই নাম শিক্ষা, এই শিক্ষার অমৃতময় ফল মানবজীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকে, ইহাই মানবাত্মাতে ঈশ্বরের সত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়। *

পরদিন সন্ধ্যার সময়ে সুবোধচন্দ্র আবার সরলা ও সুকুমারকে লইয়া মনের শক্তি বিষয়ে অনেক কথা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সুকুমার বলিল, "আচ্ছা বাবা মনের প্রথম কাজ কি?"

পি। আচ্ছা তুমি বল দেখি আমার হাতে এখানি কি বই?

ছে। জানি না।

পি। এখন এই বইখানি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কিসের প্রয়োজন?

ছে। আগে জানা আবশ্যক ঐখানি কি বই, উহাতে কি লেখা আছে। তবে ঐ বই সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারা যায়।

---

* ইহার প্রথম অর্দ্ধাংশ Sully's Hand Book of Psychology. র মীমাংসা অবলম্বনে লিখিত।

পি। এখন তোমার কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে মনের প্রথম কার্য্য জানা। কোন বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে সে বিষয়ে কোন কথাই কহিতে পারা যায় না, ইহাই ঠিক কথা। দেখা, শুনা ও মনে করিয়া রাখা প্রভৃতি কার্য্য গুলিই মনের প্রথম কার্য্য।

ছে। আচ্ছা তার পর কি বল।

সু। তার পরে অনুভূতি। অনুভব না করিলে, কোন কাজই হয় না।

স। জ্ঞান আর অনুভূতিতে, অর্থাৎ জানা আর অনুভব করাতে প্রভেদ কি? জানাই কি অনুভব করা নহে?

সু। না, জানা আর অনুভব করা মনের এক অবস্থা নহে। মনে কর, একজন লোক আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে বাগবাজারের একখানি বাড়ী পড়িয়া বাড়ীর লোকগুলি মরিয়াছে। আমি শুনিলাম, তুমিও শুনিলে, কিন্তু মনের উদাসীনভাব গেল না। এখানে জানা হইল, কিন্তু অনুভূতির কার্য্য কিছুই হইল না, যদি আর একজন লোক আসিয়া বলে যে, বাগবাজার বোসপাড়াতে ঐ ঘটনাটী ঘটিয়াছে, তখন তোমার মনে হইতে পারে যে কালীপ্রসন্ন বাবুদের বাড়ীটা পড়িয়া যায় নাই ত। এখানে অনুভূতি কার্য্য করিতেছে। সুতরাং জানা আর অনুভব করা মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। বুঝিলে কি?

স। হাঁ এইবার বুঝিয়াছি।

সু। এই অনুভূতির সঙ্গে শোক, দুঃখ, বিরাগ ও ভালবাসা, ক্রোধ ও অভিমান প্রভৃতি মনের ভাব সকল জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এইগুলি অনুভূতির বিশেষ কার্য্য।

স। জানা এবং অনুভব করার পর মনে সচরাচর যে ভাবের উদয় হয় তাহা আমি বলিব ?

সু। বল না, এসকল মনোবিজ্ঞানের কথা হইলেও বলিতে পারা যায়। বিজ্ঞান ত আর আপনি জন্মায় না। চিন্তাশীল লোক বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এগুলিকে পরে পরে সাজাইয়াছেন মাত্র।

স। কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মিলে এবং তৎপরে সে সম্বন্ধে গাঢ় অনুভূতির উদয় হইলে, মানবমনে ইচ্ছার উদয় হয়। এই ইচ্ছাশক্তি আসিয়া মানুষকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, লোক ইচ্ছার অধীন হইয়া আত্মীয়ের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়, বন্ধুজনের শুভসংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিতে যায়; কেমন না ?

সু। হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ। ইচ্ছাই অনুভূতির পরবর্ত্তী বিষয়। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, সেইরূপ নানাবিধ ঘটনার মধ্যে পড়িলে, চিন্তা করা ও নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করাই ঐ ইচ্ছা-শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এখন বোধ হয় বেশ সহজেই বুঝিতে পারিলে যে জ্ঞান অনুভূতি এবং ইচ্ছা এই প্রধান তিন ভাগে মনকে বিভক্ত করা যাইতে পারে ? এই সঙ্গে এটাও বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ যে, ঐ তিনটী ভাবের ভিতর দিয়া কাজটী না হইলে, মানবমন পূর্ণরূপে কাজ করিল; এরূপ বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ এই তিনটী ভাবের ভিতর দিয়া যে কাজটী হইবে তাহাই ঠিক কাজ।

ছে। আচ্ছা বাবা, আর একটু ভাল ক'রে বুঝাইয়া বল।

সু। জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা ইহাদের [illegible] সম্বন্ধ নিয়ত [illegible] করিতেছে। মনে কর তোমার শরীরের

কোন একস্থানে লাগিয়াছে। লাগিবামাত্র আঘাতের জ্ঞান হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইবে। এবং কি উপায় করিলে সত্বর সে যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে, এই তিনটী ভাব ক্রমান্বয়ে কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটীর কোন একটীর আধিক্যে অপরটী একবারে লোপ পায় না।

স। পুত্র শোকে কোন মা যখন অভিভূত হন, তখন কি তাঁহার কোন কর্ত্তব্য স্থির করিবার শক্তি থাকে? অথবা মনের তেমন অবস্থায় পীড়িত স্বামীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া যথাবিধি ঔষধাদি খাওয়াইতে সমর্থ হন?

সু। তুমি ঠিক বলিয়াছ। শোকের আধিক্যে অথবা প্রিয় দরশন-জনিত আনন্দোচ্ছ্বাসের সময়ে স্মৃতিশক্তি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান একটু ম্লান ভাব ধারণ করে, কিন্তু সে অবস্থাতেও জ্ঞান এবং ইচ্ছার ভাব কার্য্য করিয়া থাকে। মনে কর পূর্ব্বে যে আঘাতের কথা বলিতেছিলাম, সেই আঘাত একটু গুরুতর হইলে, তাহার যন্ত্রণাও সেই পরিমাণে অধিক হইবে, কিন্তু সে অবস্থাতেও শরীরের কোন্ স্থানে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া থাকে। গভীর যন্ত্রণার ভিতর ও স্থান নির্দ্দেশের জ্ঞান এবং তন্নিবারনের কোন ঔষধ জানা থাকিলে তাহা আনাইবার উপায় করিতে বলিতে দেখা যায়। জ্ঞান সর্ব্বদাই কোন না কোন প্রকার ভাবের সহিত মিলিত হইয়া উদয় হয়। কোন বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে [illegible], আনন্দ, ভালবাসা, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি কোন না কোন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। আবার অনুভূতির

সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছিলে, আমি অধিকাংশ সময়ে তোমার সেই সকল কথা স্মরণ রাখিয়া সুকুমারের প্রাণের সুভাব গুলিকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

সু। ক্ষুদ্র শিশুর ইচ্ছাশক্তি (will power) যে কত দৃঢ় তাহা একটু মনযোগ দিয়া দেখিলেই সহজে বুঝা যায়, কোন বালক বা বালিকা একবার যদি কোন একটী বিষয়ে মননিবেশ করিল, তবে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইতে সে যেমন পারে, এমন আর কেহই না।* বালকের কৌতুহলবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল বলিয়া সে যাহা কিছু পায় তাহাই জানিবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং তাহা জানিতে যতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব, সে তাহা হইয়া থাকে। এই জন্যই ছেলেরা অনেকস্থলে বেশী জেদ দেখাইয়া [illegible] যে ছেলের যত জেদ, তাহাকে সতু[illegible] সুপথে চালাইতে পারিলে, উত্তরকালে সে তত উন্ন[illegible]তে পারে। জেদই মানুষকে বড় করে, জেদই মানুষকে বিনাশ করে।

ছে। কেমন করে একই জিনিস দুই কাজ করে?

সু। আগুনে রান্না হয়, আগুনে রেল চলে, আবার আগুনে বাড়ী ঘর পুড়ে যায়। এক আগুনে কত উপকার নিত্য সাধিত হইতেছে, আবার অসাবধান হওয়াতে সেই আগুণে প্রিয়তম সন্তান পুড়িয়া মরিতেছে। এই অগ্নির ন্যায় যেরূপ [illegible] এ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, [illegible] সুপরিচালিত করি[illegible] পারা না পারার [illegible] শিশুর কল্যাণ অকল্[illegible] [illegible] বড় হইয়াছেন, যাঁহাদের [illegible]

জগতের লোক শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে গদগদ হয়, তাঁহারা সকলেই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ জেদে বিশিষ্ট লোক ছিলেন। এই ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা বা জেদ যে বালকের জীবনে বিপথে পরিচালিত হয়, সেই বালকের ও তাহার দ্বারা জনসমাজের যে কি ভয়ানক অকল্যাণ সাধিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

স। আচ্ছা কি কি অপকার হয় তাহা বল, আর যদি কোন ঘটনা জানা থাকে তাহাও বল।

সুবোধচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—একটী ঘটনা সর্ব্বাগ্রে বলি শুন। সাত বৎসর বয়সের একটী ছেলেকে একদিন গুরুমহাশয় ভ্রমবশতঃ বিনাপরাধে অত্যধিক প্রহার করেন। সে বালককে, প্রহারের পূর্ব্বে গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোল করিয়াছ?" সে বলিল "না আমি গোল করি নাই।" তথাপি গুরুমহাশয়ের সন্দেহ দূর হইল না, অনুসন্ধানেও তাহার দোষ প্রমাণ হইল না, তথাপি গুরুমহাশয় নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া তাহার কোমল পৃষ্ঠে অনেকগুলি বেত্রাঘাত করিলেন। বালক নির্ভয়ে তাহা [illegible] করিল, কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আর পাঠশালাতে আসিল না, ইহার পূর্ব্বে সে কখন পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে নাই। ক্রমান্বয়ে দুই তিন দিন বালক আসিল না দেখিয়া গুরুমহাশয় তাহার পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বালকের পিতা সংবাদ পাইয়া পুত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাকে ধরিলেন এবং যেখানে সে বালক তাহার পুস্তকাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া বালককে পাঠশালায় [illegible] দিয়া আসিলেন। কিন্তু গুরুমহাশয় সম্বন্ধে

তাহার মনে এমন এক বিজাতীয় রাগ জন্মিয়াছে যে, সে কিছুতেই পড়া দিল না, মুখ বুজাইয়া বসিয়া রহিল। গুরু-মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে দিনও দুই চারিটী কানমলা ও চড় চাপড় দিয়া তাহাকে বশাইয়া রাখিলেন। পরদিন আবার সে পাঠ-শালে আসা বন্ধ করিল। সেই ছেলেই পাঠশালার ভাল ছেলে। সুতরাং সারকেল পণ্ডিত আসিয়া আগেই সেই ছেলের খোঁজ নিলেন। সে পাটশালে আসে নাই শুনিয়া এবং না আসার কারণ জানিতে পারিয়া, তাহার পিতাকে সংবাদ দিলেন। এমন সময়ে একটা বাগানে পাঠশালের অন্য কোন ছেলে সেই বালককে ধরিয়া "ধরেছি ধরেছি" বলে চীৎকার করিতে লাগিল। গুরুমহাশয় শুনিতে পাইয়া আর ৪।৫ জন বালককে পাঠাইয়া দিলেন। সকলে মিলিয়া সেই পলাইত বালককে ধরিয়া আনিতে লাগিল। চারি জনে হাত পা ধরিয়া "টি টি টি হল্‌দে বনে পাখি মেরিছি ধরে নেযাচ্ছি," বলিতে বলিতে পাঠশালার দিকে লইয়া যাইতেছে, এমন সময় গুরুমহাশয় বেত হাতে করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং বালককে জোর করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া স্বয়ং বালকের এক খানি হাত সজোরে ধরিয়া বালকগণকে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে বলিলেন, পাঠশালে পৌছিয়া বালকেরা আপন আপন স্থানে গিয়া বসিয়াছে, কেবল গুরুমহা-শয় বালককে লইয়া আস্তে আস্তে পাঠশালার সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছেন এমন সময় বালক দেখিল যে তাহাকে দণ্ড দিবার বিবিধ আয়োজন হইয়াছে, দেখিয়া তাহার প্রাণ চমকিত হইল। গুরুমহাশয় তাহার হাতটা একটু আল্‌গা ভাবে ধরে আছেন, বালক এই সুযোগে পলায়নের সুবিধা বুঝিয়া যেমন একটু টান

দিল অমনি হাতখানি গুরুমহাশয়ের হাত হইতে খুলিয়া গেল। যেমন খুলিয়া যাওয়া, অমনি লম্ফ প্রদান। কয়েকটী বালক "ধর ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বালকের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। পরে পাঠশালার অন্য বালকগণও দলে দলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। বালক এবাড়ী ওবাড়ী, এই রূপে তিন চারি খানি বাড়ীর ভিতর দিয়া শেষে এক বাড়ীর এক ঘরে গিয়া একেবারে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পাড়ার সমস্ত লোক এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সমাগত হইল। গুরুমহাশয় সেই বেত হাতে করিয়া সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকের পিতা আসিয়া সর্ব্বাগ্রে অনেক মিষ্ট কথায় তৎপর ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। বালক কাহারও কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। জানালা দরজা ভাঙ্গিবার ভয় দেখান হইল, তাহাতেও কিছু হইল না, বালক অটল, অচল ভাবে গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে সকল লোক চলিয়া গেল, বালকের পিতাও চলিয়া গেলেন। বেলা প্রায় ১০ টার সময়ে সেই বাড়ীর একটী ছেলে বলিল "তুমি এই বেলা দরজা খুলিয়া আমাদের খিড়কীর বাগান দিয়া পলাইয়া যাও, এখানে কেহ নাই। এমন সুবিধা আর হবে না।" বালক প্রথমতঃ ইহার প্ররোচনায় বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু শেষে বিশ্বাস করিয়া যেমন দরজা খুলিল, সেই গুরুমহাশয় অমনি হাতখানি বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বালক এবার বিপদ গণনা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাকে পাঠশালায় লইয়া যাওয়া হইল। বন্দী বালককে গুরুমহাশয়পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, তাহার

কৃত কার্য্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ণন করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বালকের দৃঢ়তা দেখিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন। তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন পাঠশালে আস নাই?" বালক কোন উত্তর করিল না। একেবারে নির্ব্বাক হইয়া দাড়াইয়া রহিল। তাহার পিতা, কত তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তবুও বালক কোন উত্তর করিল না। তখন পণ্ডিতমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পড়া হইয়াছে?" বালক মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ হইয়াছে।" তখন পণ্ডিতমহাশয় তাহার হাতে বই দিয়া বলিলেন "তোমার পড়া বাহির করিয়া পড় দেখি।" বালক নির্ভয়ে কথামালা হাতে লইয়া তাহাদের পড়া বাহির করিয়া অতি সুন্দর রূপে পাঠ করিল। পণ্ডিতমহাশয় যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারই উত্তর দিল। তখন পণ্ডিতমহাশয় আর ও চিন্তিত হইয়া বলিলেন "তোমার পড়া হয়েছে তবে কেন পাঠশালে এসনি?" দুইবার তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর বালক গম্ভীর ভাবে বলিল "আমি এখানে পড়িব না।" বালকের পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বালককে প্রহার করিতে যান দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "কিছু বলিবেন না, ইহার ভিতর অবশ্য কিছু আছে। (বালকের দিকে তাকাইয়া) এখানে পড়িবে না, তবে কোথায় পড়িবে?" বালক পূর্ব্ববৎ নির্ভয়ে বলিল "ঈশান গুরুমহাশয়ের পাঠশালে।" পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন "কেন?" বালক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পণ্ডিতমহাশয় অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বালক গুরু মহাশয়ের অন্যায় করিয়া প্রহার করার কথা বলিয়া নিজের পায়ের কাপড় তুলিয়া দেখাইল, প্রহারের আঘাতে সে স্থান কয়েক দিন পর্য্যন্ত কালো হইয়া আছে। তখন পণ্ডিতমহাশয় গুরু

মহাশয়কে বলিলেন "একি এ?" গুরুমহাশয় নিরুত্তর। পণ্ডিত মহাশয় অনেক মিষ্ট কথায় গুরুমহাশয়কে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া ভবিষ্যতে এরূপ প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন এবং বালককে মিষ্ট কথায় তাহার সে দিনকার দোষ বুঝাইয়া দিয়া সে দিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন। বালক তৎপরে আবার কিছুদিন বেশ পড়া শুনা করিতে লাগিল, কিন্তু একটু কিছু গোল মাল হইলেই বালক পড়িতে যাওয়া বন্ধ করে, ক্রমে গুরুমহাশয়ের নিকট হইতে প্রহারের ভার পিতার নিকট গেল, বালক ক্রমশ আরও খারাপ হইতে লাগিল—আরও দুরন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার বেশ বুদ্ধি ছিল, না না প্রকার দৌরাত্মের ভিতরও বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিত। নির্ব্বোধ গুরুমহাশয়ের হাতে পড়িয়া পরে পিতার কল্যাণাকাঙ্খা সত্বেও বিবেচনার ত্রুটীতে বালক উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শিক্ষা পাইল না। সে বালক আপন জেদের বশবর্ত্তী হইয়া পিতা মাতা ও পাড়ার লোককে পর্য্যন্ত কত যে ক্লেশ দিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে।

তাই বলিতে ছিলাম, আমাদের সামান্য ত্রুটি ও অবিবেচনার জন্য বালকের ইচ্ছাশক্তি অতি সহজেই কুপথগামী হয়, আবার আমাদের একটু সুচিন্তা ও সুবিবেচনাতে বালকের ইচ্ছাকে সুপথে পরিচালিত করা যায়, এবং সে আপন ইচ্ছায় সুপরিচালিত হইয়া অশেষ কল্যাণ সম্ভোগ করে ও মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। *

* Page 65, Household Education.

সপ্তম অধ্যায়।

স। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, ঐ যে ছেলেটীর কথা তুমি বলিলে, উহার পৃষ্ঠে প্রথম বেত্রাঘাত করিবার পূর্ব্বে গুরু মহাশয়ের আরও ভাল করিয়া জানা উচিত ছিল যে ঐ ছেলে দোষী কি না? বিনাপরাধে দণ্ড পাইলে, লোক একবারে মাটি হ'য়ে যায়, আর লোকের ভালবাসা ও সদ্ব্যবহারের উপর সন্দেহ জন্মায়।

সু। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি বালক যখন যাহা বলিবে, আশু-শান্তির আশায় তাহার প্রত্যেক আবদার পূর্ণ করা অত্যন্ত অন্যায়, তাহাতে বালককে একবারে সকল প্রকার সুশিক্ষা ও সুশাসনের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলা হয়। ঠিক সেইরূপ শিশুর ব্যক্তিত্ব লোপ করা তাহার ইচ্ছাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়াও, তাহা অপেক্ষা আরও অন্যায় কাজ। বালকের প্রাণে অনেক ইচ্ছার উদয় হইবে। যে গুলি তোমার মতে অন্যায় বলিয়া বোধ হইবে, সেগুলি এমন সাবধানতার সহিত তাহার মন হইতে তাড়াইবে যে সেগুলি চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে অন্যবিধ সাধু বাসনা সকল উদয় হইতে থাকিবে। *

স। শিশু কিম্বা বালকের প্রাণে যখন যে বাসনার উদয় হয়, তুমিই বলিতেছিলে, তাহাতে নিবিষ্টচিত্ত হওয়া বালকের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তেমন অবস্থায় তাহার কোন অন্যায় ইচ্ছার গাঢ় বেগকে দমন করিয়া, ভাঙ্গিয়া দিয়া,

---

* 67 page Household Education.

তাহার মনের শান্তি রক্ষা করা কি সম্ভব? আবার বলিতেছ, তাহার সে ইচ্ছাকে এমন ভাবে তাড়াইবে যে তাহার মনের শান্তিই কেবল রক্ষা পাইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে অন্যবিধ সঙ্গত ইচ্ছার উদয় হইবে! ইহা কিরূপে হইতে পারে, আমি বুঝিতে পারি না।

সু। মনে কর, তোমার ছেলে ঝড় বৃষ্টির দিনে যাদুঘর দেখিতে যাইবার আবদার ধরিল, এবং ক্রমাগত কাঁদাকাটি করিয়া তোমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল, তুমি সে সময়ে কি করিতে চাও?

স। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিব যে, বাদ্‌লা বৃষ্টিতে বেড়াইতে গেলে অসুখ হইবে, তাহার যাওয়া উচিত নহে। গেলে অন্যায় কাজ করা হবে।

সু। সে যদি বলে, বেশ ভাল করিয়া গরম কাপড় পরিয়া, গাড়ী করিয়া গেলে কোন অসুখ হবে না, তখন কি করিবে?

স। তখন তাহাকে আর কি বলিব, বলিব, "না যাওয়া হবে না।"

সু। তাতে ত ছেলের মনে নিরাশার ভাব আসিতে পারে, সে ত অশান্ত হইয়া পড়িতে পারে। তাহা অপেক্ষা ভাল উপায় কি নাই?

স। কি বল দেখি?

সু। তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে যাদুঘরে কেন যাবে? সে অবশ্য বলিবে "সেখানে যেসকল জিনিস আছে, তাই দেখিতে যাইব।" তখন তাহাকে বল, "আচ্ছা বাড়ীতে ঘরে ব'সে যদি তোমাকে কিছু দেখিতে দেওয়া যায় তা হ'লে কেমন হয়?" সে অমনি বলিবে, "আচ্ছা কি দেবে বল?" তখন তাহাকে

হয় একখানা ছবির বই কিম্বা ফটোগ্রাফের অ্যাল্‌বম্‌ খুলিয়া দেখাইয়া দাও কি কি সুন্দর জিনিস তাহাতে আছে। কিছু নূতন জিনিস, নূতন ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত কর, অমনি সে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তোমার নিকট বসিয়া সমস্ত দেখিবে ও শুনিবে। যখন এইরূপে একবার তাহাকে বসাইতে পারিলে, তখন নানা কথার ভিতর দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পার যে, সে যে এই বৃষ্টিতে বাহিরে যাইতে চাহিতেছিলে, তাহা বড় অন্যায় হইতেছিল। সে তখন অবশ্যই তোমার ভালবাসা ও সদ্ব্যবহারের ভিতরে পড়িয়া লজ্জিত হইবে এবং আত্মদোষ বুঝিতে পারিবে এবং ভবিষ্যতে সেরূপ ব্যবহার করিতে সাবধান হইবে।

স। ইহাই সদুপদেশ বটে, কিন্তু আমার বড় দুঃখ হয় যে, এত ক'রে কি কেহ ভাবে? আমাদের অনেক দোষ।

সু। কেবল একটী বিষয়ে নহে, এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে বালকের মনের গতি পরীক্ষা করিতে হইবে এবং মন্দ গুলি একএকটি করিয়া তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ মহিলা বলিয়াছেন যে একবার তিনি অতি যত্নে পালিত একটী বালিকার ধৈর্য্য ও আত্মশাসনের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একখানি সুন্দর ছবির বই পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলেন। যখন তাহাকে বই খানি দেখাইলেন, তখন তাঁহাদের খাইতে যাইবার সময় হইয়াছে। বালিকা বইখানির বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং পুস্তকের ভিতরে অনেক ভাল ভাল ছবি আছে শুনিয়া, তাহা দেখিবার জন্য বসিয়া রহিল—"বসি, আমি ঐ বই না

দেখে খাইতে যাইব না।" বালিকা একবার, দুইবার দেখিতে চাহিল, তিনবারের বার যখন সে বালিকা দেখাইতে বলিবে, তখন তিনি সেই সুন্দর বইখানি বালিকার হাতে দিয়া বলিলেন, অপরাহ্ণ পাঁচটার পূর্ব্বে তিনি সে বই খুলিয়া ছবি দেখাইবেন না। তাহাকে সেইটী বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া যখন তিনি সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে খাইতে যাইবে কি না, তখন সেই বালিকা সেই বইখানি হাতে করিয়া গম্ভীরভাবে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিয়া হাসিমুখে সেই মহিলার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আচ্ছা আমি খাইতে যাইব।" এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে ছবির বইখানি তাঁহার ক্রোড়ে রাখিয়া খাইতে গেল। আহারান্তে বালিকা অপরাহ্ণে পাঁচ ঘটিকা কখন বাজিবে, কখন সে সুখের মুহূর্ত্ত আসিবে; যখন সেই ছবির বই খুলিয়া তাহার ছবি সকল দেখিবে, সেই শুভমুহূর্ত্তের জন্য অতি শান্ত-ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।* দেখত কেমন সুন্দর শিক্ষা!

স। অল্প কয়েক দিন হইল, আমাকে ঠিক ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। সুকুমারকে পড়িতে বলিলাম সে পড়িবে না। আমি দেখিলাম, প্রায়ই পড়ার সময়ে গোলমাল করিয়া চলিয়া যায়, পড়িতে চায় না। আমি বলিলাম যদি তুমি পড়ার সময়ে শান্তভাবে না পড় তোমার খেলা করিবার গাড়ী আর পুতুল কাড়িয়া লইব, আর দিব না। অমনি আস্তে আস্তে পড়িতে বসিল। আর একবার সুরেশদের বাড়ীতে খেলা করিতে যাইবে। আমি বলিলাম আজ তোমার পড়া হয় নাই,

* page 68 H[illegible]hold Education.

খেলা করিতে যাইতে পাইবে না। যদি সুরেশের সঙ্গে খেলা করিতে চাও, তবে আগে পড়। পড়া শেষ করে তার পরে খেলা করিতে যাইবে। ছেলে অমনি তখনই পড়িতে বসিয়া গেল। পড়া তৈয়ার করিয়া রাখিয়া আমাকে বলিল, "মা আমার পড়া হয়েছে, আমি যাব?" তখন আমি বলিলাম, "আচ্ছা যাও," সে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সু। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভালবাসার শাসনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যেখানে ভয়,সেই খানেই ভাবনা, যেখানে ভাবনা, সেই খানেই, শিশু জীবনের স্ফূর্ত্তি বিচ্ছিন্ন; আর যেখানে ভালবাসা সেই খানেই বালক স্বাধীন ভাবে আপনার মনের কথা প্রকাশ করিতে পারে, মনের কথা ভাল করিয়া বলিতে পারিলেই বালককে সহজে সুপথে পরিচালিত করিতে পারা যায়, অথচ তাহার মনুষ্যত্ব রক্ষা পায় ও বৃদ্ধি হয়। আর একটী কথা এই যে অতি শৈশব কাল হইতেই যাহাতে বালকের জীবনের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য বৃদ্ধি পায় এবং সে সকল প্রকার কার্য্যে অভ্যস্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

স। শেষ কথা কয়টী ভাল বুঝিলাম না। কোন্ সময়ে কোন্ কাজটী করিলে ভাল হয়, কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ করিতে হইবে, তাহা প্রতিদিন যথারীতি অভ্যাস করাইতে হইবে, তোমার কাথার অর্থ কি এই?

সু। হাঁ, এইরূপ ও অন্য নানাবিধ সদুপায় দ্বারা বালক বালিকাগণকে তাহাদের অন্যায় আবদার হইতে বিরত করা যাইতে পারে,অথচ তাহাদের কোনরূপ অশান্তির কারণ উৎপাদন না করিয়া শৃঙ্খলা ও সুনিয়মের অধীন করা যাইতে পারে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম তাহাদের স্বাধীন ভাবকে নিয়মিত করিতে পারিলে, তাহারা সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধনের উপযুক্ত হয়, আর উচ্ছৃঙ্খল হইলে স্বাধীনতা নানা প্রকার অকল্যাণ উৎপন্ন করে।

পরদিন সন্ধ্যার সময়ে সুবোধচন্দ্র স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া আলাপ করিতে বসিলেন। তিনি বলিলেন, মানব-বুদ্ধির দ্বারা যত প্রকার সদুপায় উপস্থিত ও অবলম্বিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে তোমাকে অনেক বলিয়াছি। এখন কেবল আর একটী মাত্র উপায়ের কথা তোমাকে বলিব, বালকগণকে সুনিয়মের অধিন করিবার আর একটী অতি সুন্দর উপায় আছে। সরলা বলিলেন "কি সদুপায় বল না।" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড্ এক সামান্য কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে চাষের কাজ করিয়া যে অল্প একটু সময় পাইতেন, তাহাতেই একটু আধটু লেখা পড়া শিখিতেন। বাঙ্গালাতে তাঁহার যে জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে, তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে, কি দুঃখকষ্ট ও দারিদ্রের মধ্যে গারফিল্ড জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি কোন স্থানে কর্ম্ম করিতে২ কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করেন, তাহাতে সমুদ্রবিষয়ক অনেক কথা লেখা থাকে। এই সময় হইতে তাঁহার সমুদ্রে যাইবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তৎপর তিনি অন্য সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে যাওয়াই স্থির করিয়া জননীর অনুমতি লইতে গৃহে আসিলেন। তিনি কখন তাঁহার মায়ের বিনানুমতিতে কোন কাজ করিতেন না। জননী এলিজার নিকট গারফিল্ড্ এই কথা তুলিবা মাত্র, জননী অতি ধীরভাবে বলিলেন, "চাষা হইয়া অথবা তাদৃশ

অন্য কোন ব্যবসা করিয়া চিরকাল গৃহে বাসকর, তথাপি সমুদ্রে যাইতে পারিবে না। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে তুমি সমুদ্রে গমন কর।” গার্‌ফিল্‌ড্‌ জননীর এরূপ অনিচ্ছা ও আপত্তি দেখিয়া কিছুদিনের জন্য সমুদ্র যাত্রা বন্ধ করিলেন। কিন্তু নিরন্তর তাঁহার প্রাণে সে প্রিয় বাসনা জাগিতে লাগিল। শেষে জননী পুত্রকে সমুদ্র যাইতে একেবারে পাগল হইতে দেখিয়া আর বাধা দেওয়া উচিত বোধ করিলেন না। তিনি সজল নয়নে পুত্রকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সেইদিন হইতে তাঁহার পুত্ররত্নকে গৃহে ফিরিয়া পাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একটী দিনও পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে ও তাহার সুমতি ও সুগতির জন্য ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করিতে ভুলিতেন না।

গারফিল্‌ড্‌ ওদিকে জাহাজে কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ একস্থানে ধাক্কা খাইয়া পলায়ন করেন, শেষে চেষ্টা করিতে করিতে একস্থানে কর্ম্ম পাইলেন। সেখানে কর্ম্ম করিতে করিতে জাহাজের দুর্ব্বৃত্ত লোকদের আচার ব্যবহার দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সাধুতা ও শীলতাতে অধিকাংশ লোক ক্রমে বশীভূত হইতে লাগিল। তিনি জাহাজে কর্ম্ম করিতে করিতে এমন সকল বিপদে পড়িতে লাগিলেন, যাহাতে লোক সহজে রক্ষা পায় না। ভয়ানক সঙ্কট সকল হইতে তিনি এক আশ্চর্য্য উপায়ে রক্ষা পাইতে লাগিলেন। শেষের একটী ঘটনাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। এই ঘটনার পর তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার জননীকে দেখিবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইল। প্রবল

বাসনা লইয়া অসুস্থ শরীরে গার্‌ফিল্‌ড্‌ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে গৃহে আসিয়া ভাবিলেন, চুপি চুপি দেখি, আমার মা কি করিতেছেন। এই ভাবিয়া গার্‌ফিল্‌ড্‌ আস্তে আস্তে জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া দেখেন, তাঁহার জননীর সম্মুখে একখানি পুস্তক খোলা রহিয়াছে, এবং তিনি নতজানু হইয়া ঊর্দ্ধমুখে, নিমীলিত নেত্রে, করযোড়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন "হে ভগবান, দয়া করিয়া একটীবার আমার দিকে তাকাও। তোমার সেবককে বল দাও, তোমার দাসীর সন্তানকে রক্ষা কর!" এই কথা শুনিবামাত্র, পলক মধ্যে গার্‌ফিল্‌ড্‌ গৃহ-প্রবেশ করিয়া জননীকে জড়াইয়া ধরিলেন। জননী দেখিলেন তাঁহার প্রিয়তম পুত্র তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে নীরবে চক্ষের জলে সিক্ত হইলেন।

এই এক সদুপায় আছে যাহা আমাদের দেশের প্রত্যেক গৃহে অবলম্বিত হওয়া উচিত। এমন অনেক সময় ঘটে যখন ক্ষুদ্র মানুষের সামান্য চেষ্টায় কুলায় না, এজন্য সর্ব্বশক্তিমান বিধাতার বিধানের অনুগত হইতে ও তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

স। আমার মনে হইতেছে, জননী এলিজার সকরুণ প্রার্থনা-বলেই তাঁহার পুত্র নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মা ও ছেলেতে যখন দেখা হইল, আমার বোধহয় তখন দুই জনেই বিধাতার হাত দেখিয়াই আনন্দে ভাসিয়া গেলেন! তাই অতক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন।

ছে। গার্‌ফিল্‌ড্‌ কি ক'রে এত বড়লোক হয়েছিলেন।

স। তিনি ধাৰ্ম্মিকা ও বুদ্ধিমতী মায়ের ছেলে ব'লে, আর মায়ের পরামর্শে সর্ব্বদা চলিতেন ব'লে অত বড়লোক হইয়াছিলেন। মা ও ছেলেতে কেমন ভাব! ইচ্ছা থাকিলে ও চেষ্টা করিলে তুমিও জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে।

ছে। আমি সর্ব্বদা তোমাদের কথামত চলিব, আর প্রাণপণে জীবনের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিব।

অষ্টম অধ্যায়।

সুবোধচন্দ্র বাড়ীতে শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। একজন শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পড়াইয়া যান। তাঁহার সহিত সরলার বড় আত্মীয়তা হইয়াছে। তিনি বেশ লেখা পড়া জানেন, লোকও খুব ভাল। সরলা যে সকল বিষয়ে তাঁহার অভাব বা ত্রুটী দেখিতে পান, তাহা এমন মিষ্ট করিয়া সদ্ভাবের সহিত বলেন যে শিক্ষয়িত্রী তাহাতে অসন্তুষ্ট হন না। সরলাকে পড়াইতে হয় না। তিনি একাই পড়ান, সরলা কেবল বালক বালিকাগণের গতিবিধি ও মনের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করেন। কোন্ বালকের মনের গতি কোন্ দিকে, কোন্ বালিকা কোন্ বিষয়ে অসন্তুষ্ট, কাহার কোন্ বিষয়ে পারদর্শিতা অধিক, কে বেশী জেদ বিশিষ্ট, কে ভিরু-প্রকৃতিসম্পন্ন, এইরূপ নানাবিধ বিষয় পরীক্ষা করিয়া, সেই সকল বিষয়ে সুবোধচন্দ্রের সহিত আলাপ করেন এবং দুই জনে পড়া-শুনাদ্বারা আপনারা সেই সকল বিষয়সম্বন্ধে একটা দৃঢ়তর মতে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন।

বালকদের লেখা পড়া বেশ হইতেছে। অল্প পড়া অল্প সময়ে

বিশেষ আগ্রহের সহিত বালকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, অধিকাংশ সময়ে শিক্ষয়িত্রী ও সরলা দুইজনে একত্র হইয়া বালকগণের সহিত গল্প করিয়া থাকেন এবং গল্প করিতে করিতে, নানাপ্রকার সদুপদেশ, বীরত্বের কথা, স্বার্থত্যাগ ও লোকসেবা, ধৈর্য্য ও ক্ষমা, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও ভালবাসা, পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ তাহাদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। বালকেরা অল্প সময়ে অনেক শিক্ষা করিতে লাগিল। এবং এই সুযোগে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষাও দিতে লাগিলেন। একটী গ্লোভ্ (Glove) আনাইয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে ছাত্র ও ছাত্রিগণকে অতি সহজে পৃথিবীর গোলত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহারা একত্র হইয়া অনেক সময়ে গ্লোভের পৃষ্ঠদেশ হইতে নানাস্থান দেখিয়া শিক্ষা করিয়া থাকে। সরলা ও শিক্ষয়িত্রীর যত্নে বালকেরা অতি সহজেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে নীতিবিষয়ক পাঠ সকল কণ্ঠস্থ করিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতে এপর্য্যন্ত যত প্রকার জনহিতকর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহারা তাহা শিখিয়াছে। কিরূপে কোন সময়ে কাহাদ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়, কোন্ পাশ্চাত্য জাতি, কোন্ সময়ে, কোন্ পথে ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করে, এসমস্তই শিক্ষা করিয়াছে। এইরূপে সুবোধচন্দ্রের সুপরামর্শে সরলা ও শিক্ষয়িত্রী দুই জনে পুস্তকাদি পঠন ও সহজ উপায়ে উপদেশ দান দ্বারা বালকবালিকাগণকে অপেক্ষাকৃত কঠিনতর ও শ্রমসাপেক্ষ শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সরলা একদিন সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, তুমি আমাকে একদিন বালকদের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে

কিছু বলিয়াছিলে, কিন্তু মানবমনের অন্যান্য শক্তি সকলের উন্নতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আমাকে ত কিছু বলিলে না। আমার ছেলে যখন খুব ছোট ছিল, তখনই কেবল একবার তাহার জ্ঞান বুদ্ধি ও হৃদয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অতি সামান্য 'ভাবে কিছু বলিয়াছিলে, এপর্য্যন্ত সেই সকল বৃত্তি ও ভাবকে পরিপুষ্ট করিবার উপযোগী কিছুই আমাকে দাও নাই। আজ কিছু বল।

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা আজ ছেলেদের ভয় ও সাহস সম্বন্ধে আলাপ করা যাক। কারণ বালকের ইচ্ছাশক্তি তাহার সাহস ও ভয়ের তারতম্যানুসারে ভাল মন্দ হইয়া থাকে। ভয়ের প্রাবল্যে ইচ্ছাশক্তি লোপ পায় ও সাহসিকতার আধিক্যে ইচ্ছাশক্তি ফুটিয়া উঠে।"

সরলা বলিলেন "বিষয়টা ক্রমশঃ বড় জটিল হইয়া পড়িতেছে। এমন ভাবে তুমি এসকল বিষয় উপস্থিত কর, যাহাতে একবার শুনিয়া ভাল করিয়া বুঝা যায় না।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা উদাহরণ দিয়া বলিতেছি। আজ কয়েক দিন হইল আমার একটী পুরাতন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলিকে আনিতে বলিলাম। বন্ধু তাঁহার বালকবালিকাকয়টীকে আনিলেন। সকলের ছোটটী এক বৎসরের। আমি যেই তাহাকে লইতে গেলাম, সে অমনি কাঁদিয়া ফেলিল। আমার নিকট আসিল না, ভয়ে জড়সড়, আর যেই আমি দূরে গিয়া দাঁড়াইলাম, অমনি সে শান্ত হইল। আমি অন্যান্য বালক বালিকাদের সহিত খেলা করিতে লাগিলাম। অতি অল্পক্ষণ মধ্যে তাহাদের সহিত আমার খুব বন্ধুতা হইল। একটীত আমার কোলে উঠিয়া আর নামিতে চায় না। তখন

আমি আবার ছোটটীকে ডাকিয়া বলিলাম 'খুকি তুমি আস্‌বে?' সে বলিল 'না।' কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার সাহস বাড়িয়াছে! আমি যে তাহার ভাইবোনদের সহিত খেলা করিতেছি, এটা তার ভাল লাগিয়াছে, ক্রমে এত ভাল লাগিয়াছে যে, ভাই বোনদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছে। কেবল আমাকে কখন দেখে নাই বলিয়া বিশেষতঃ তাহার মধ্যে ভীরুতার ভাগ বেশী আছে বলিয়া সে খেলায় যোগ দিতে পারিতেছে না। ইহার অল্পক্ষণ পরে সে আমার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আমি তাহার ভাইএর হাত খানি ধরিয়া "ভাত দেই, ডাল দেই, মাছ দেই, দুদ দেই, সন্দেশ দেই, "মেকুর কুর, মেকুর, কুর," এই বলিয়া যখন তাহাকে কাতুকুতু দিতেছিলাম, তখন সেই ছোট খুকি দেখি, নিজেই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিতেছে "আমা আমা" আমি তখন আস্তে আস্তে তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকেও ঐরূপ দুই তিনবার কাতাকুতু দিবামাত্র সে আমার কোলে আসিল। তাহার ভয় গেল, ভাবনা গেল, সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। শেষেএমন হইল যে আর কাহারও কোলে যাইবে না, আমার বাড়ী আশা ভার হইল। ভয়কে চাপিয়া দিয়া সাহাসকে এইরূপে বাড়াইতে পারিলে, ইচ্ছাশক্তি সুন্দররূপে বৃদ্ধি পায়।"

স। ওত ছোট ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে বেশ সুন্দর উপায় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় বালকবালিকাদিগের ভীরুতা দূর করিয়া কিরূপে সাহস বাড়াইয়া দিবে?

সু। চেষ্টা করিলে শৈশবে কতকটা সহজ হয়। আর যে সকল অবস্থায় সেরূপ চেষ্টা হয়না, অথবা চেষ্টা সত্ত্বেও সুবিধা

হয় না, সে সকল ঘটনাতে বাল্যকালেই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক।

স। আমি সেই সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাই।

সু। আশায় সাহস ও নিরাশায় ভীরুতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য আমার অনুরোধ যে সর্ব্বদা বালকদিগের সম্মুখে আশার ছবি ধরিবে। আশায় আমি তুমি সকলেই বাঁচিয়া থাকি, এমন অবস্থায় কখনও বালকবালিকাদিগকে নিরাশ করিও না। নিরাশার ন্যায় শত্রু মানবজীবনের আর নাই। নিরাশার ছবি আঁকিয়া আমাদের জাতিটা একবারে ডুবিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আশার মোহনবীণা, বিবিধ উন্নতিকে মূলমন্ত্র করিয়া নিনাদিত হইতেছে কেবল হতভাগ্য আমরা সে মধুরধ্বনি শুনিতে পাইলাম না, আমাদের নিরাশার ঘোর ও ভাঙ্গিল না। যাহার যেরূপ আশা, সে ব্যক্তি তদনুরূপ গঠিত হয়। যে মানুষের আশা বিকৃত হয়, সে মানুষের আর ভাল হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। খাওয়া পরা প্রভৃতি জীবনের দৈনিক ব্যাপার, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান, জীবনের লক্ষ্য ও তৎসাধনের বিবিধ উপায় সম্বন্ধীয় ব্যাপার, এক আশায় রক্ষা পায়, আর তাহার অভাবে একেবারে ডুবিয়া যায়।

স। তুমি ঠিক বলিয়াছ, আশা মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে, মানুষের সাহস বাড়াইয়া দেয়। এমন অবস্থায় আশাকে কিরূপ ভাবে গঠন করিলে, তদ্দারা সন্তান উত্তরকালে সকল প্রকার বিঘ্ন বাধার ভিতর আত্মরক্ষা করিতে পারিবে?

সু। ঐ যে বলিলাম 'জীবনের লক্ষ ও তৎসাধনের বিবিধ উপায়

সম্বন্ধীয় ব্যাপার, উহারই উপর আশাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমি কোথাও কাহারও সহিত দেখা করিতে গেলে, যত ছোট, বা যত বড় ছেলে দেখি না কেন, তাহার সহিত আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করি "তুমি লেখা পড়া শিখিয়া কি করিবে?" অধিকাংশ ছেলে কিছু বলিতে পারে না। কোন কোন ছেলে কিছু কিছু বলিতে পারে তাহাও আবার বড় উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া বোধ হয়। একবার শুনিয়াছিলাম এক ষোড়শবর্ষীয় বালককে তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তুমি জীবনে কি করিতে চাও?" পুত্র বলিল "আমি এখনও কিছু ঠিক করিতে পারি নাই।" পিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "সে কি, ষোল বছরের ছেলে এন্‌ট্রেন্স্ ক্লাসে পড়িতেছ, তুমি এখনও ঠিক কর নাই, জীবনে কি করিবে!" ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে আমাদের দেশের লোকের লক্ষ্য স্থির হয় না। লক্ষ্য স্থির হয়না বলিয়াই লোক মানুষ হইতে পারে না। সংসারে লক্ষ্য-বিহীন জীবন, আর অনন্ত সমুদ্রবক্ষেঃ দিগদর্শন যন্ত্রবিহীন জাহাজ উভয়েরই এক অবস্থা। লক্ষ্য স্থির হয় না বলিয়া আশাও ভাল করিয়া বিকাশ হয় না। সম্মুখে আশা-পথ অতি পরিষ্কাররূপে না দেখিলে মানুষ জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকের অবস্থা বাস্তবিকই এইরূপ। ইংরাজ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে অতি শৈশবকাল হইতে বালকবালিকাদের সুশিক্ষা ও সাধুইচ্ছার দ্বারা জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া হয়। পিতামাতা বিশেষ আগ্রহের সহিত সন্তানদের মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ

করেন এবং প্রয়োজন হইলে নানাপ্রকার সদুপায়ে সন্তানদের মনের সে গতি ভিন্ন পথে পরিচালিত করেন। এই জন্য ঐসকল জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সন্তানেরা উত্তরকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া থাকেন।

স। আমাদের সুকুমারের বিশেষ আগ্রহ কোন্ দিকে তা এখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তবে তার উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিলে, সকল কাজই সে বেশ আনন্দের সহিত করিতে পারে। সাধারণ ভাবে তার সকল বিষয়েই বেশ পারদর্শিতা আছে। আচ্ছা তার সম্মুখে কিরূপ প্রকারের লক্ষ্য ধরিলে ভাল হয়? সংসারে কোন্ প্রকার কাজ তাহার দ্বারা হইতে পারে, আর কি হইলে আমরা সুখী হই?

সু। প্রথমতঃ তাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়াইতে চেষ্টা করিব। ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিলে, বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্যে জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার এমন রুচি জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। অমন সুন্দর কাজ আর নাই। সৎপথে থাকিয়া নিজ জীবনকে উন্নত করিবার ও সেই সঙ্গে লোক সমাজের কল্যাণ সাধন করিবার এমন সদুপায় আর নাই।

স। কেন অন্যান্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন কি অন্যায়?

সু। জীবন যাপন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় অনেক আছে, তাহার মধ্যে এইটীকেই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি। বিশেষতঃ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিয়া মহামনা লোক হইবার ইহাই প্রশস্ত পথ।

আর নিজে চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক লোক হইলে, যুবকগণের চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন গঠিত হওয়ার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করা যায়।

নবম অধ্যায়।

স। এই বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বল না।

সু। অন্যান্য বিভাগে যাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়, তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে সংসারের কুটিল লোকদের সহিত মিশিতে বাধ্য হন। জন সমাজের যে সকল জটিল ব্যাপার সকলের মধ্যে তাঁহাদিগকে পড়িতে হয় তাহাতে, চরিত্রবান লোক অনেক শিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু সে সকল অবস্থাতে অন্য লোকের চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন গঠনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য কিছুই হয় না।

স। কেন? এক জন উকীল যদি মিথ্যা মকদ্দমা গ্রহণ না করেন, একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ যদি অপক্ষাত বিচার করার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন, একজন মুনসেফ যদি কোন একটা জমীর প্রকৃত সত্ত্বাধিকারীকে জানিবার জন্য, সেই বিবাদিয় জমীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমস্ত অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে কি তাঁহার দ্বারা লোক সৎপথে চলিতে উৎসাহিত হয় না?

সু। তুমি যাহা বলিলে, তাহা সমস্তই ঠিক কথা। লোক সচরাচর ঐ সকল লোকের খুব প্রশংসা করে সত্য, কিন্তু সে সকল সদ্‌গুণকে নিজেদের জীবনে ফুটাইতে পারে না।

স। কেন পারে না?

সু। এই শ্রেণীর লোক বয়স্ক, পরিণত বয়সের লোক সহজে পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না, এজন্য অন্যের সদ্‌গুণ সকল গ্রহণ করিবার শক্তিও যথেষ্ট থাকে না। শিক্ষা-লোলুপ বালক ও যুবকগণই হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অন্যের গুণাবলী আত্মসাৎ করিয়া পরম লাভবান মনে করে। এজন্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সর্ব্বদা যে সকল যুবকগণকে প্রতিদিন শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহারা আশানুরূপ সুশীল ও সুবোধ বালক না হইলেও কোমলমতি এবং সংসারের অধিকাংশ কদাচারে অনভিজ্ঞ সুতরাং চরিত্রের বল ও ধর্ম্মজীবনের উন্নত ভাব সহজে তাহাদের প্রশংসা ও অনুকরণের বিষয় হইতে পারে। এই জন্য বলি চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক শিক্ষক অনেক যুবককে চরিত্র ও ধর্ম্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারেন এবং এইরূপ শিক্ষকের সাহায্যে কত লোক মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মানব জীবনকে মহিয়ান করে, তাহার সংখ্যা হয় না।

স। আমার বোধ হয়, আর একটা কারণ ইহার মধ্যে আছে, বাল্যজীবনে পিতামাতার পরেই শিক্ষকের কর্ত্তৃত্ব। আরও বোধ হয় অনেক সময়ে পিতামাতা কিছুই দেখেন না, এই জন্য শিক্ষকই বালকগণের উন্নতি পথে একমাত্র সহায়।

সু। তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমি ঐ কথাটা বলিব মনে করিয়া শেষে অন্য কথায় ভুলিয়া গিয়াছি। ইংরাজ-মহিলা-সমাজের শীর্ষস্থানীয়া মিস্ কব্ (Miss Cobbe) বলিয়াছেন "বর্ত্তমান নিরীশ্বরবাদী শিক্ষকগণ বালকগণকে জ্ঞানাভিমানী, দাম্ভিক,

শুষ্ক ও কঠোরপ্রকৃতির লোক করিয়া তুলিতেছেন। শিক্ষকতার পবিত্র ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ছাত্রগণের প্রাণের দেবভাব সকলকে ফুটাইবার সুযোগ গ্রহণ করেন না।* তাই বলিতেছিলাম শিক্ষকের মত শিক্ষক হইলে, বালক মানুষ হয়, আর অধম ব্যক্তির হাতেএই পবিত্র কার্য্যের ভার থাকিলে জনসমাজ পাপ ও নানা প্রকার নীচ ভাবের অন্ধকার কূপে ডুবিয়া যায়। কারণ তিনি যে বিষয়ের অধ্যাপক,তাহাতে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা থাকিলে বালকগণ বিষয় বিশেষের গুণানুরোধে অন্ধ হইয়া সকল বিষয়ে তাঁহার বিচার বুদ্ধির অধীন হয়, এমন অবস্থায় তিনি যাহা ভাল বলেন, ছাত্রের নিকট তাহাই ভাল, তিনি যাহা ঘৃণা করেন, ছাত্রের নিকট তাহাই অবজ্ঞার বিষয় হয়।† এখন ভাবিয়া দেখ,অধ্যাপকের কার্য্য কত গুরুতর, কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ, আর কিরূপ লোকের শিক্ষক হওয়া উচিত। আমি সে সম্বন্ধে দুই একটী উদাহরণ দিব।

স। দাও না। আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

সু। প্রথম যখন হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হয়, তখন ডিরোজিও নামে একজন ফিরিঙ্গী যুবক ঐ কলেজে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বড় বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এমন বল ছিল যে,যে তাঁহার সংশ্রবে আসিত, সেই আকৃষ্ট হইত, তাঁহাকে ভাল বাসিত, তাঁহাকে অনুকরণ করিত। তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে ছাত্র ও শিক্ষকে এমন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইতে অতি অল্প

* The Scientific Spirit of the age page 48. † Same Book page 47.

স্থলে দেখা যায়। এমন গভীর আত্মীয়তা তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে জন্মিয়াছিল যে, সেই ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এখনও যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারা গভীর শ্রদ্ধার সহিত ডিরোজিওর কথা বলিয়া থাকেন। ডিরোজিও যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি আবার কবি ছিলেন, যেমন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তেমনি আবার দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। এই অশেষ গুণসম্পন্ন যুবক-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে সকল ছাত্র শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই উত্তরকালে কোন না কোন প্রকারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তিভাজন হইয়া গিয়াছেন।

স। ইহাঁরা কারা, আর কে কে বাঁচিয়া আছেন?

সু। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম শুনিয়াছ ত?

স। হাঁ, শুনিয়াছি বই কি, সেই যে একবার তুমি তাঁহার ছেলেকে দাসীর মিথ্যা কথা বলিয়া শান্ত করার কথা বলিয়াছিলে। তিনি কেমন মিষ্ট কথায় দাসীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

সু। হাঁ তিনি ডিরোজিওর ছাত্র। পরলোকগত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছ কি?

স। হাঁ, তাঁহার মৃত্যুর পর সখাতে তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করিয়াছিলাম। আর তাঁহার ছবি অনেকের ঘরে দেখিয়াছি। তিনি খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন, না?

সু। হাঁ, ইহাঁরা ডিরোজিওর ছাত্র। এইরূপ পরলোকগত রাম গোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি সে সময়ের অনেক খ্যাতাপন্ন লোক তাঁহার ছাত্র ছিলেন। এখন

ভাবিয়া দেখ, একজন শিক্ষকের শিক্ষাগুণে কত লোক উন্নতি লাভ করিতে পারে।

স। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক অধ্যাপক দেশের প্রকৃত কল্যাণের জনকস্বরূপ। আমার ছেলে যাহাতে উত্তরকালে শিক্ষকতা কার্য্যের ভার লইয়া ও তাহা সুসম্পাদিত করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারে, আর আমরা তাহা দেখিয়া সুখী হইতে পারি, তুমি এখন হইতে তাহাকে তদ্রূপ শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। এখন হইতে তাহাকে এরূপ ভাবে চালাইতে হইবে, যাহাতে সে সত্বর জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে পারে, এবং আশাপূর্ণ অন্তরে সেই লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

এ পর্য্যন্ত তুমি আমাকে সন্তানদের ইচ্ছাশক্তি, ভয়, আশা ও নিরাশার বিষয়ে অনেক গুলি সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছ এবং সেগুলি অত্যন্ত উপকারী হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের জীবনে ভালবাসা, দয়া, প্রেম ও সৌজন্যের ভাব কিরূপে উপযুক্তরূপে ফুটাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে কিছু বল।

সু। আচ্ছা ভালবাসার বিষয়েই আমার যাহা বলিবার আছে আজ বলি, পরে অন্য বিষয়ে আলাপ করা যাইবে। স্নেহ, দয়া, প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি কথাগুলি ভালবাসার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সন্তানে স্নেহ, দরিদ্রে দয়া, বন্ধুতে প্রীতি, ঈশ্বরে প্রেম, এইরূপ অবস্থা ও সম্বন্ধ ভেদে নামান্তর হয় মাত্র। এই ভালবাসা বস্তুটীকে যদি শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার সমস্ত আয়োজন ও চেষ্টা বিফল হইবে। কারণ

ভালবাসাবিহীন শুষ্ক ও কঠোর জীবনে আশা বাসা বাঁধিতে স্থান পায় না। আশাবিহীন জীবনে সৎসাহস প্রস্ফুটিত হয় না, সৎসাহস না থাকিলে, প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় সহকারে মানুষ উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। ভালবাসা জীবনকে সরস করে। বৃষ্টি না পাইলে ক্ষেত্র যেমন সরস হয় না, ক্ষেত্রের শস্য যেমন সতেজ হয় না, সেইরূপ ভালবাসার দ্বারায় জীবন সরস না হইলে, তাহাতে কিছুই ফলে না। সুতরাং ভালবাসা-বৃত্তিকে ফুটাইতে এবং তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস পাওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

স। কিন্তু ভালবাসার আর একটী অবস্থা আছে, সেটী এই যে, অনেক সময়ে ভালবাসা আশক্তির আকার ধারণ করিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

সু। তুমি ঠিক বলিয়াছ। ভালবাসায় আশক্তি, শেষে আশক্তি মোহ আনিয়া মানুষের বড় ভয়ানক ক্ষতি করে। অনেক সময়ে মানুষ মোহ-পরতন্ত্র হইয়া সকল প্রকার উন্নতি সাধনের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

স। আমাদের সন্তানের প্রাণে যাহাতে পীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, দরিদ্রের প্রতি ভালবাসা ও তাহার অভাব মোচন করিতে প্রাণে ইচ্ছার উদয় হয়, জীব জন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহারের ভাব ফুটিয়া উঠে; সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, তাহার সমপাঠীদের প্রায় সকলের প্রতিই সৌহার্দ্দ ও অনুরাগের ভাব দেখিতে পাই। তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব কিরূপে শিক্ষা দিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সু। কেন তাহার একটী সহজ উপায় আছে।

স। কি বল না, শুনি।

সু। আমরা যাঁহাদিগকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, যাঁহাদিগকে আমাদের অপেক্ষা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত বলিয়া মনে করি, তাঁহাদিগের প্রতি যদি যথোচিত সম্মান দেখাইতে পারি, তাহা হইলে ছেলেরা আপনা হইতে সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা পাইবে। মনে কর সে দিন তোমার বাবা আমাদের এখানে এলেন, তিনি আসিবা মাত্র, আমি তাঁহাকে যে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম, তাহাতেই সুকুমার বুঝিতে পারিল যে, দাদামহাশয় পূজনীয় ব্যক্তি, ভক্তির পাত্র। আমি প্রণাম করিয়া পরে সুকুমারকে ইঙ্গিত করিতে না করিতে, সে তাহার দাদামহাশয়কে প্রণাম করিল, তোমার বাবা তাহাকে স্নেহ-ভরে কোলে তুলিয়া লইলেন। সেইদিন তোমার বাবার মুখের ভাব দেখিয়া আমার প্রাণে স্নেহের এক নূতন দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। যখন আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আবার সুকুমারেরও মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; এক দিকে প্রবীণত্ব ও গাম্ভীর্য্য এবং অন্য দিকে স্নেহের প্রবলতা নিবন্ধন সরলভাব ও মিষ্টকথা কেমন সুন্দর! সে দিন তিনি আমাদের পিতা পুত্র উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্নেহের এক পবিত্র স্রোতে আমাদিগকে সিক্ত করিয়া শেষে বালক-দাদামহাশয়ের সহিত কতই যেন পুরাতন বন্ধুতা ও আত্মীয়তার ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন, তখন আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। ছেলের সম্মুখে সর্ব্বদাই শিখিবার উপযুক্ত কিছু রাখিতে হইবে এবং নিকটে এমন লোক থাকা চাই, যাহারা সেই সকল বিষয়ে

অভিজ্ঞ; প্রয়োজন হইলে বালককে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে বালকের নিকট সেই সকল লোকের সমাদর বাড়িবে। এমন অবস্থায় সেই সকল লোকের মধ্যে যাঁহাদের জীবনে সাধুতা, নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাব বেশী, তাঁহারা নিশ্চয়ই বালকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন। এই এক ভালবাসা এত প্রকার আকারে কার্য্য করে।

স। আবার এই ভালবাসাকে নিরাপদে রক্ষা করা বড় কঠিন। এক দিন আমি মাছ কুটিতেছি, আর সুকুমার নিকটে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "মা বিড়ালকে মারিলে লাগে, পায়রাকে মারিলে লাগে, আর মাছকে কাটিলে লাগে না?" আমি ইহার কি উত্তর করিব? ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "হাঁ, লাগে বইকি,।" তখন সে বলিল, "তবে কাট কেন?" আমি নিরুত্তর রহিলাম।

সু। এইরূপ না না প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ বিষয়ে আমাদের উপদেশ ও কার্য্যে মিল থাকে না বলিয়াই আমরা নিজেরা চরিত্রবান লোক হইতে পারি না, আর এই কারণেই অনেক স্থানে আমাদের উপদেশ ও পরামর্শে অন্যের উপকার হয় না। আর একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। অধিকাংশ স্থলে ভালবাসার অপব্যবহার হয়। ভালবাসার অনুরোধে প্রবীণ অভিভাবকগণ অন্ধ হইয়া নিজ সন্তানদের অশেষ অকল্যাণ সাধন করেন। ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহারা শৈশবকাল হইতে কোন বিশেষ জীব জন্তুকে ভাল বাসিতে শিখে, অথচ কখন কোন বিপন্ন অতিথীকে স্থান দিতে চায়

না। এমন লোক দেখা যায়, যে হয়ত একটী বিড়ালের আরামের জন্য সমস্ত দিনই আয়োজন করিতেছে, অথবা একটী পাখীর মৃত্যুতে, এক জনের মাসাধিক কালের অধিক শোক করিতে কাটিয়া গেল, অথচ আপনার লোক, বন্ধু বান্ধব, উপযুক্ত ভালবাসা ও সদ্ব্যবহার পায় না। সাবধান! এরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভালবাসাতে যেন তোমার সন্তানের উন্নতি আবদ্ধ না থাকে। কিন্তু পুতুল, পশু পক্ষী প্রভৃতিতে বালকের ভালবাসা সর্ব্ব প্রথম ধাবিত হয়। আমাদের বাড়ীতে ঐ যে পায়রাগুলি আছে, উহারা সুকুমার সুকুমারীর বড় প্রিয় বন্ধু।

ম। তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি দেখিয়াছি আমাদের দেশের একজন বিধবা স্ত্রীলোক সমস্ত দিনই তাহার দুটী বিড়ালের সেবাতে কাটাইত। তাহাকে ডাকিলেও অন্য কোন ভাল কাজে অথবা কাহারও বিপদের দিনে পাওয়া যাইত না। ছেলে মেয়ের পুতুলের উপর ভালবাসা অতি স্বাভাবিক, এইখানে ভাল বাসার সূত্রপাত হয়। কাহারও বা ঐরূপ নিম্নশ্রেণীর ভালবাসাতে চিরজীবন কাটিয়া যায়, কেহ বা শিক্ষাগুণে শৈশবের ক্রীড়াদ্রব্য হইতে নিজের ভালবাসাকে ভগবানের প্রেমে পরিণত করে।

সু। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা দ্বারা ঐ ভালবাসাকে ভাই ভগ্নীর ভিতর দিয়া, পিতামাতার ভিতর দিয়া, প্রতিবেশীগণের মধ্য দিয়া, নিজ পল্লী, গ্রাম ও স্বদেশীয় লোকদের ভিতর দিয়া লোকানুরাগে পরিণত করা যাইতে পারে। মানবের সহিত উদার ভ্রাতৃভাব স্থাপনের মূলমন্ত্র ঐ পুতুলের প্রতি

ভালবাসায় লুকাইয়া আছে। কোথাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, কোথায় হয় না। আবার এই ভালবাসা প্রেমের আকার ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র পিপিলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের কল্যাণবিধাতা পরমেশ্বরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়। তাই বলি, ভাল বাসিয়া ভালবাসা শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা উচ্চতর উপায় আর কিছুই নাই।

দশম অধ্যায়।

সরলা সুবোধচন্দ্রের সহিত আলাপাদি দ্বারা যে সকল সত্য লাভ করিতেছেন, তাহা পূর্ণরূপে না পারিলেও যথাশক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রাণের সন্তান গুলিকে নিজেদের আশানুরূপ পথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের ভাবী কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বালস্বভাবসুলভ যে সকল ত্রুটি শিশুজীবনে ঘটিয়া থাকে, সুকুমার ও সুকুমারী সে সকল অপরাধ হইতে সম্পুর্ণরূপে মুক্ত না হইলেও অনেক পরিমাণে নিরাপদ।

সুকুমারী এখন এত বড় হইয়াছে যে সময়ে সময়ে ভাইবো'নে কলহ হইয়া থাকে। কিন্তু ভাইবো'নে কখন মারামারি করে না। বড় বেশী অসদ্ভাব হইলে তাহা জননীর কর্ণগোচর হয়। উভয়ের যাহা কিছু বলিবার থাকে, জননী তাহা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া পরে যাহাকে যেরূপ করিতে বলেন সে সেইরূপ করে। কোন দিন হয়ত ছোট বো'নটিকে তিরস্কার জন্য সুকুমারকে মিষ্ট ভর্ৎসনা শুনিতে হয়, কোন দিন বা কোন খেলার দ্রব্য কাড়িয়া

লওয়াতে অথবা ছোট ভগ্নীকে খেলায় যোগ দিতে না দেওয়াতে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে ও তাহাকে আদর করিতে হয়। আবার সুকুমারীও অনেক সময় না বুঝিয়া দাদার উপর অনেক অত্যাচার করে। সরলা সময় সময় এই সকল ঘটনার ভিতর পড়িয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান স্থির করিতে পারেন না। যে দিন পুত্রকন্যার কাহাকেও অন্যায়রূপে তিরস্কার করেন, সে দিন নিজেই অশান্তি ভোগ করেন। কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ নানাপ্রকার বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া ইহাদের ক্ষুদ্র জীবনের স্রোতঃ সৎপথেই ধাবিত হইয়াছে। এমন সময়ে একদিন ক্ষুদ্র বালিকা সুকুমারী সহসা ছাতের উপর হইতে নামিতে নামিতে পড়িয়া গিয়াছে। পড়িয়া যাওয়াতে তাহার কোমল অঙ্গের নানাস্থানে আঘাত লাগিয়াছে। একখানি ইটের কোনে লাগিয়া তাহার দাড়ি কাটিয়া অবিরল ধারে শোণিতপাত হইতেছে। নিকটে আর কেহ ছিল না। কেবল সুকুমার আগে আগে ছাত হইতে নামিয়া আসিতেছিল। সুকুমারী পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে না উঠিতে সুকুমার চমকিত হইয়া পশ্চাৎ তাকাইয়া দেখিল, সুকুমারী পড়িয়া গিয়াছে। দৌড়িয়া তাহাকে তুলিতে গেল। তুলিতে গিয়া দেখিল যে তাহার সমস্ত শরীর রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। সুকুমার চিৎকার করিয়া মাকে ডাকিয়া বলিল "ও মা, খুকি পড়ে গেছে, রক্তে ভেসে গেল।" সুবোধচন্দ্র গৃহের ভিতরে বসিয়া লেখা পড়া করিতেছিলেন। সহসা ক্রন্দন ও সুকুমারের চিৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া বাহিরে আসিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন ছাতের সিঁড়ির নীচে সুকুমারী রক্তাক্ত হইয়া কাঁদিতেছে আর সুকুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সরলা

রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, এসকল ব্যাপার কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুবোধচন্দ্র শীঘ্র আসিতে বলায়, তিনি রন্ধনশালা হইতে বাহির হইতে না হইতে বুঝিতে পারিলেন যে ব্যাপারটা একটু গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তখন তিনি আরও সত্বর পদে আসিয়া দেখেন, তাঁহার শিশু কন্যা রক্তে ভাসিতেছে। তখন তিনি অধীর হইয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। সুবোধচন্দ্র জল আনিয়া তাহার ক্ষতস্থান ধৌত করিতেছেন আর বলিতেছেন "সুকুমার কোথায় গেল? সেকি খুকিকে ফেলে দিলে?" সরলা সন্দিগ্ধ মনে কন্যাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদু আমার, কি ক'রে লাগ্‌ল?" যখন সে বালিকা ভগ্নস্বরে বলিতেছে "পা ফস্‌কে পড়েগিছি" তখন সুকুমার হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া আসিল। সুবোধচন্দ্র ও সরলা দুইজনেই দেখিলেন সুকুমার কতকগুলা কি হাতে লইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। নিমেষ মধ্যে সুকুমার নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবা এই গাঁদা ফুলের পাতা এনিছি, থেঁতো করে কাটার মুখে লাগাইয়া দাও, এখনই রক্ত পড়া বন্ধ হবে।" দুই জনেই অবাক হইয়া সন্তানের মুখের দিকে একটীবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন। সরলা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি খুকিকে ঘরে নিয়ে এস।" সুকুমারকে বলিলেন "বাবা খুকির বিছানা করে দাওগে।" এমন সময়ে ঝিকে বাজার হইতে আসিতে দেখিয়া সরলা তাহাকেই বিছানা করিয়া দিতে বলিয়া, গাঁদা ফুলের পাতা থেঁতো করিতে গেলেন। সুকুমার মায়ের সঙ্গে গেল। গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া একটু ফর্‌সা নেকড়া লইয়া আবার মায়ের নিকট উপস্থিত হইল। সরলা ঔষধ

প্রস্তুত করিয়াছেন, শীঘ্র শীঘ্র ক্ষতস্থানে ঔষধ দেওয়া হইল। অত্যল্পকাল মধ্যে শোণিতপাত বন্ধ হইল। বালিকা ঘুমাইল। সরলা পূর্ব্বে তাঁহার মায়ের নিকট হইতে গাঁদা ফুলের পাতার উপকারিতা শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিপদের সময়ে জানা ঔষধও স্মরণ হইল না। বালক সুকুমার যে খুকিকে পড়িতে দেখিয়া দৌড়িয়া ঔষধ আনিতে গিয়াছিল, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে মনে মনে সন্তানের সদ্ভাব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনেক প্রশংসা করিয়া, তাহাকে তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ কিছু খেলিবার দ্রব্য কিনিয়া দিলেন। এই পুরস্কার দিবার সময়ে সুবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সুকুমার তুমি কি করিয়া শিখিলে যে গাঁদার পাতায় কাটা ঘা যোড়া লাগে? তখন বালক বলিল "বা, তুমি জাননা, সেদিন যে বল্লুম সুরেশ ছুরিতে হাত কাটিয়াছিল, তাহার মা গাঁদার পাতা দিয়া বাঁধিয়া দিবামাত্র রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া গেল। আমি সেই দিন শিখিলাম, কাটার ঔষধ গাঁদা পাতা।" * সুবোধচন্দ্র এই কথা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলেন এবং সুকুমারের উৎসাহপূর্ণ মুখে বার বার স্নেহচুম্বন দিলেন।

এই ভাবে কিছুকাল চলিয়াছে। সুকুমারী সর্ব্বদা দাদাকে অনুকরণ করিয়া চলে। সুবোধচন্দ্র ও সরলা নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা সন্তানদিগকে লেখা পড়া ও জ্ঞানে উন্নত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাহাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, ভীরুতা ও নানাপ্রকার নীচ ভাব হইতে তাহাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া, তাহাদের মনের

* এরূপ ঘটনা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

সহ্যশক্তি, হৃদয়ের ভালবাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলিকে বিবিধ উপায়ে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া, তাহাদিগের মনুষ্যত্বলাভের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে, মানবের উচ্চতর লক্ষ্যের উপযুক্ত জীবন গঠনের পক্ষে, সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহারাও সৌভাগ্যবশতঃ অপেক্ষাকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতামাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত ও সুরক্ষিত হইয়া পরম লাভে লাভবান হইতে লাগিল।

এই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পর সরলা সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ সে দিন কেবল ভালবাসা সম্বন্ধে আলাপ করিলে, কিন্তু পরীক্ষার দিন পড়িলে এই ভালবাসাকে রক্ষা করা ও যথাবিধি ইহার প্রয়োগ দ্বারা জীবনকে ধন্য করিতে পারার উপযুক্ত সঙ্কেত সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলাপ করিলে বোধ হয় আমার এবং এই ছেলে মেয়েদের বিশেষ উপকার হইত।

সু। ভালবাসা ভিন্ন ভিন্ন আকারে কিরূপভাবে কাজ করে এবং তাহাতে কিরূপ ফল হয়, তাহা তোমাকে সে দিন বলিয়াছি, তবে ঘোর পরীক্ষার দিনে অথবা জীবনের চিরসঙ্গী অশান্তিকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতরে ভালবাসাপূর্ণ অন্তরে নিরন্তর জীবন পথে চলিতে হইলে, ধৈর্য্যশীল লোক হওয়া আবশ্যক। ভালবাসা থাকিলেও চঞ্চল ব্যক্তি অনেক সময়ে আত্মসংযমের অভাবে সমস্তই অনিষ্টকর করিয়া তুলেন। প্রেমে উৎসাহ ও আশাকে যেমন বৃদ্ধি করিবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে শান্তভাবে স্থির চিত্তে সকল বিষয় চিন্তা করিবার মত ধীরতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। চঞ্চলতাতে প্রতিভা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। চিত্তচাঞ্চল্য নিবন্ধন অনেক গুণসম্পন্ন লোকও উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারিল না, আবার সম-

গুণসম্পন্ন লোক দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অথবা নিরন্ন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ধীর ও শান্তস্বভাবগুণে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন।

ম। দুই একজনের নাম কর না, শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।

সুবোধচন্দ্র বলিলেন রিচার্ড আর্করাইট্‌ নামক এক ইংরাজ যুবক নাপিতের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অতি দীন ভাবে তাঁহাকে দিনাতিপাত করিতে হইত। তিনি অতি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়, তিনি একদিন তাহাই চিন্তা করিতে ছিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল যে, সকলে এক পেনী লইয়া কাজ করে, তিনি আদ পেনী লইয়া কাজ করিলে কিছু লাভ হইতে পারে। যে দিন অর্দ্ধ পেনীর বিজ্ঞাপন দিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার নিকট অনেক লোক আসিতে লাগিল এবং তিনি অল্পদিন মধ্যে অন্যের বিরাগভাজন হইয়াও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া পরচুলের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহার বেশ আয় হইতে লাগিল। অল্প সময় মধ্যে আরও কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিলেন। কিছুদিন একটু সচ্ছলভাবে চলিল। কিন্তু আর্করাইটের কোনরূপ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না থাকিলেও তিনি উচ্চস্তর বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাই অলসভাবে দিন কাটাইতে পারিলেন না। তিনি যখন শুনিলেন যে তুলা হইতে অল্প সময় মধ্যে যথেষ্ট সূতা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কল না থাকায়, অধিক সংখ্যক বস্ত্র বয়ন হইতেছে না, তখনই তাঁহার ইচ্ছা হইল যে একবার ঐরূপ একটী কল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখেন। এইরূপ চেষ্টা

করিতে গিয়া তাঁহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া আসিল। সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ নিঃশেষ হইয়া গেল। অর্থাভাব নিবন্ধন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুরূপ আয়োজন করাও ক্রমশ কঠিন হইয়া পড়িল। তিনি, একদিকে দারিদ্র, অন্য দিকে সংসারের লোকের সুখ সমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য ও তদ্বারা নিজের ভাবী উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণ-পন চেষ্টা, এই উভয় পরীক্ষার ভিতর পড়িয়া বড়ই ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার স্ত্রী দারিদ্রের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া আর্করাইটের কল প্রস্তুতের জন্য যে সকল বস্তু সংগৃহিত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত একদিন ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আর্করাইট্ এই ঘটনাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত অত্যন্ত কলহ হইল। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। এক্ষণে আর্করাইট্ একাকী মনের সুখে আপনার গম্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহার চেষ্টা সুফল প্রসব করিল। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত কলকে সর্ব্বতোভাবে কার্য্যোপযোগী বলিয়া কোন এক কোম্পানীকে বুঝাইয়া দিবামাত্র তাহারা তাঁহার সহিত একত্রে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে ধনবান লোক হইয়া উঠিলেন। কয়েক বৎসর শান্তভাবে সকল প্রকার সাংসারিক ক্লেশ ও অশান্তি সহ্য করিয়া তিনি যে কার্য্যে সফলকাম হইলেন, তাহাতে তাঁহার ও মানব সমা-জের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইল। এই আবিষ্কারে তিনি কোটী কোটী মুদ্রার অধিকারী হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার শ্রমের বিশেষ পুরস্কারস্বরূপ তিনি ইংলণ্ডের রাজাকর্ত্তৃক 'স্যার' এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্যার রিচার্ড আর্করাইট্ নামে অবিহিত হইয়া-ছিলেন। অশান্তির মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রণা, দুঃখের তীব্র কশাঘাত

ও দারিদ্রের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা একত্র হইয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি কেমন শান্ত ও ধীর হইলে, আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে, একবার বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ।

সরলা বলিলেন, "তাই ত যাহার কষ্টে স্রষ্টে দিনাতিপাত করাও ভারবহ হইয়াছিল, সে ব্যক্তি নিজ শ্রমগুণে এত টাকা উপার্জ্জন করিলেন! বাস্তবিকই সহিষ্ণুতার এটী একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। আচ্ছা চরিতাবলীতে ওরূপ অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে? সুকুমার ঘুমাইবে বলিয়া শয়ন করিয়াছিল, কিন্তু গল্পে আকৃষ্ট হইয়া ঘুমাইতে পারে নাই, শয্যাতে শয়ন করিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে পিতা মাতার আলাপ শুনিতেছিল, এক্ষণে বলিল "বাবা, চরিতাবলীতে আর্করাইটের গল্প আছে?"

সু। চরিতাবলীতে ডুবাল, উইলিয়ম রস্কো এবং এইরূপ অনেক দরিদ্র লোকের উন্নতির কথা লেখা আছে। চরিতাবলীতে কেবল গরিব বালকদের বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বড় লোক হওয়ার কথা লেখা আছে। আর্করাইটের কথা নাই।

ছে। সে দিন সেই যে আমাদের দেশের একজন বড়লোকের কথা তুমি বলিয়াছিলে, তিনিও কি গরিবের ছেলে?

সু। কার কথা আমার ত স্মরণ নাই। নাম মনে আছে?

ছে। সেই যে তুমি বলিলে, তিনি হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন।

সু। হাঁ আমার মনে হয়েছে। জজ দ্বারকানাথ মিত্রের কথা।

স। জজ দ্বারিক মিত্তির কি গরিবের ছেলে ছিলেন?

সু। একবারে গরিব না হইলেও খুব সম্পন্ন ঘরের ছেলেও ছিলেন না, তাঁহার পিতা তাঁহার লেখা পড়া শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ অনেক

লোক জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, যাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র বা পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক।

আমাদের গরিবের দেশ। ধনী ধন ভিন্ন অন্য বিষয়ে প্রায়ই বড় লোক হয় না। চরিত্র ধর্ম্ম ও সাধুতাতে এদেশের ধনী লোক অলঙ্কৃত এরূপ দৃষ্টান্ত থাকিলেও থাকিতে পারে, এবং অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ খ্যাতনামা লোকই দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল আত্ম-চেষ্টায় ও তদুপরি বিধাতার কৃপাদৃষ্টি পতিত হওয়ায় জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

ছে। বাবা, কে কে বল না, আমি শুনব।

স্ব। পরলোকগত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি দরিদ্রের সন্তান। সময়ে সময়ে এমন অবস্থায় তাঁহার দিন কাটিয়াছে যে অর্থাভাবে উপবাস করিবার উপক্রম হইয়াছিল। কেবল শ্রম ও অধ্যাবসায় গুণে সেই দরিদ্র যুবক স্বদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহার মত স্বাধীনচেতা সুলেখক অতি অল্পই হয়। মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত একজন দরিদ্রের সন্তান। তাঁহার পিতার তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইবার সামর্থ ছিল না। একজন আত্মীয়ের সাহায্যে কিছুদিন মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। যে শিক্ষাগুণে তিনি চারুপাঠ তিন ভাগ, ধর্ম্মনীতি, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধের বিচার প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে বিদ্যা তিনি নিজ অধ্যবসায়গুণে গৃহে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যেসকল গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সে

সমুদায় তাঁহার অক্ষয় নামকে চিরকাল অক্ষত রাখিবে। যে সকল লোক বঙ্গভাষাকে পুষ্ট ও উন্নত করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের প্রধানতম একজন, অথচ তিনি গরিবের ছেলে।

স। তুমিই না একদিন গল্প করেছিলে যে, শ্যামাচরণ সরকারও * গরিব হইয়া, পরের গৃহে শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

সু। হাঁ, আমি তোমাকে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কথা বলিয়াছিলাম, হিন্দু দায়ভাগ সম্বন্ধে তিনি এক অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং বহুকাল ধরিয়া হাইকোর্টের দোভাষী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার অসুবিধা সহ্য করিয়া সময়ে সময়ে যৎসামান্য খাদ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যত্নবান ছিলেন, তাঁহার সহ্যশক্তি ও শান্ত স্বভাবই তাঁহাকে জীবনে জয়ী করিয়াছিল।

ছে। বাবা গরিব হয়ে এত উন্নতি লোক কি করিয়া করে? আমি খুব মন দিয়ে পড়্‌লে কি ঐরকম উন্নতি কর্‌তে পার্‌ব?

স। বাবা, তোমাকে আমরা যে সকল উপদেশ দিতেছি, তুমি সেইমত চলিলে, লেখা পড়া শিখিয়া উন্নতি করিতে পারিবে। যে সকল গুণে ঐসকল লোক বড় লোক হইয়াছিলেন, সেই সকল গুণসম্পন্ন হইতে প্রথম চেষ্টা করা উচিত।

ছে। মা, কি কি গুণ থাকিলে ঐরূপ লোক হওয়া যায় বলনা।

স। ঐত শুনিলে বেশ শান্তভাবে সকল প্রকার অসুবিধা সহ্য করিয়া দৃঢ়তার সহিত লেখা পড়া শিক্ষা করিতে হইবে। সরল

* Late Interpreter High Court.

ও বিনয়ী লোক হইতে হইবে। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে ও সত্য পথে চলিতেই হইবে। শূন্য মনে, অলস ভাবে, এক মুহূর্ত্তও কাটাইবে না। উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে সর্ব্বদা কিছু না কিছু উন্নতি সাধনে কিম্বা কোন প্রকার সৎকাজে নিযুক্ত থাকিবে। তাহা হইলে উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিবে। আমরাও তোমাকে দেখিয়া কত সুখ অনুভব করিব।

ছে। বাবা,আরও গল্প বল না। আমার বড় শুনতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

সু। (সরলার দিকে তাকাইয়া) তুমি বোধ হয় রমাপ্রসাদ সেন কবিরাজের নাম শুনিয়াছ ?

স। হাঁ, তিনি ত অনেক গরিব ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, বিনা পয়সায় অনেক গরিব লোকদের চিকিৎসা করিতেন। তিনি বড় সদাশয় লোক ছিলেন, না ?

সু। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার বাল্যজীবন অতি আশ্চর্য্য ঘটনাবলীতে পূর্ণ।

ছে। বাবা, তিনি ছেলে বেলা কি করিতেন, বল না ?

সু। যখন বালক, তখনই পিতৃমাতৃহীন হইয়া পরের গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কথিত আছে তাঁহার পিতৃগৃহে থাকা যখন অসম্ভব হইল, তখন মাতুলালয়ে যাইবার সময়ে পথে অর্থাভাবে অনাহারে দিন যাপন করিয়াছিলেন। এক দিন, মাতুলালয় হইতে নবদ্বীপ যাইবার সময়েই বোধ হয়, পথে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হওয়াতে মাঠের কৃষকগণের নিকট হইতে কয়েকটী কচি বেগুণ লইয়া তদ্দারায় ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া সে দিন কাটাইয়া দেন।

গ। বল কি, অনাহারে, কাঁচা বেগুণ খাইয়া, দিন কাটাইয়া শেষে এত বড় লোক হইয়াছিলেন !

সু। যাহারা বড় লোক হয়, তাহারা এইরূপ অবস্থা হইতেই উন্নতি করিয়া থাকে। আরও শুন, শুনিলে অবাক হইয়া যাইবে। তিনি যখন নবদ্বীপে আসিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন, তখন অনেক সময়ে তৈলাভাবে রাত্রিতে পড়া হইত না। সমস্ত দিন পড়াশুনা করিয়াও আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। শিক্ষালোলুপ যুবক নিত্য অধিকতর নূতন শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া স্নানের সময়ে একটু শ্রমস্বীকার করিয়া রাশীকৃত শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং রজনীতে তদ্দ্বারা আলো জ্বালিয়া তাহাতেই পড়াশুনার কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। শুষ্ক-পত্রের অভাব হইলে বহুদূর হইতেও পত্র আহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বাল্যকালে এরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করায় এই উপকার হইল যে, যখন তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইতে লাগিল, তখন সর্ব্বাগ্রে অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্র ছাত্রবর্গকে প্রতিপালন করাই জীবনের এক প্রধান কার্য্য বলিয়া স্থির করিলেন। এক্ষণকার কৃতবিদ্য লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁহার সাহায্যে মানুষ হইয়াছেন।

ছে। এত কষ্ট ক'রে লেখা পড়া শিখে লোক বড়লোক হয় ? তবে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিলে কেন পারব না ?

স। এই সকল ঘটনা শুনিলে প্রাণ একদিকে আনন্দে পূর্ণ হয়, আবার ইহাঁরা ভাল অবস্থায় পড়িলে আরও কত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, তাহা ভাবিয়া অত্যন্ত ক্লেশ হয়।

সু। তা ঠিক নহে। তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে অবস্থাপন্ন গৃহের সন্তানেরা ত ইচ্ছা করিলে উন্নতি করিয়া তদ্বারা নিজেদের জীবন স্বার্থক করিতে, ও জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন। কেন করেন'না? ভাল অবস্থায় হইলে হয় ত এ সকল লোক এরূপ উন্নতির উপযুক্ত হইতেন না। সত্য কথা এই যে আত্মচেষ্টা দেখিলে, বিধাতা তাহার উপর করুণা দৃষ্টি করেন, তাই তাঁহারই কৃপাগুণে এই সকল দরিদ্র সন্তান উত্তরকালে জনসমাজের মুখকে উজ্জ্বল করিতে সমক্ষ হইয়াছিলেন।

স। তুমি ঠিক বলিয়াছ। ছোট না হইলে বড় হওয়া যায় না। আর শান্তভাবে সকল ক্লেশ সহ্য করিতে না শিখিলে, সুখও হয় না। তাই কবি বলিয়াছিলেনঃ—

"উন্নত হইবে বলি নত হও আগে,
দুঃখের শৃঙ্খল পর সুখ অনুরাগে।"

সু। ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তীও পাচকের কার্য্য করিয়া এত দূর আত্মোন্নতি করিয়াছিলেন যে যতকাল আমাদের কলিকাতার মেডিকেল কলেজ থাকিবে, ততদিন উঁহার নাম সকলের স্মরণ থাকিবে। তিনি এখানকার একজন সুযোগ্য চিকিৎসক ছিলেন। মহাত্মা বিদ্যাসাগর অতি দীনভাবে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেক পরিচিত ও অপরিচিত লোক মধ্যবিত্ত অবস্থার পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ কেহ ঘোর দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অধ্যবসায় গুণে

জীবনে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া গিয়াছেন। আমাদের সন্তানকে মানুষ করিতে যত সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা করিব, এখন পরমেশ্বর দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের ছেলে মানুষ হয়।

একাদশ অধ্যায়।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাইভগ্নীর মধ্যে এক অতি সুন্দর প্রেমের ভাব দেখা যাইতে লাগিল, অনুরাগ ও ভালবাসার অদৃশ্য বন্ধনে সুকুমার ও সুকুমারী আবদ্ধ হইতে লাগিল। যতই দুই জন দুই জনকে ভালবাসে, ততই ভালবাসা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, তাহারা আরও তাহাতে ডুবিতেছে, আরও মিষ্ট লাগিতেছে, আরও ডুবিতেছে। এইরূপ নির্ম্মল পবিত্র ভালবাসা জগতে বিরল হইলেও আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যাহা হউক যখন এই ভাবে ইহাদের জীবনস্রোতঃ বহিয়া চলিয়াছে, তখন এই পরিবারে এক দুর্ঘটনা ঘটিল।

একদা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সুবোধচন্দ্র পুত্রসহ শিবপুরে কোন বন্ধুর ভবনে গমন করেন। গৃহে ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হয়। আসিবার সময়ে যে নৌকা খানিতে গঙ্গা পার হইতেছিলেন, সে নৌকাখানি স্রোতের বেগ সামলাইতে না পারিয়া একটা বয়াতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। সুবোধচন্দ্র পুত্রসহ জলে পড়িলেন, কিন্তু গঙ্গাবক্ষে আপনাকে রক্ষা করাই কঠিন, তাহার পর আবার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়া আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, শেষে পিতা পুত্রে অবসন্ন হইয়া পরস্পরকে

ছাড়িয়া দিলেন। কে ডুবিল কে বাঁচিল পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। রজনীতে সরলা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গিয়াছেন। প্রাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রিতে পুত্র কিম্বা স্বামী কেহ ডাকিয়াছিলেন কি না। দাসী বলিল "কই কাহারও কোন শব্দ শুনি নাই। বাবু বোধ হয় কাল রাত্রিতে সেখানেই ছিলেন, আজ সকালে আসিবেন।" ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল, সরলার মন প্রাণও চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। কি করিবেন কোন উপায় নাই। অনেকক্ষণ চিন্তাকুলচিত্তে পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শেষে অনেক বেলা হয় দেখিয়া সরলা দাসী দ্বারা সুবোধচন্দ্রের কলিকাতাবাসী কোন আত্মীয়ের নিকট সংবাদ দিলেন। তিনি আসিয়া শিবপুরের সে বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া অনুসন্ধানের জন্য তথায় গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। শিবপুরের সে বন্ধুও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মনে নানা ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি শশীবাবুকে (সুবোধচন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা) সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে গত রজনীতে প্রায় ১১টার সময়ে একখানি নৌকা পারে যাইতে যাইতে জলমগ্ন হইয়াছে, তাহাতে এক বাবু আর তাঁর এক ছেলে ছিল। ছেলেকে পাওয়া যায় নাই। বাবুকে জল-পুলিসে তুলিয়াছিল, কিন্তু বাবুর কি হইয়াছে কেহ জানে না। তখন তাঁহারা দুইজনে পুলিসে আসিলেন। তথায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে সে বাবুটী এখনও মরেন নাই, মেডিকেল

কলেজে আছেন, এখনও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই, অঘোর হইয়া পড়িয়া আছেন তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। তখন তাঁহারা দুইজনে মেডিকেল কলেজে আসিয়া সুবোধচন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একজন বাঙ্গালী ডাক্তার তাঁহাদিগকে সুবোধচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি ইনিই কি আপনাদের লোক?" দুইজনেই এক বাক্যে বলিলেন, "হাঁ ইনিই সুবোধ বাবু।"

সুবোধচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষে জল আসিল, তাঁহারা দুইজনেই সেইখানে বসিলেন। ক্ষণেক পরে তাঁহারা আস্তে আস্তে সুবোধচন্দ্রকে ডাকিলেন। সুবোধচন্দ্রের জ্বর হইয়াছে, তাঁহার শরীর উত্তপ্ত, নাড়ীর গতি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু কোন জ্ঞান নাই। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ডাক্তারেরা বলিয়াছেন "বাঁচিতে পারে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা বেশী।" অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করার পর সুবোধচন্দ্র একটীবার মাথা নাড়িয়া তাঁহাদের ডাকের উত্তর দিলেন। তখন শশীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কি বাড়ী লইয়া যাইব?" তিনি পূর্ব্ববৎ মাথা নাড়িয়া বলিলেন "হাঁ"।

তখন কর্ত্তৃপক্ষদের অনুমতি লইয়া সুবোধচন্দ্রকে পাল্‌কী করিয়া বাসায় আনা হইল। সরলা লোক পাঠাইয়া অনিমেষ নয়নে পথের দিকে তাকাইয়া আছেন। আহারাদির আয়োজন করেন নাই। কেবল মাত্র বালিকাকে দুধ খাওয়ান হইয়াছে, সংসারের আর কোন কাজই হয় নাই। তাঁহার প্রাণ যে কতপ্রকার অমঙ্গল গণনা করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না, তিনি অস্থির হইয়া পথের দিকে তাকাইতেছেন, এমন সময়ে সুবোধচন্দ্রের পাল্‌কীখানি

দ্বারে আসিল। পাল্‌কী দেখিয়া সরলার সরল প্রাণ কম্পিত হইল, বুকের ভিতর কেমন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। কি শুনিবেন, কি দেখিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না। তাঁহার পা আর চলে না, মুখের কথা বাহির করিয়া তিনি ঝিকে ডাকিতে পারিতেছেন না, তাঁহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, অবসন্ন শরীরে বসিয়া পড়িলেন। শশীবাবু নিজে ঝিকে ডাকিয়া দরজা খুলাইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ দ্বার প্রয়োজন মত প্রশস্ত থাকায় পাল্‌কী বাড়ীর ভিতর গেল। সুবোধচন্দ্রকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে না যাইতে ঝি শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে, শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেখে সরলা কাঠের পুতুলের মত বসিয়া আছেন, তখন ঝি ডাকিয়া বলিল, "মা, বাবু আসিয়াছেন, বাবুরা তাঁহাকে ধরিয়া ঘরে আনিতেছেন, উঠ, উঠিয়া এস, এমন হয়ে বসে আছ কেন? বাবু আসিয়াছেন, শুনিয়া সরলার যেন চৈতন্য হইল, তিনি উঠিতে না উঠিতে সুবোধচন্দ্রকে ঘরে আনা হইল, তখন সুবোধচন্দ্রকে দেখিয়া একটু সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। সরলা আস্তে আস্তে স্বামীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই গোলমালের ভিতর সুকুমারের কথা আর কাহারও স্মরণ নাই। শশীবাবু ও সুবোধচন্দ্রের বন্ধু দুইজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সমস্ত ঘটনা এক্ষণে গোপন রাখিবেন এবং প্রয়োজন মত অল্পে অল্পে প্রকাশ করিবেন, তাহার কারণ এই যে যদি সুকুমারকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তবে আর গোলমাল করিয়া প্রয়োজন কি? সরলা স্বামীর সেবাতে এমন ভাবে মগ্ন হইয়াছেন যে কি কারণে স্বামীর এরূপ অবস্থা হইল, কি পীড়া, এসকল কথা দেবর

শশীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেই ভুলিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যা হয় এমন সময়ে ঝি বলিল, 'মা সমস্ত দিন উপবাসে গেল, এমন করে থাক্‌লে তোমারও যে অসুখ হবে। আমি ভাতেভাত চাপাইয়া দিই, তুমি একটীবার গিয়ে কেবল ঢেলে নিয়ে খেয়ে এস, সরলা কিছুতেই পীড়িত স্বামীর শর্য্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া উঠিলেন না। কেবল মাত্র একটু দুদ খাইয়া সমভাবে সমস্ত রাত্রি স্বামীর নিকট বসিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রাতে সুবোধচন্দ্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার শরীরের সুস্থতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গৃহ গভীর শোক সাগরে ডুবিল। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া বালিকা সুকুমারী যখন বাবাকে একটু ভাল দেখিল, তখন তাহার প্রাণ যেমন একদিকে আনন্দপূর্ণ হইয়া গেল, অন্য দিকে আবার সুকুমারী বড়ই আশান্ত হইয়া উঠিল। সেই ৩।৪ বৎসরের বালিকার মনে হইতে লাগিল, তাহার কে যেন হারাইয়াছে কাহাকে যেন দেখিতে পাইবেনা, কাহার অভাবে বাড়ী যেন অন্ধকার হইয়াছে। ক্ষনেক ভাবিয়া ভাবিয়া সুকুমারী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সুকুমারী বাবাকে বলিল, 'বাবা আমার দাদা কই, তুমি এলে আমার দাদা কোথায় ?

সরলা সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন, স্মৃতি যেন বিদ্যুতের তীব্রালোকের ন্যায় তাঁহার বিস্মৃতির ঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কই, সুকুমার কই?' সরলা একটীবার জিজ্ঞাসুনেত্রে সুবোধচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন। সে তাকান বড় ভয়ানক তাকান। 'বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া আমার প্রাণাধিক তনয়কে তোমার সঙ্গে পাঠাইয়াছি, তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?' ইহাই সে দৃষ্টির অর্থ, সুবোধচন্দ্র নিরুত্তর। সরলা

বলিলেন, "তবে কি আমার বাছা নেই? আমি ভেবে ছিলাম, তোমার অসুখ হয়েছে, তাই তাকে সেখানে রেখে তুমি একা এসেছ। সে কোথায় বল না, বল না সে কোথায়?" সরলা যতই অধীর হইতেছেন, সুবোধচন্দ্রের প্রাণে ততই ত্রাসের সঞ্চার হইতেছে। কি উত্তর দিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। মনের আবেগ ও চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "যদি অত অধীর হও, অত ব্যস্ত হও, তাহলে আমি বলিব না, তাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছি। শান্তভাবে শুনিলে বলিব।" তখন সরলার প্রাণ অধীর হইলেও তিনি স্বামীর কাথায় শান্ত হইলেন। সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আমি আর সুকুমার দুইজনে গঙ্গাতে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। যেখানে নৌকা ডুবিয়া ছিল, আমি একা হ'লে সেখান হইতে সহজেই সাঁতার দিয়া ঘাটে উঠিতে পারিতাম, তাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে গিয়া আমার এই দশা হয়েছে। শেষে অবসন্ন হ'য়ে সে আমাকে ছাড়িয়া দিল, আমিও তাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমাকে কে কখন্ তুলিয়াছিল জানিতে পারি নাই, কিন্তু আমার একটু জ্ঞান থাকিতে থাকিতে বোধ হইল যেন একখান নৌকা আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া নৌকাতে তুলিয়া লইল, তাহাকে তুলিয়া লইয়া আর কিছুই দেখিল না, বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল। আমার মনে হয় সে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, এখনও পাইবার আশা আছে। যদি না পাই কি করিব। যে ঘটনাকে অমঙ্গলকর মনে করিয়া কাঁদিব, তাহা আমার তোমার নিকট অমঙ্গলকর বোধ হইলেও মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছা তাহার মধ্যে আছে এজন্যে কখনই অধীর হওয়া উচিত নহে। আমরা যতই শোক করিব ও ব্যাকুল হইব ততই ঈশ্বরবিশ্বাস চলিয়া যাইবে,

ততই মোহপরতন্ত্র হইয়া নিজ নিজ অকল্যাণ সাধন করিব। সুতরাং শোক পরিত্যাগ কর। আমি একটু ভাল হইলেই চারিদিকে সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে আনাইব; সরলা এই সংবাদে একবারে শুকাইয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষের জল শুকাইয়া গেল, হৃদয়ের সরস ও মিষ্ট ভাব ক্রমে কঠিন ও তিক্ত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি কাঁদিলেন না সত্য, কিন্তু একবারে মরমে মরিয়া গেলেন। ক্রমে তাঁহার উন্মাদ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সুবোধচন্দ্র আরোগ্য হইয়া নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও সুকুমারের সন্ধান পাইলেন না। সরলার অবস্থা দেখিয়া তিনি যেমন একদিকে প্রাণে ক্লেশ পাইতে লাগিলেন, আবার সুকুমারের সে মিষ্ট কথা, সে সরলতা, লেখা পড়া শিখিবার জন্য উৎসাহ ও ইচ্ছা, তাহার ভাবী জীবনের উন্নতির কল্পনা তাঁহার প্রাণে উদয় হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। শান্তভাবে মনের ক্লেশ ও সরলার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন; কিন্তু বালিকা সুকুমারীর চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুস্থতার লক্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। সে বালিকা সেই যে বলিয়াছিল 'বাবা আমার দাদা কই, তুমি এলে, আমার দাদা কোথায়?' এই দাদার স্মৃতি তাহার প্রসন্নতা হরণ করিল—সে সর্ব্বদাই খুঁত খুঁত করিত, সময়ে সময়ে একা বসিয়া কাঁদিত—ক্রমশঃ সে বালিকা পীড়িত হইয়া পড়িল। সুবোধচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, এই বেলা বালিকার প্রতি সমুচিত যত্ন না হইলে, বালিকা মারা যাইবে। তিনি সেই বালিকার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইলেন। সরলা অত্যন্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দ্বারা

বালিকার উপযুক্ত তত্ত্বাবধান হইতেছে না। সুবোধচন্দ্র বালিকার দিদীমাকে সংবাদ দিয়া আনাইলেন এবং তাহার জন্য একটী স্বতন্ত্র দাসী নিযুক্ত করিয়া একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে তাহার চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা একত্রে চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে একদিন প্রাতে সুবোধচন্দ্র সংবাদপত্রে দেখিলেন, এক ৮।৯ বৎসরের বালক পীড়িত হইয়া ডাক্তারখানায় রহিয়াছে। সে অত্যধিক পীড়িত বলিয়া কোন কথা ঠিক্ বলিতে পারে না। পুলিসের লোক তাহাকে পথে পাইয়া হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহার অসংলগ্ন কথাবার্ত্তায় এই পর্য্যন্ত বুঝা গিয়াছে যে তাহার বাড়ী কলিকাতায়। কাহারও সন্তান হারাইলে একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন। সুবোধচন্দ্র যেমন এই সংবাদ পাঠ করিলেন অমনি মেডিকেল কলেজে গমন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া শেষে দেখিলেন এক ঘরের এক পার্শ্বে একটী শয্যাতে শয়ন করিয়া একটী বালক ঘুমাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে সুকুমার বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু নিকটে গিয়া বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলেন যে সে সুকুমার; তবে সে শরীর নাই, সে চেহারাও নাই। একখানি শুষ্ক চর্ম্মে আবৃত সেই অস্থি কয়খানি দেখিয়া আনন্দে সুবোধচন্দ্রের চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। ধীরে ধীরে সুকুমারকে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র সুকুমার চক্ষু খুলিল। চক্ষু মেলিয়া দেখিল তাহার স্নেহময় পিতা সম্মুখে দণ্ডায়মান। সুকুমার দেখিল, চিনিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল দুই চক্ষের প্রান্তে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল। সুবোধচন্দ্র

বলিলেন, "সুকুমার বাড়ী যাবে ?" সুকুমার মাথা নাড়িয়া বলিল, "যাব।" সুবোধচন্দ্র কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া পুত্রকে গৃহে আনিলেন।

সুবোধচন্দ্র পুত্রসহ যখন গৃহ প্রবেশ করিলেন, তখন সেই শীর্ণকায়া বালিকা দাদাকে দেখিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহাই সুন্দর, বালিকা পীড়িত, শয্যাতে মিশিয়া শয়ন করিয়া আছে, কিন্তু দাদাকে দেখিয়া তাহার অর্দ্ধেক পীড়া আরোগ্য হইল। দাদাকে নিকটে আনিতে বলিল। সুকুমার জননীর শান্তিময় ও স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া জননীর শুষ্ক, অবসন্ন ও নিরাশ অন্তরে আনন্দের প্রবল স্রোতঃ প্রবাহিত করিতেছিল, ছোট বো'ন ডাকিল, বালক অমনি সেই রুগ্ন শরীরে নিজের আরাম ত্যাগ করিয়া ভগ্নীর শয্যাপার্শ্বে লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল এবং নিকটে গিয়া আদর করিয়া ছোট বো'নের মুখে বার বার চুম্বন দিল, বালিকা আদরে ও আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ক্রমে সুকুমার সুকুমারী দুইজনেই বেশ আরোগ্য হইয়া উঠিল। সুকুমার আবার পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ সহকারে লেখা পড়া করিতে লাগিল। সুকুমারীও দাদার কাছে অল্প অল্প পড়িতে শিখিতেছে। বিষন্ন পরিবারে আবার সুখ, শান্তি ও আনন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল। সরলাও আবার সুস্থ মনে সংসারের সকল প্রকার কার্য্য করিতে লাগিলেন। সুকুমারকে কে জল হইতে উঠাইয়াছিল, কে যে তাহাকে কোথা হইতে কোথায় লইয়া গিয়াছিল,

কে যে তাহার গলার হার আর হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছিল, যখন তাহার চৈতন্য হয়, তখন সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। কলিকাতা কোন্ দিকে, বাবা কোথায় গেলেন, আর কখন বাপ মার সঙ্গে দেখা হবে কিনা, তাই ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার অসুখ হইয়াছিল, সে কাহাকেও চিনিত না, কাহারও সঙ্গে কথা কহিত না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিত। অসুস্থ শরীরে পথে পড়িয়া থাকিয়া অসুখ আরও বাড়িয়া যায়। শেষে পুলিসের লোক তাহাকে ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দেয়। এখন আবার সমস্ত বেশ চলিতেছে। এমন সময়ে সরলা একদিন সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ, আরও অনেক বিষয় যে বলিবে বলিয়াছিলে, এই বেলা বল না। আর কবে বল্‌বে? ছেলে যে আট বৎসর পার হইয়া নয় বৎসরে পড়িয়াছে। পিতামাতার নিকট হইতে শিক্ষা পাইবার কাল প্রায় শেষ হইয়া আসিল।" সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা আজ সন্ধ্যার সময়ে সুকুমারকে ও তোমাকে লইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় আলাপ করিতে বসিব। যে বিপদের মধ্য দিয়া এই মাসাধিক কাল কাটিয়াছে, তাহা আমি জানি আর আমার ইষ্টদেবতা জানেন। সরলা নীরবে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সুবোধচন্দ্র আফিস হইতে আসিয়া আহারাদি শেষ করিলেন। আহারান্তে স্ত্রীপুত্র লইয়া আলাপ করিতে বসিলেন। তখন সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে ছেলেদের বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়ের কি কি এখনও বলা হয় নাই, বল দেখি।"

স। দেখ অনেক বিষয় বলা হইয়াছে, কিন্তু কিরূপে ছেলেরা পশুর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবে, কিরূপ উপায়

অবলম্বন করিলে তাহারা অঙ্গহীন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে, তাহাই আজ বেশ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

সু। একটা কথা এই স্থলে বলাই ভাল। সদ্ব্যবহার দূরের কথা। লোক লোকের উপর ও জীব জন্তুর উপর অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার ফল স্বরূপ বালকেরাও তাহার অনুকরণে অনেক নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম ব্যবহার শিক্ষা পাইয়া থাকে। কি উপায় অবলম্বন করিলে বালকেরা এই নিষ্ঠুরাচরণ শিখিতে না পারে, এবং সর্ব্বদা তাহা হইতে বিরত থাকে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই উপায় করা আবশ্যক।

ছে। বাবা, সেদিন সুরেশদের বাড়ীতে সুরেশের মামারবাড়ী হইতে অনেক ছেলে এসেছিল। সুরেশ তাদের দলে মিশে একটা পাগলকে খুব খেপাইতে ও তার গায়ে ধূলা দিতে লাগিল। আমিও উৎসাহে পড়িয়া তাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলাম, শেষে সেই পাগলটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হ'লো, আমি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশকে ঐরূপ করিতে বারণ করিলাম, সে শুনিল না, আমি, বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি ভাবিয়া আমার বড় লজ্জা ও দুঃখ হ'লো, আমি সেখান হইতে পালাইলাম।

সরলা একটু দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন "পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে তোমার কি এইরূপ শিক্ষা হইতেছে? আমি আর তোমাকে পাড়ায় যাইতে দিব না।"

সু। ও যখন নিজেই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছে, তখন আর ওকে কিছু বলিও না, বাবা, তুমি এমন কাজ আর কখন করিও

না। বেচারা পাগল হইয়াছে, তাহার বুদ্ধির ঠিক নাই, নিজেই কত কষ্ট পাইতেছে, আবার তার উপর কি ক্লেশ দিতে আছে, এ মহাপাপ! কানাকে দেখিয়া ঠাট্টা করা, খোঁড়াকে দেখিয়া পা বাঁকাইয়া হাঁটা, এসকল অতি অন্যায় কাজ, এমন কাজ কখন করিও না। ঐ সকল লোক ভাগ্য-দোষে ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, উহারাও ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, উহাদিগকে ক্লেশ দিলে, ঈশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আর একটী কথা এই যে, ঐ সকল লোককে ক্লেশ দিবে না, কেবল তাহাই নহে, উহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে। সুরেশকে ভালবাসা তোমার পক্ষে বেশ সহজ কাজ, বেশ ফুট্‌ফুটে সুন্দর ছেলে, কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়, তাকে ভালবাসা সহজ, ঐযে কুষ্ঠরোগে হাত পা খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে,তাহাকে ভালবাসা তাহার প্রতি অনুরাগ দেখান, অর্থ ও অন্ন দান করিয়া তাহার অভাব দূর করিতে চেষ্টা করাই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য। মানুষ এই সকল কাজ করিয়া মহৎ অন্তঃকরণ লাভ করে। যদি বড় লোক হইতে চাও, তবে সকলের আগে অকপট চিত্তে দীন দুঃখীকে,অন্ধ ও খঞ্জকে, মূর্খ ও নিরন্ন লোককে ভাল-বাসিতে শিক্ষা কর।

সুকুমার মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "মা, আমি দৈবাৎ খেলার ঝোঁকে সে দিন ঐ রকম ক'রেছিলাম, আমি সর্ব্বদা ওরকম করি না। আর কখনও করব না।" সরলা স্নেহভরে সন্তানের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা এমন কাজ আর কখন ক'রো না। তুমি যাও তোমার বিছানায় গিয়া শোও।"

সু। আমার কোন পরিচিত বন্ধুর এক কন্যা আট কি সাত মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার বাঁচিবার কোন আশা ছিল না। তবুও বহু যত্নে রক্ষা ও লালন পালন করায় সে বালিকা বাঁচিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জ্ঞান বুদ্ধি বিষয়ে সে বালিকার বড়ই অভাব বোধ হইতে লাগিল। যতই সে বড় হইতে লাগিল, তাহার কাজ কর্ম্ম, লেখা পড়া শিক্ষা সকলই যেন অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। সে যে পরিমাণে নিজের অপদার্থতার পরিচয় দিতে লাগিল, তাহার প্রতি সকলেই সেই পরিমাণে বিরক্ত হইতে ও তাহাকে অনাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার বড় বিষময় ফল হইল। তাহার অভাব সত্বেও, স্নেহ মমতা, ভালবাসা ও যত্নে, সে যে সকল বিষয়ে ভাল হইতে পারিত, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার তাহা হইল না। সে বলিকা ক্রমশঃ আরও অশান্ত ও দৌরাত্ম্যপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। বালিকার পিতার বিশেষ যত্নেই সে শৈশবে বাঁচিয়াছিল, বাপকেই ভালবাসার লোক বলিয়া জানিত। তিনি ভিন্ন আর সকলেই তাহাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, ক্রমে সে আরও পাগল হইয়া উঠিল। বালিকার পিতা একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু লোক, সুতরাং প্রবঞ্চণা পূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি সে কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু সহসা পাত্র উপস্থিত হইল, সমস্ত ঘটনা শুনিয়া এবং কন্যা-কর্ত্তা নিষেধ করা সত্বেও, পাত্র বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাকায় কন্যার বিবাহ হইল। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, বিবাহের

সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাগ্‌লামী, তাহার অশান্ত ভাব, সমস্ত চলিয়া গেল, সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম যত্নের সহিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিবাহিত জীবনের সকল প্রকার দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিয়া বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেছে। অযত্ন; উপেক্ষা, কর্কশ ভাষা ও নিষ্ঠুর ব্যবহার যখন সুস্থ মানুষকে পাগল করে, তখন অল্পাধিক পরিমাণে যে পাগল, সে এরূপ ব্যবহারের ভিতর পড়িলে কিরূপ বস্তু হয় ভাবিয়া দেখ।

স। আমার বাপের বাড়ীর নিকটে যে বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ী আছে, যান? তারা বড় ভাল লোক। তাদের এক ছেলে হ'য়ে সূতিকাগৃহেই চক্ষের পীড়াতে একবারে অন্ধ হয়। সে ছেলে ক্রমে বড় হইতে লাগিল। অনেক ভাল ভাল ডাক্তারে দেখিল, কিছুতেই আরাম করিতে পারিল না। বাড়ীর লোকেরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, তুমি শুনিলে, অবাক হইয়া যাইবে। শৈশবকাল কেবল চিকিৎসাতে কাটিয়া যায়। বাল্যকালে তাহার মনের শান্তি বিধানের জন্য বাড়ীর সকলে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী প্রভৃতি গৃহের সকলেই যেন সেই বালকের আজ্ঞাবহ দাস দাসীর ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। তাহার শিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে, উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। বালক নিজের চেষ্টাতেই কেবল শিক্ষকের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিল। প্রবীণ বৃদ্ধ পিতা সন্তানের মনের শান্তি বিধানের জন্য, গ্রামে বালিকা

বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাহার সম্পাদকীয় ভার নিজে গ্রহণ করিলেন। নিজ ভবনে এক সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্ধ পুত্রের উপর তাহার কার্য্য ভার অর্পণ করিয়াছেন, তিনি গ্রামের লোকদের পাঠে প্রবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষ ভাবে স্ত্রীলোকদের পড়া শুনা ও জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা হইতে লাগিল। এই অন্ধ সন্তান নিজে অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর ও সুললিত। এই অন্ধের বয়ঃক্রম এক্ষণে ২৭।২৮ বৎসর হইবে। গ্রামে যত প্রকার সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়া থাকে, এই অন্ধ যুবক তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মূলে আছেন।

সু। এক ব্যক্তির অঙ্গহীনতা নিবন্ধন যে মনক্ষোভ ও অশান্তি, তাহা দূর করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হয়। তুমি আজ আমাকে যে সংবাদ দিলে, ইহা শুনিয়া আমার বিশেষ উপকার হইল। বাস্তবিক ইহাই সদুপায় বটে। কেবল তাহাই নহে, এরূপ সদুপায় অবলম্বন করিলে, সেরূপ ব্যক্তি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন একজন লোকাপেক্ষা শত সহস্রগুণে নিজেরও জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া কৃতার্থ হন। এখন ভাবিয়া দেখ, কি পরিমাণ সহ্যশক্তি থাকিলে ও অন্যকে সুখী করিবার বাসনা কত প্রবল হইলে, লোক এই সকল পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

ছে। বাবা সে বাবুর দুটী চক্ষু নাই, তবে এত লেখা পড়া কি করিয়া শিখিলেন?

পি। একজন পড়ে যায়, আর তিনি তাই শুনে একবারে মুখস্থ করিয়া ফেলেন।

ছে। যত বই পড়েছেন, সব তাঁর আগাগোড়া মনে আছে ?

পি। হাঁ আছে।

ছে। আশ্চর্য্য ক্ষমতা। আমার ইচ্ছা হয় আমি ঐরকম করি।

পি। চেষ্টা কর, তুমিও পারিবে।

স। তুমি আমাকে এত বিষয়ে উপদেশ দিলে, কিন্তু কিরূপে সন্তান সত্যবাদী লোক হইবে। কি উপায় অবলম্বন করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সত্যকে বেশী আদর করিতে শিখিবে, তাহা আমাকে বলিলে না ? আমার সুকুমার যদিও মিথ্যা বলে না, কোন অন্যায় কাজ করিলে, তাহা স্বীকার করে, কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, অন্যায় পথে চলা, অন্যায় কাজ করা এবং তাহা গোপন করিয়া বাহিরে সাধুতার ভান করিতে শিক্ষা করা, বালক বালিকার পক্ষে, বালক বালিকার পক্ষে কেন, প্রবীণের পক্ষেও যেন স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কেন এমন হইল বুঝি না। আমাকে বলিতে পার, সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া সত্যের পথে চলা, সত্য কথা বলা, সাধুলোক হওয়া এত কঠিন হইল কেন ?

সু। আমাদের দোষ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এমন অনেক ভাব আছে যাহা পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় পুরুষানুক্রমে আমাদের জীবনের উপর রাজত্ব করিতেছে। বহুকাল ধরিয়া সুশিক্ষার প্রবাহের ভিতরেও যে মলিন ভাব অলক্ষিত ভাবে রহিয়াছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও তৎপরে আমরা তদ্দ্বারা অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছি, তাহারই বিষময় ফল এই হইতেছে যে আমাদের গৃহে লালিত পালিত সন্তানেরা সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হইতে পারিতেছে না। এক

পরিবারের ন্যায় আবার এক সামাজিক জীবনের হাওয়ার ভিতর যে সন্তানেরা বর্দ্ধিত হয়,তাহারাও সেইরূপ সামাজিক জীবনের ভাল মন্দ সকল ভাবই পাইয়া থাকে। আমরা যদি বাস্তবিকই ধার্ম্মিক লোক হই,সত্যকে যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর করিতে পারি। আমাদের সমাজ যদি মানব জীবনকে বড় করিয়া দিবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের গৃহে আমাদের সমাজে যাহারা মানুষ হইবে, তাহারা অবশ্যই সৎলোক হইবে। ধর্ম্মভাবসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ও ধর্ম্মভাবসম্পন্ন সমাজে বর্দ্ধিত হওয়া পরম সৌভাগ্য। এই-খানে আমি তোমাকে কয়েকটী প্রকৃত ঘটনা বলি শুন।

স। গল্পের দ্বারা মনের ভাব সকল বড় পরিস্কার বুঝা যায়। তুমি বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

সু। আমাদের দেশে একজন সাধু লোক আছেন। ইনি আদা-লতে দাঁড়াইয়া পৈতৃক ঋণ অস্বীকার করিলেই, তাঁহার সমস্ত জমিদারী ও অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষা পায়, আর ঋণ স্বীকার করিলে তৎপর দিন তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হয়। আজ রাজা, সত্যের অনুরোধে কাল ভিখারী হইতেই তিনি সম্মত হইলেন। চারিদিকে মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল। সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি নিজের ভাবী বিপদ জানিয়াও অতুল বিভবের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সত্যই বলিলেন। সত্য বলিয়া শেষে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাস্ত-বিকই তিনি ভিখারীর ন্যায় দিন যাপন করিয়া আবার এখন সর্ব্ববিধ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন।

স। ইনি কে বলনা?

সু। ইনি———।

স। আমিও তাই মনে করিতেছিলাম।

সু। পৃথিবী ঘুরিতেছে, এই সত্য অস্বীকার করিলেই গ্যালিলিও প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইতে অব্যাহতি পাইতেন, কিন্তু সত্যের সেবক গ্যালিলিও যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা অকুতোভয়ে স্বীকার করিলেন এবং সত্যের মান রক্ষা করিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইলেন না। পুরুষ-প্রবর সক্রেটিস্ নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুরোধে গরল পান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স। বাস্তবিক সত্যকে প্রাণের এইরূপ প্রিয়বস্তু করিতে না পারিলে মানব জন্ম লাভ করা স্বার্থক হয় না।

সু। এ ত বড় বড় ব্যাপার, আমরা সামান্য সামান্য বিষয়ে কত ছোট ও কিরূপ নীচ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকি শুন। একজন ভদ্রলোক এক মালীর নিকট ফুলের কলম ক্রয় করিতেছিলেন, সেখানে তাঁহার সন্তানেরা উপস্থিত ছিল। এমন সময়ে তাঁহার এক বন্ধু সেই স্থানে আসিলেন। ফুলের কলমগুলিকে বেশ সুন্দর ও সুলভ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন এই সকল ফুলের কলম এ মালী কোথা হইতে পাইল। বোধ হয় কোন বাগান হইতে চুরি করিয়া বিক্রয় করিতেছে, ক্রেতা বলিলেন, তা না হ'লে কি ক'রে এত সস্তা দিবে?" তখন সেই বাবু বলিলেন, "দেখুন আমার মনে হয়, এই সকল লোকের নিকট ফুলের গাছ ক্রয় করিয়া ইহাদের চৌর্য্যবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনও উচিত নহে।" তখন আবার সেই প্রথমোক্ত বাবু বলিলেন, "ও চুরি করিয়াছে

কি না, তাহা আমার দেখিবার প্রয়োজন কি? আমি পয়সা দিয়া ক্রয় করিব।" তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া বন্ধুর সহিত তাঁহার আলাপ শুনিল, তাহারা বুঝিল যে, চুরি করা দ্রব্য ক্রয় করিয়া চোরকে উৎসাহ দিতে তাদের বাবার কোন আপত্তি নাই। তখন তাহারা কি শিখিল?

স। তাহারা বুঝিল যে সুবিধামত অল্প মূল্যে অপহৃত কোন বহুমূল্য বস্তু বা কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইলে ক্রয় করিতে কোন আপত্তি নাই, এরূপ ব্যবহার দ্বারা চোরকে উৎসাহ দিতে কোন বাধা নাই। এইরূপে জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে ন্যায় ও সত্যের যে মান রক্ষা হয় না, ইহাই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষানীতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

সু। সেদিন শুনিলাম আমাদের রমেশ বাবুর বাড়ীতে কোন একজন বন্ধু আসিয়াছিলেন। তিনি রমেশ বাবুর ভৃত্যের কার্য্য নিপুণতা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে সেখানে কত বেতন পায়। সে তাঁহাকে জানাইল যে সে সেখানে সাত টাকা বেতন পায়। তখন রমেশ বাবুর বন্ধু তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমার মত একটী লোক চাই, বেতন সাড়েসাত কি আট টাকা দিতে পারি। আমাকে একটী লোক দিতে পার?" তখন সে ব্যক্তি বলিল, "আচ্ছা দেখিব।" এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে সেই ভৃত্য রমেশবাবুর গৃহের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাটীতে গেল। তিনি তাহাকে রাখিলেন! যখন তাঁহার

বালকেরা জানিতে পারিল যে ঐ ভৃত্য বিনা কারণে তাহাদের পিতার প্ররোচনায় পূর্ব্ব প্রভুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেন অন্যের অনিষ্ট করিতে শিখিবে না ?

স। এখন আমার বোধ হইতেছে নিজেরা বিবেকের পরামর্শে ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া, ন্যায়ের পথ অনুসরণ করিতে না পারিলে আর নিস্তার নাই। বিবেক, ধর্ম্মবুদ্ধি, সত্যানুষ্ঠান ও নিষ্ঠার ভাব দ্বারা চালিত হইয়া অন্যের প্রতি অপক্ষপাত বিচার করিতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকাই ধার্ম্মিক লোকের প্রধান লক্ষণ।

সু। আমাদের দেশে পূর্ব্বে তাহাই ছিল বটে, কিন্তু এখন লক্ষণ একটু ভিন্ন প্রকারের হইয়াছে, লক্ষণ অনেক রকম আছে। লক্ষণ দেখিয়া বিচার করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর সকল সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াও চরিত্রটা দুর্গন্ধময় নরককুণ্ড,এমন লোক ত সর্ব্বদাই দেখা যায়। তাহারা তাদের সন্তানদের আরও সর্ব্বনাশ করিতেছে। এইরূপ বিসদৃশ ভাবাপন্ন পরিবারের সন্তানেরা বড় ভয়ানক লোক হইয়া উঠে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উশৃঙ্খল হয়। তাহাদের দ্বারাই সমাজের অশেষঅকল্যাণ সাধিত হয়।

স। সকল লোক কি আর এক রকম, তাহ'লে কি আর সমাজের শৃঙ্খলা যতটুকু আছে,তা আর থাকিত।

সু। সে সকল লোক ঐরূপ হইলে সমাজ রক্ষা পাইত না। ইহাদের অপেক্ষা সৎলোকের সংখ্যাই অধিক, কিন্তু তাহাদেরও আবার অনেক রোগ।

স। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সৎলোক, আবার তাঁদের অনেক রোগ, ইহার অর্থ কি ?

সু। সাধুসজ্জনে সহসা কোন একটা অন্যায় কাজ করিলে, তৎক্ষণাৎ আত্মদোষ অনুসন্ধান করিয়া আত্মনিগ্রহে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এশ্রেণীর লোকের সংখ্যা বড় অল্প। অধিকাংশ লোকই এমন ভাবে জীবনযাপন করেন, যেন তাঁহারা এজীবনের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য কাহারও নিকট দায়ী নহেন। ইহারা কোন একটা অন্যায় কাজ করিলে আত্মপক্ষ সমর্থন, আত্মদোষ লঘূ করিতে ও তদ্বারা সহজে আত্মগ্লানির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে প্রয়াস পান।

স। তাতে দোষ কি ? যদি চিন্তা করিয়া দেখেন যে, সে ঘটনাতে তিনি তেমন দোষী নহেন।

সু। নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনার উত্তেজিত বিবেককে শান্ত করিতে যাওয়া, নানাপ্রকার যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ধর্ম্মবুদ্ধিকে অম্লান রাখিতে চেষ্টা করা এবং তদ্বারা আত্মপ্রতারণা করা অতি অন্যায় কর্ম্ম—অধর্ম্ম। তাই বলিতেছিলাম সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতার অনন্ত আধার পরমেশ্বরে সন্তানদের বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দিতে হইলে, নিজেরা ধর্ম্মগত প্রাণ, ন্যায়ানুষ্ঠানরত ও সদাচারী লোক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সন্তানগণকে সত্য শিক্ষা দিবার এই হইল প্রথম ও প্রধান উপায় একথা নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ইতিপূর্ব্বে তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। তৎপরে আর যে সকল উপায় আছে তাহাও বলিতেছি। মনে কর ছেলে অনেক সময়ে অনেক অন্যায় কাজ করে। অন্যায় কাজ

করিয়া অনেক সময়, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, কি বৃদ্ধ কি বালক, সকলেই কোন না কোন প্রকার দণ্ড পাইবার ভয়েতে অস্বীকার করে। এই মিথ্যাচরণ হইতে বালক-বালিকাদিগকে রক্ষা করার সহজ উপায় এই যে তাহা-দিগকে দণ্ড দিবার সময়ে তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে যিনি দণ্ড দিতেছেন তিনি তাহার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাতে স্নেহ মমতা আছে, তাঁহাতে দয়া আছে, বিশেষ-ভাবে সেই বালকের প্রতি অকপট স্নেহ সতত বিদ্যমান আছে। তাহা হইলে দণ্ড কষ্টকর হইলেও সুখকর হইবে, দণ্ড অসহ্য হইলেও দণ্ডদাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবে না। সুতরাং কখন কোন কথা গোপন করিবার প্রবৃত্তি হইবে না।

স। আমার বোধহয় এই সঙ্গে আর একটী সদুপায় অবলম্বন করা উচিত। সেটী এই যে যদি বালক একবার একটী অন্যায় কাজ করিয়া স্বীকার করে, তবে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে সতর্ক হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার সেই স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি রক্ষা হয়। কোন অন্যায় কাজ করিয়া স্বীকার করায় সাহসিকতা প্রকাশ পায়, অস্বীকার করায় ভিরুতা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং এই স্বীকার অস্বীকারের উপর তাহার অন্য অনেক কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। আচ্ছা যে পুনঃ পুনঃ অন্যায় কাজ করিয়া গোপন করে, তাহার সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে?

সু। আমার এক বন্ধু বলিয়াছেন, তিনি একটী ১১।১২ বৎসর বয়স্কা বালিকার মিথ্যা কথা কওয়া অভ্যাস আছে জানিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন সেই বালিকা পিত্রালয়ে

থাকিতে তাহার এমন কতকগুলি অভ্যাস ছিল, যাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন, তাহার বিবাহ হইয়া যাওয়াতে সে শ্বশুরালয়ে আসিয়া ঐসকল কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিল না, সে বেচরার সে মন্দ অভ্যাস আর কিছুতেই গেল না। কি করে লোভপরতন্ত্র হইয়া ঐসকল অভ্যাসের অধীন হইয়া চলিতে লাগিল। যখনই সে ধরা পড়ে, তখনই গোপন করে। পূর্ব্বে বালিকার মিথ্যা বলা অভ্যাস তত প্রবল ছিল না; কিন্তু এক্ষণে এমন অবস্থা হইল যে মিথ্যা কথা ভিন্ন আর তার উপায় রহিল না। অনেকেই তাহার আচরণে বিরক্ত হইতে লাগিল, কেবল একজন লোক শান্ত ভাবে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন, আর তাহাকে সাবধান করিতে লাগি-লেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই হইল না। তখন সেই লোকটী বালিকাকে এক নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া, অতি মিষ্ট ভাবে তাহাকে অনেক তিরস্কার করিয়া বলিলেন,"এখন বল,এসকল যাহা তুমি অস্বীকার করিয়াছ,তাহা তোমারই কর্ম্ম কি না ?" বালিকার ইচ্ছা হইয়াছে, সে স্বীকার করে, কিন্তু কত দিন কত সময়ে মিথ্যা কথা কহিয়া অস্বীকার করিয়া, আজ সহসা স্বীকার করিতে বড় লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে স্বীকার করিতে পারিল না, বালিকা বলিল "না আমি করি নাই !" সে আত্মীয় আবার বুঝাইতে লাগিলেন। তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল "কি করিব, আমার এইরূপ অভ্যাস আছে। বাপের বাড়ী—নিজের ঘর, সেখানে নিজের ইচ্ছামত চলি-তাম, এখানে পরের বাড়ী; অভ্যাস ছাড়িতে পারি না,

আবার স্বীকার করিতেও লজ্জা হয়," এই বলিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছেন তাহাকে দেখিয়া তাঁহার বড়ই দুঃখ হইয়াছিল। এইরূপ নানা প্রকার সামান্য বিষয়ে আমাদের সদ্ভাব ও ভালবাসার অভাবে আমরা অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকি।

মা। ভালবাসা ও সহানুভূতির অভাবে অনেক ছেলে এইরূপে জীবনে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একটী ছেলে যতই মন্দ হউক না কেন, ভাল বাসিয়া তাহাকে সংশোধন করিতে যত্নবান হইলে, অবশ্যই তাহাতে কিছু না কিছু সুফল ফলিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গৃহে বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক সন্তানকে যতদূর শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, সুকুমারের ততটুকু শিক্ষা লাভ হইয়াছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় এতদূর শিক্ষা হইয়াছে, যাহাতে সুকুমার কোন ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিতে ও সেখানকার নির্দ্দিষ্ট পাঠ সহজে চালাইতে পারে। এমন সময় তাহাকে সহরের কোন উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। বালক পিতা মাতার স্নেহ মমতা ও শুভাকাঙ্ক্ষার অধীনে জীবনের প্রথম একাদশ বর্ষকাল এমন ভাবে কাটাইয়াছে যে সত্য ও ন্যায়ানুষ্ঠানকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতে শিখিয়াছে। শিক্ষক ও গুরুজনকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, সে বিনয়ী ও শান্তস্বভাবসম্পন্ন হইলেও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিত

ও মন্দ বালকদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে ভীত বা কুণ্ঠিত নহে। যাহারা এক সঙ্গে পড়ে, তাহাদের কাহারও প্রতি কেহ অন্যায় ব্যবহার করিলে, তাহার প্রতিবিধানে সর্ব্বদা যত্ন তৎপর হয়। সত্য কথা বলিতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে; সর্ব্বদা সুকুমার সৎসাহসের পরিচয় দিয়া থাকে। কোন গরিব ছেলে অর্থাভাবে পুস্তক কিনিতে না পারিলে, কিম্বা বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাইলে, তাহার জন্য গোপনে অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে সুকুমার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে ও সুস্বভাবসম্পন্ন হইতে লাগিল। শিক্ষক সকল ছেলের মধ্যে ঐ ছেলেটীকে বড় ভাল বাসেন। পড়া শুনাতে, আচার ব্যবহারে, ঐ ছেলেটীই বড় ভাল ছেলে। কয়েকটী মন্দ ছেলে সুকুমারের প্রতিপত্তি দেখিয়া, দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া তাহার অপকারে প্রবৃত্ত হইল। একদিন স্কুলের ছুটীর পর তিন চারিটী ছেলে একত্র হইয়া সুকুমারকে বলিল, "সুকুমার আমাদের সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাবে?" তদুত্তরে সুকুমার বলিল "আমার বেড়াইবার ইচ্ছা হইলে বাবাকে বলিব, তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন, তোমাদের সঙ্গে যাব না।" তাহারা বলিল, "কেন আমাদের সঙ্গে গেলে তোমার কি ক্ষতি হবে?" সে বলিল, "তোমাদের সঙ্গেগেলে ক্ষতি হবে কি লাভ হবে, তা জানি না, তবে বাবার সঙ্গে গেলে আমার লাভ হবে জানি।" তাহারা বলিল, "বাবাত আর তোমার বন্ধু নন, বাবার সঙ্গে ত আর মনখুলে সবকথা কহিতে পারিবে না, আমাদের সঙ্গে গেলে কত মজা হবে। কত নূতন কথা, কত নূতন খেলা, কত মজা শিখিবে, বাবার কাছেত আর তা হবে না।" এই সকল শুনিয়া এক-বার সুকুমারের মনে মনে উহাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা

হইল। কিন্তু তবুও সাহস করিয়া যাইতে পারিল না। তাহাদিগকে বলিল, "না ভাই, বাবাকে মাকে না বলিয়া তোমাদের সঙ্গে যাব না। আজ বাড়ীতে তাঁহাদিগকে আগে জিজ্ঞাসা করিব,যদি তাঁরা যেতে বলেন, তবে যাব, আর বারণ করিলে যাব না।" তখন তাহারা বলিল, "না না তোমার বাপমাকে বলিলে আর তাঁরা যেতে দেবেন না, আর তোমারও আমাদের দলে মিশে খেলা করা হবেনা, আচ্ছা আজ যদি না যাও তাও ভাল, তুমি তোমার বাপমাকে না বলিয়া নিজে নিজে ভাবিয়া ঠিক করিও, তার পর কাল আমরা একত্রে খেলা করিতে যাইব, কেমন?" সুকুমার বলিল,"আচ্ছা তাই হবে।"

পরদিন সুকুমার সেই সকল ছেলেকে বলিল, "না ভাই, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। বাবা মাকে না বলিয়া আমি তোমাদের দলে মিশিব না। আমার বাবার অজ্ঞাতসারে আমি কখন কোন কাজ করিনাই এখনও করিব না, তোমরা আর আমাকে ওরূপ অনুরোধ করিও না। তবে স্কুলে যতক্ষণ পারি তোমাদের সঙ্গে খেলা করিব।" তখন তাহারা বলিল, "আচ্ছা এক দিন আমাদের সঙ্গে চল, যদি ভাল না লাগে আর যাবে না, ভাল লাগে রোজ যাবে।" তখন সুকুমার বলিল, "তবে আজ আর না। শনিবারে ২ টার সময়ে ছুটীহবে সেই দিন বরং অল্প সময়ের জন্য যাব।" তখন তাহারা সকলেই তাহাতে সম্মত হইল এবং ব্যগ্রভাবে শনিবারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুকুমার অবসর পাইয়া ভয় ও ভাবনার সহিত বিষয়টী চিন্তা করিয়াছে, মা বাপের অজ্ঞাতসারে যাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু ঐ যে নূতন মজা, নূতন খেলার নূতন আহ্বান সুকুমারের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার আকর্ষণে পড়িয়া কি করিবে কিছুই

ঠিক করিতে পারিতেছে না। ক্রমে শনিবার আসিল। সুকুমার যাইবে কিনা তখনও ঠিক করিতে পারে নাই। শেষে তাহারা ডাকিবামাত্র কলের পুতুলের মত তাহাদের সঙ্গে চলিল। কে যেন তাহার প্রাণের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিল "সুকুমার কি করিলে, বাপ মাকে জিজ্ঞাসা করিলে না?" সুকুমার চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। সঙ্গীরা বলিল, "ও কিও, এস না।" সুকুমার বলিল, "আমি যাব না, আমি পারব না, আমার যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।" সঙ্গীদের একজন বলিল, "আ মরি! ন্যাকামি দেখ, এখান থেকে এইটুকু যেতে পারবেন না, যেন নবাব সিরাজদ্দৌলা এলেন রে। চল আর ন্যাকরা কত্তে হবে না।" সুকুমার বলিল, "আমি যেতে পারবো না।" তখন সেই কয়জন ছেলে একত্র হইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। সুকুমার একাকী অনেক চেষ্টা করিয়া ও কাঁদাকাটি করিয়া এবং তাহাদের পায় ধরিয়া তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইল না। কোন্ পথ দিয়া তাহারা যে গেল, সুকুমার কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে সকলে প্রবেশ করিল। ঐ সকল ছেলে সর্ব্বদা সেইখানে একত্র হয়, সুকুমার তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। সুকুমার দেখিল ঐসকল বালকদের সেইখানে তামাক খাবার আয়োজন আছে—একজন তামাক সাজিতে গেল—আর একজন তাহার একসঙ্গীকে অতি কুৎসিৎ ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুই হুঁকাটার জল ফেরা না।" সে ছেলেটা বলিল, "হুঁকার জল কোথায় ফেলব।" সে বলিল "যদি সুকুমার তামাক না খায়, তবে হুঁকার জলটা তার মুখে ঢেলে দে। সুকুমার বড় বিপদ দেখিয়া কাঁদাকাটি করিতে লাগিল। তখন

একটা ছেলে আসিয়া তাহার গালে এক চড় মারিয়া, গালাগালি দিয়া ও বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "চুপ কর, তা না'হলে মেরে ফেল্‌বো।" সুকুমার তাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া, তাদের কুৎসিৎ ভাষা ও পরস্পরের প্রতি ঘৃণিত সম্ভাষণ শুনিয়া একবারে মরিয়া গিয়াছে। সুকুমার এসকল ব্যাপার কিছুই জানিত না। আজ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া একদিকে সে ভয় ও ভাবনাতে জড়সড়, আবার অন্যদিকে কি করিয়া ইহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। কুসঙ্গ যে বিষময়—কদাচার যে বাস্তবিকই ঘৃণিত—'অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ,' একথা যে ঠিক কথা, তাহা সুকুমার ভাল করিয়া অনুভব করিতেছে। কোন প্রকারে তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলে বাঁচিয়া যায়, এই ভাবিয়া সে যেমন হাত ছাড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করিবে, অমনি তাহাদের দুইজনে তাহাকে ধরিল। সুকুমার তাহাদের হাত ছাড়াইতে গিয়া পড়িয়া গেল। একটা ছেলে তাহারই উপর এক চড় মারিল। আর একটা ছেলে যেমন চীৎকার করিয়া বলিল "দেখিস্ যেন পালায় না। আজ ওর ভাল ছেলে হওয়া দেখাব, তবে ছাড়্‌ব।" অমনি একজন ভদ্রলোক পাশের গলী হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে ৩।৪টা ছেলেতে একটা ছেলের উপর অত্যাচার করিতেছে, আর সে পালাইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সেই ভদ্রলোক সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রথমতঃ দরজা বন্ধ দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার মানস করিতেছিলেন। শেষে বাড়ীর একটা কোণে একটা ভগ্ন স্থান দিয়া বাড়ীর ভিতর যাইবার সুবিধা আছে দেখিয়া সেই দিকে গেলেন। প্রবেশ করিতে গিয়া দেখেন,

দুটা ছেলে সেই পথে দুইখানি ইট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া, মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া, শেষে সাহস পূর্ব্বক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা পলায়ন করিল। তিনি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে দরজা খুলিতে গেলেন। তখন সেই ছেলে কয়টা বাহিরের অনেক লোক আসিবার আশঙ্কায়, সেই গোপন পথে পলায়ন করিল। ভদ্রলোকটী সুকুমারের নিকট গিয়া দেখেন, যে তাহার শরীরের নানাস্থানে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রলোকটী সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ছেলেটা ভাল ছেলে, ঐ কয়টা অসৎ ও দুরন্ত ছেলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। তখন তিনি তাহার বাড়ী ও বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সে স্থান অনেকদূর, তথাপি তিনি সেই বালকের দুর্দ্দশা দেখিয়া এতই দুঃখিত হইয়াছেন যে, বহুবাজারের দক্ষিণ পাড়া হইতে সিমলা উত্তর পাড়ায় সেই বালকদের বাড়ীতে তাহাকে পোঁছাইয়া দিতে আসিলেন। সুকুমার সেই বাবুটীর সঙ্গে নিরাপদে বাড়ী আসিল। বাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহার বাপ তখনও বাড়ী আসেন নাই। বাবুটীর ইচ্ছা ছিল, সুবোধচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া যাবেন। সুকুমার বাড়ীর ভিতর যাইতে না যাইতে, সরলা তাহার গাত্রে ধুলা, ছিন্ন বস্ত্র ও ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা?" সুকুমার নীরবে কাঁদিতে লাগিল। সুকুমারী দৌড়াদৌড়ি আসিয়া দাদার গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া দিতে দিতে অতি ব্যগ্রভাবে বলিতেছে, "আমার দাদার এমন দশা কে করিল? দাদা তোমার সঙ্গে কি কার

ঝগড়া হয়েছে ?" সুকুমার মাথা নাড়িয়া বলিল "না।" সরলা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তবে কি ক'রে এত লাগ্‌লো বাবা, বল না ?"

ছে। আমাদের স্কুলের ৪।৫টী দুষ্ট ছেলে আমার সঙ্গে খেলা করবে ব'লে আমাকে জোর করে ধ'রে নিয়ে যেতে চায়; আমি যেতে চাইনি, তাই আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। একটী বাবু আমাকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে এসেছেন, তিনি বাহিরে বসে আছেন।

স। সে বাবুটী কে, বাড়ী কোথায়, কিছু জান কি ?

ছে। না, আমি তাঁকে চিনি না।

স। আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করগে তিনি একটু বস্‌তে পার্‌বেন কি না, যদি না পারেন, তবে তাঁহার নাম, ঠিকানা সব লিখিয়া রাখ। তোমার বাবা তাঁর সঙ্গে কাল এক সময়ে দেখা কর্‌বেন।

ছে। (বাহিরে গিয়া) আপনি একটু বস্‌বেন ? আমার বাবা আর একটু পরে আস্‌বেন।

বাবু। না, আমার শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, আমি এখন বাসায় যাব। আমি আমার নাম আর ঠিকানা বলিয়া দিই, কাল তোমার বাবাকে একবার যেতে বলিবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মেয়ে। (মায়ের পরামর্শে) আপনি একটু থাকুন, আমাদের ঝি জল আনিয়া দিক্, আপনি হাত মুখ ধুইয়া, কিছু জল খান।

বাবু। না, আমি এখন যাই, এই আমার নাম ও ঠিকানা রহিল।

সরলা গৃহপ্রবেশ করিয়া, সর্ব্ব প্রথমে সুকুমারকে একডোস্ আর্ণিকা খাওয়াইয়া দিলেন, একটু আর্ণিকা লোসন্ প্রস্তুত করিয়া আঘাতিত স্থান সমূহে প্রলেপ দিতে লাগিলেন। এমন সময় সুবোধচন্দ্র গৃহে আসিলেন। তাঁহাকে অতি গম্ভীর ও বিষন্নভাবে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া সরলার প্রাণ চমকিত হইল। তাঁহার এরূ ভয় হইল যে সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছেন না। সুকুমারের শরীরে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাকে যে দুষ্ট ছেলেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, এসকল কথা বলিতে সাহস হইতেছে না। সমস্ত নীরব ও নিস্তব্ধ! স্নেহের বালা—আদরের ধন—সুকুমারীও আজ পিতার নিকটে যাইতে সাহস করিতেছে না। সুকুমার লজ্জা ও ভয়ে জড়সড়। কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই! সুবোধচন্দ্র শীঘ্র আফিসের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলেন। সরলা সুকুমারীকে পাঠাইয়া, সংবাদ লইয়া জানিলেন যে সেই বাবু চলিয়া যান নাই, তিনি আর সুকুমারীর বাবা দুইজনে বসিয়া কি কথা কহিতেছেন।

সে রাত্রি চুপচাপে কাটিল। সুবোধচন্দ্র রাত্রিতে সমস্ত ঘটনা সরলাকে বলিলেন। কিরূপ অসৎ বালকদের হাতে সুকুমার পড়িয়াছিল, তাহা সরলা এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া দুঃখেতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সরলা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন, "এতদিন ধরিয়া সাবধানতা ও যত্নের সহিত লালনপালন করিয়া শেষে এই হইল!"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, তাকে ত জোর ক'রে নিয়ে গেছে, সে ত আর আপনি যায় নাই।

সরলা বলিলেন, আজ এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া তাহারা সাদাসাদি করিতেছিল, সুকুমার কেন আগে আমাদিগকে বলিল না? আগে বলিলে, আর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। সে যাবে বলে নিশ্চয় আশা দিয়ে ছিল, তা নাহ'লে কখনই সেই সকল দুষ্ট বালক সুকুমারকে নিয়ে যেতে পার্‌তো না।

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, তাইত তুমি যে আবার নূতন ধাঁদা লাগাইয়া দিলে। এতদিন তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে ছিল, কেন আমাদিগকে বলিল না, তুমি ঠিক বলিয়াছ, ইহার ভিতর কিছু গোল আছে।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি দুর্ভাবনার ভিতর দিয়া কাটিল। সুবোধচন্দ্র ও সরলা রাত্রিতে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারিলেন না। রাত্রি শেষে অল্পক্ষণের জন্য নিদ্রাকর্ষণ হইল মাত্র। প্রাতে সুবোধচন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে সুকুমারের সংবাদ লইলেন। দেখিলেন, তাহার শরীরের বেদনা কমিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে লইয়া বেড়াইতে গেলেন। সুকুমারের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন, সে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেছে না। সর্ব্বদাই যেন জড়সড়। সভয়ে সকল কথার উত্তর দিতেছে।

পি। সুকুমার তোমার এমন দশা কেন হইল। কোন কথার উত্তর দিতে দম আট্‌কাইয়া আস্‌ছে কেন?

ছে। বাবা, কাল আমি বড় অন্যায় কাজ করিছি, তাই আমার মনে কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। আমার মনটী বড়ই খারাপ হয়ে গেছে।

পি। তুমি কি খারাপ কাজ করেছ? তোমাকেত সেইসব দুষ্ট ছেলে ধরে নিয়ে গিয়াছিল?

ছে। কেন বাবা, আজ পাঁচ ছয়দিনধরে তারা আমাকে নূতন খেলা শিখাইবার, নূতন মজা দেখাইবার লোভ দেখাইয়া ডাকিতে ছিল, আমি যাইতে চাই নাই, কিন্তু নূতনের লোভে তাদের সঙ্গে যাবরি ইচ্ছা আমার মনে উদয় হয়েছিল, তা না হলে আমি ত তোমাকে সমস্ত বলিতাম। আমি সমস্ত কথা না বলাতেই ত কাল আমার এত দুর্দ্দশা হয়েছে। আমি যেমন তোমাদের কাছে আমার মনের কথা বলি নাই, তেমনি ঈশ্বর আমাকে দণ্ড দিয়াছেন। যখনই তাদের সঙ্গে যাইব বলিয়া পা বাড়াইয়াছি, তখনই কে যেন আমার প্রাণ থেকে ডেকে বলিল, "কই তোমার বাবাকে মাকে জিজ্ঞাসা করিলে না ?"

পি। (সজল নয়নে পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া) বাবা, তোমার এমন বুদ্ধি কেন হল, আমাকে বলিলেত আমি কুসঙ্গ হইতে, ঐ পাপের হাত হইতে তোমাকে বাঁচাইতে পারিতাম। এই একদিনের সামান্য অবিবেচনায় তুমি তোমার যে কি ক্ষতি করিলে তাহা এখন বুঝিবে না, এর পর বুঝিতে পারিবে। আমি যে এতদিন তোমাকে এত সাবধানে রক্ষা করিতে ছিলাম তাহা সমস্তই বিফল হইল।

ছে। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা এমন অন্যায় কাজ আর কখনও করিব না। তোমাদিগকে না বলিয়া আর একটী পাও কোথাও যাইব না। আমাকে ক্ষমা কর।

সু। (স্নেহভরে পুত্রকে চুম্বন দিয়া) আচ্ছা আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যে সত্যকথা কহিয়াছ, নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। যত গুরু-

তর অপরাধ হউক না কেন, স্বীকার করিতে পারিলে তুমি বাঁচিয়া যাইবে। কখন কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিও না। সত্যতে মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আর মিথ্যাতে মানুষ ক্রমে ক্রমে মরিয়া যায়—অতি অপদার্থ লোক হইয়া পড়ে। সাবধান কোন কাজ, বা মনের কোন ভাব পিতা মাতা বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট গোপন করিয়া রাখিও না।

সরলা সুবোধ চন্দ্রের নিকট সুকুমারের বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মন একটু শান্ত হইল। কিন্তু তাঁহার ক্ষোভ ও দুঃখ একবারে যাইতে অনেক সময় লাগিল। তাহার কারণ এই যে, তিনি সুকুমারকে মানুষ করিবার জন্য অত্যধিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি সুবোধ চন্দ্রের আশ্বাস বাক্যে ও সুকুমারের মনের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা ও মনের আশা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইহার মধ্যে সুবোধচন্দ্র সেই ভগ্নবাটী পরিদর্শন পূর্ব্বক ও সেই বাবুটীর সাহার্য্যে সেই বালকগণের সন্ধান করিলেন। বিদ্যালয় হইতে তাহাদের অভিভাবকদের নাম লইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ সন্তানদিগকে শাসন ও সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন! সুবোধচন্দ্র নিজেই সেই সকল ছেলের সুমতি ও সুগতির জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সরলা একদিন সুবোধ চন্দ্রকে বলিলেন, "মনের সদ্ভাব সকলকে ফুটাইবার যথাবিধি চেষ্টা করিলে, উচ্চ আদর্শ, পবিত্র লক্ষ্য, সন্তানের সম্মুখে ধরিলে ; তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবারও বিদ্যালয় হইতে গৃহে আনিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া একজন

স্বতন্ত্র লোক রাখিলে। এ সমস্তই করিলে, কিন্তু নানা কারণে যে সকল কুশিক্ষা, কুচিন্তা এবং কুভাব সন্তানদের মনে স্থান পাইতেছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার আর কি কোন সদুপায় নাই? আমার মনে হয় যে, এ সমস্তই বাহিরের উপায়।"

সু। তাহার আত্মার কল্যাণের জন্য, তাহার মনের উন্নতির জন্য, তাহার শারীরিক সুস্থতার জন্য, আমার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা এখন করিতেছি, ইহাতেও যদি তাহার কল্যাণ না হয়, তাহ'লে আর আমার সাধ্য নাই।

স। কি কি করিতেছ বল?

সু। আগে আগে যখন আমার সময় হইত, তখনই কেবল তাহকে লইয়া বেড়াইতে যাইতাম। এখন অনেক সময়ে তাহাকে কেবল আরাম দিবার জন্য, তাহার সঙ্গে নির্জ্জনে মিলিত হই। তাহার সদ্ভাব সকলকে ফুটাইবার জন্য, প্রত্যহ তাহকে লইয়া বেড়াইতে যাই। যেখানে ছেলেরা খেলা করে, সময়ে সময়ে সেখানে গিয়া তাহাদের সহিত খেলা করি, এবং যে সকল স্থানে সুকুমারকে লইয়া গেলে তাহার উপকার হইবে, বলিয়া বুঝিতে পারি, সে সকল স্থানে তাহাকে লইয়া যাই।

স। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তোমার সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকিতে পায়, আর তাতে তার বেশ উপকার হইতেছে, তাহাও বেশ বুঝা যায়। কিন্তু আমি বলি কি, এমন সদুপায় কর, যাতে ছেলের মন্দ লোকের সংসর্গে যাইতে চাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে—তাহার অসদ্‌বৃত্তি সকল ও পাপ প্রলোভনকে দমন করিয়া সাধু আকাঙ্ক্ষা ও সদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবার বাসনা প্রবল করিয়া দিবে।

সু। একটা কাজ হয়েছে।

স। কি হয়েছে?

সু। সুকুমারের কাজের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়াছে, সর্ব্বদাই দেখিবে, কিছু না কিছু কাজে সে নিযুক্ত আছে। যাহারা অলসভাবে সময় কাটায়, তাহাদের সর্ব্বনাশ সহজেই হয়। যাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহাদের মন্দ লোকের সংসর্গে যাইবার, মন্দ কথা শুনিবার,মন্দ বিষয় ভাবিবার সময় বড় অল্প থাকে।

স। ইহাতে কিছু উপকার হইবে বটে, কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। এমন কিছু ছেলের সম্মুখে ধর, যাহা সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, তাহার মন, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাব ও চিন্তার ভিতর, প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে।

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "তাহাকে লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করি এবং নানাপ্রকার বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে তাহার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দিয়াছি। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে নির্ম্মল চরিত্র ও মার্জ্জিত জ্ঞান লাভ করা এবং ধর্ম্মপরায়ণ ও হৃদয়বান লোক হওয়াই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; আর যাহা কিছু, তাহা এই লক্ষ্যসিদ্ধির সহায় মাত্র। তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, জীবনে যে মনুষ্যত্ব নাই, তাহা যেন লোকের নিকট দেখাইতে না যায়, যে মহত্ত্ব জীবনের চিরসম্বল তাহাও সতত সাবধানতার সহিত রক্ষা করিবে, সাধুতার সংবাদ যত অল্প প্রচার হয়, ততই ভাল। জীবন দেখিয়া লোকে তাহার যে মূল্য নির্ণয় করিবে, তাহা অপেক্ষা জীবনের অনেক অধিক মূল্য হওয়া উচিত, কারণ মূল্য দেখান উদ্দেশ্য নহে, জীবন গঠন করাই উদ্দেশ্য। * তাহাকে বুঝাইয়া

* Self culture page 65.

দিয়াছি যে, জগতে যাহা কিছু মানবের শরীর মনের আরাম ও উন্নতি বিধান করিতেছে, তাহারই মূলে পরমেশ্বর স্বয়ং বিদ্যমান, তিনি নিজ হস্তে সংসারের বিবিধ কল্যাণ বিধান করিতেছেন। তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, মানুষ নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অল্প জ্ঞানে যাহা বুঝিতে পারে না, তাহাই অসম্ভব ও অসঙ্গত বলিয়া উপেক্ষা করা অবিবেচক দাম্ভিকের কর্ম্ম। একজন যাহা বুঝে না, আর একজন হয়ত তাহা বেশ বুঝিতে পারে, সে সেই হউক না কেন, ছাত্রের ন্যায় তাহার নিকটে বসিয়া সমস্ত শ্রবণ করিবে, বুঝিতে চেষ্টা করিবে, বুঝিতে না পারে, সে উপদেশ গ্রহণ করিবে না, কিন্তু যাহা বুঝিবে না, তাহার প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, জীব মাত্রেই তাহার সদ্ব্যবহার ও ভালবাসার পাত্র। মানুষ পাইলেই তাহাকে জানিতে চেষ্টা করিবে, তাহার মধ্যে কোন্ বিষয়ে কতটুকু মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব আছে, তাহাই জানিতে ও বুঝিতে প্রয়াস পাইবে, মানুষকে যতই বুঝিতে পারিবে, তাহার সদ্‌গুণ সকল যতই হৃদয়ঙ্গম করিবে, ততই মানবের প্রতি গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। ইহাই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সার কথা। তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, লবণ যেমন সকল বস্তুকে সুস্বাদু করে, মানবপ্রাণের ভক্তি ভাব, (যাহা কেবল মানবেই দেখিতে পাওয়া যায়) সেইরূপ পূজনীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রধাবিত হইয়া মানুষকে বড় করে। যে জীবন অন্য জীবনের মহত্ত্ব অনুভব করিতে ও তাহা আত্মসাৎ করিতে না পারে, তাহার সহস্র সদ্‌গুণ ও অকিঞ্চিৎকর তৃণবিশেষ, কারণ আমরা এজগতে লোককে শ্রদ্ধা করিয়া ও লোককে ভাল বলিয়া এজীবনে কল্যাণ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকি, অনন্তকাল এই উন্নতির পথে মানব সমাজ

অগ্রসর হইতেছে, চিরদিনই এইরূপ অগ্রসর হইবে।* তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, যে কাজ যত কঠিন, সেই কাজ ততোধিক উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতে পারায় এ সংসারে এত উন্নতি সাধন হইয়াছে, এবং মনুষ্য নামের এত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যেক সাধু মহাত্মার জীবন চরিত হইতে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, তাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য, সকল প্রকার আরাম ও সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়াই, মানব ইতিহাস খুলিলেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে,যিনি যতটুকু নিস্বার্থ প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া সংসারের সেবা করিয়াছেন—সংসারের সাংসারিক ভাব,মলিনতা ও ক্ষুদ্রত্বকে অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি তদ্দ্বারা সেই পরিমাণে জন সমাজকে উন্নত করিয়াছেন,সেই পরিমাণে তাঁহাদের দ্বারা জন সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে,সেই পরিমাণে জন সমাজ মানবের বাসোপযোগী হইয়াছে। এই সকল কথা নানা প্রকার উপায়ে তাহার প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দিয়া বলিয়াছি, "তোমার জীবনও যেন এই মহালক্ষ্যসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে। তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে,অনেক সময়ে অনেক প্রলোভন আসিয়া মানুষকে আক্রমণ করে, সে সময় মানুষ আত্মহারা হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজেরও প্রভূত অকল্যাণ সাধন করে, এজন্য যাহাতে সে সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকে, তাহারও উপায় করিয়াছি। এই জন্যই তাহাকে অধিকাংশ সময়ে নানা প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া থাক।

* Self-culture page 71 and 72.

স। কি করিয়া তাহার মনে এই সকল ভাব প্রবেশ করাইলে,আর সৎসঙ্গীই বা কোথায় পাইলে ?

সু। কেন? যেসকল জীবন চরিত্ত পাঠ করিলে, তাহার চিন্তাশীলতার উন্মেষ হইবে,সাধুতার গভীরতা বৃদ্ধি হইবে, সদনুষ্ঠানে আগ্রহ জন্মিবে, সেই সকল পুস্তক আনিয়া দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন যখনই তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, গোলদিঘীতে, কিম্বা অন্য কোথাও কোন নূতন স্থানে বেড়াইতে যাইতেছি, তখনই সকল প্রকার দৃশ্যের মধ্য হইতে কিছু না কিছু নূতন কথা, নূতন ভাবে, তাহাকে বুঝাইয়া দিতেছি এবং সেই সঙ্গে যেসকল পুস্তক পাঠ করিয়া নিজে প্রভূত উপকার লাভ করিতেছি, তাহার মর্ম্ম সকল ঠিক সমবয়স্ক বন্ধুরমত হইয়া গল্প করিতে করিতে তাহাকে বুঝাইয়া দিতেছি। সে তাহা বুঝিতেছে এবং সেইমত কার্য্যও করিতেছে।

স। এই যে বন্ধুহওয়ার কথা বলিলে, এটীই কঠিন ব্যাপার। কোন বালকের বন্ধু হইতে পারিলেই তাহার সকল প্রকার কল্যাণ সাধনই আমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে।

উপসংহার।

এই বৎসর সুকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। তাহার বয়ক্রম পূর্ণ ত্রয়োদশ বর্ষ হইয়াছে। তাহার শরীর বেশ সবল ও সুস্থ, মুখে হাসিটুকু সর্ব্বদা লাগিয়া আছে। দেখিলেই বোধ হয়, উৎসাহ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা তাহার নিত্য সহচর। আশাকে সঙ্গী করিয়া সর্ব্বদা সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। একবার দুইবার বা ততোধিক

বার চেষ্টা করিয়াও যে কাজে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, সে কাজ আরও দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করায় কৃতকার্য্য হয় ও সেই সঙ্গে আরও কঠিনতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মায়। এইরূপে এই বালক পিতামাতার যত্নে বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইতেছে। ইহার ভাবী জীবন যে জন সমাজের অশেষ কল্যাণের কারণ হইবে, তাহার কোন সংশয় নাই। এই পরিবারের প্রথমাবস্থা হইতে এপর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, একবার সমস্ত ব্যাপারটী—সেই সরলা ও সুবোধচন্দ্রের এই বিষয় সম্বন্ধে প্রথম আলাপ—তাঁহাদের নানা প্রকার সুখ ও আরাম ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পুত্রকণ্যাকে, বিশেষ ভাবে সুকুমারকে মানুষ করিবার জন্য যে শ্রম স্বীকার—অধ্যয়ন ও নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন, একবার স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিলে, মনে হইবে যে, আমাদের দেশে এপর্য্যন্ত কোন পরিবারে সন্তানকে প্রকৃত পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন করিতে এত আয়াস স্বীকার করা হয় নাই। এখন করুণাময় পরমেশ্বর সুকুমারকে দীর্ঘ জীবন দান করিয়া তাহাকে তাহার আশার পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ করেন এবং সে নিজ জীবনের দ্বারা সতত সর্ব্ব প্রকারে তাহার স্বজনবর্গের ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, ইহাই তাহার পিতামাতার এক মাত্র কামনা। ঈশ্বর দয়া করিয়া সরলা ও সুবোধচন্দ্রের কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদের আশা পূর্ণ করুন।